নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ২৷৷০ টাকা

স্বস্থকল্পা শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী

ও

সহৃদয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার

করকমলেষু

এই উপন্যাসের প্লটটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহের দান। লেখার সময় অনেক বদল হয়ে গেলেও এর কাঠামোটি কবিগুরুর দত্ত উপহার।

এই পুস্তকখানি প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। সম্পাদক মহাশয় এটিকে পুস্তকাকারে পুণর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

রমণা, ঢাকা
ফাল্গুন ১৩৩২

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

—উপহার পৃষ্ঠা—

নষ্টচন্দ্র

বিকালবেলা। পশ্চিমের জানলা দিয়ে সোনালি-রঙের প্রচুর রৌদ্র ঘরের ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত এসে পড়েছে। আলোর দিকে মুখ ক'রে সাম্‌নে একখানা বড় আয়না পেতে একটি সতর-আঠার বছরের ছেলে একটা বড় কাঁচের বাটিতে জল আর ল্যাভেণ্ডার মিশিয়ে এক-একবার মাথায় মাখ্‌ছে আর বিবিধ ভঙ্গিতে টেড়ি বাগাবার চেষ্টা কর্‌ছে। তা'র চুলে ইচ্ছামতো তরঙ্গ ও আবর্ত্তময় টেড়ি হচ্ছে না ব'লে সে বিরক্ত হ'য়ে ক্রমাগত টেড়ি ভাঙ্‌ছে আর ল্যাভেণ্ডার-জল দিয়ে-দিয়ে আবার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত টেড়ি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। ছেলেটির বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর, মুখভাব নিতান্ত মেয়েলি, কোমল ও সুন্দর; তা'র সর্ব্বাঙ্গে সৌখীন বিলাসিতার পারিপাট্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান; তা'র পরনে শান্তিপুরের

মিহি কালাপেড়ে ধুতি পরিপাটিভাবে কোঁচানো চুনট-করা; গায়ে ডুরে ছিটের শার্ট, এরারুট আর মোম দিয়ে শক্ত চক্‌চকে ইস্তিরি-করা; জামায় সোনার বোতাম, হাতে সোনার হাতঘড়ি সোনার বন্ধনীতে বাঁধা; পায়ে বার্ণিশ-করা নূতন চক্‌চকে পাম্প্‌শু। তা'র আয়না চিরুণি বুরুশ প্রভৃতিও বেশ দামী। ছেলেটির সুন্দর সৌখীন চেহারার সঙ্গে এই-সব বিলাসোপকরণ বেশ খাপ খেয়েছিল; কিন্তু সে-বাড়ীর যে-ঘরে ব'সে সে এই বিলাস-প্রসাধন সম্পন্ন করছে তা'র সঙ্গে সেও খাপ খায়নি, তা'র সাজসজ্জাও মানায়নি; এই বাড়ীতে তা'র অবস্থানকে গ্রাম্য উপমা দিয়ে বল্‌তে পারা যায়—গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে। বাড়ীটি ছোটো, অতি পুরাতন, জীর্ণ, নোনা লেগে ইটগুলো নানা জায়গায় ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে গেছে, ঘরের ভিতরে-বাহিরে চুনবালি খসে' পড়েছে, কোথাও-কোথাও বা পড়ো-পড়ো হ'য়ে ফেঁপে আছে, আর যেখানে এঁটে লেগে আছে সেখানকারও চুনকামের রঙ্‌ বয়সের আতিশয্যে হল্‌দে হ'য়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল গুরুভার বহন ক'রে কড়ি-বরগা জখম হয়ে ঝু'লে পড়েছে, আর তাদের স্বয়ং কাজ চালাবার শক্তি নেই দে'খে তাদের তলায় বাঁশের খুঁটি ঠেক্‌নো দেওয়া হয়েছে; ঘরের মেঝে অনেক জায়গাতেই খুঁ'ড়ে গর্ত্ত-গর্ত্ত হ'য়ে

গেছে, যে-যে জায়গায় গভীর হ'য়ে খুঁড়ে গেছে হাঁটতে-চলতে পাছে হোঁচট খেতে হয় তাই সেই-সেই জায়গায় মাটি ভরাট ক'রে গোবর-জল দিয়ে লেপে নিকিয়ে চৌরস করা হয়েছে; গর্ত্তগুলি ভরাবার জন্যে চারটি খোয়া আর ছুটি-খানি সিমেণ্ট মাটি সংগ্রহও হ'য়ে ওঠেনি দেখা যাচ্ছে। ঘরের একপাশে একটা অনেক কালের পুরানো কৃষ্ণমূর্ত্তি দেরাজ-আল্‌মারি, তা'র দুদিকের কার্ণিশ ভেঙে উড়ে গেছে, দেরাজের টানার গায়ে গা-চাবির কল আর হাতল লাগানো ছিল, এখন তাদের পূর্ব্ব অবস্থিতির স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ কেবল কতকগুলি ফুটো-মাত্র দেখা যাচ্ছে, তা'তে কাজ হয় না, কিন্তু কাজের ব্যাঘাত ঘটে অনেক, তাই সেই-সব ফুটোর ভিতর দিয়ে আরসুলার অবাধ-প্রবেশ নিবারণের জন্য ছেঁড়া খবরের কাগজ গুঁজে-গুঁজে দেওয়া হয়েছে; কালের কৃপায় সে-কাগজের রং বালি-কাগজের মতন পিঙ্গল হ'য়ে উঠেছে; দেরাজটার একটা পায়া নেই, তা'র জায়গায় একটা জীর্ণ আধ্‌লা ইট গোঁজা আছে; দেরাজের পাশে একটা গড়্‌গড়ে ঘোড়াঞ্চির উপর বসানো আছে একটা অতিপ্রাচীন কালের পটপটে টিনের প্যাঁট্রা, তা'র ডালাটা দুম্‌ড়ে তুবড়ে নৌকার খোলের মতন হ'য়ে গেছে: সেই প্যাঁট্রার পাশেই সাজানো রয়েছে একটি

ঝক্‌ঝকে মাজা পিতলের পিল্‌সুজের উপর রেড়ির তেলে-ভরা একটি পিতলের প্রদীপ। ঘরের অপর পাশে একটি পুরাতন খাটের উপর স্বল্প শয্যা বিছানো, সেটি ধোয়া-চাদরে ঢাকা, কিন্তু খাটের ছত্রীর উপর তোলা মশারিটি জীর্ণ মলিন ; খাটের পাশেই কড়ি থেকে ঝোলানো রয়েছে একটি পুরাতন কড়ির আল্‌না, তা থেকে অনেক কড়িই খ'সে গেছে, অনেক কড়ি ভেঙেও গেছে ; আল্‌নার উপর ইঁদুরের অবতরণ নিবারণের জন্যে লম্বমান রজ্জুর মাঝখানে যে দুখানি শরা উবুড় ক'রে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা'র একখানার খানিকটা ভেঙে গেছে। কিন্তু সেই বিশ্রী পুরাতন আল্‌নার উপরে শোভা পাচ্ছে, ধব্‌ধবে ধোয়া জরির বুটিদার ঢাকাই কাপড়ের একটি পিরান, জরি-পাড় একখানি ধুতি ও জরি-পাড় একখানি রেশ্‌মী চাদর। ভাঙা দেরাজের উপরেও সাজানো আছে আতর গোলাপজল ল্যাভেণ্ডার পমেটম্‌ পাউডার্‌ আর এসেন্‌সের বিবিধ-প্রকারের শিশি-কৌটা। এই ঘরটিতে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য অভাব ও বিলাসিতা যেন গলাগলি হ'য়ে বিরাজ করছে—এ যেন আলো ও ছায়ার অপূর্ব্ব রহস্যময় খেলা।

হঠাৎ সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলে একটি যুবক। তা'র বয়স একুশ-বাইশ বৎসর হবে। চেহারা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায় যে, ছেলেটি আগের বর্ণিত বালকটিরই বড় ভাই; এরও গায়ের রং উজ্জ্বল-গৌর, তপ্ত-কাঞ্চনের মতন; কিন্তু এই যুবার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বালকের চেহারার মধ্যে বিশেষ-একটা পার্থক্যও প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে—এই যুবকের দেহ বলিষ্ঠ উন্নত সুগঠিত পেশীপুষ্ট, মুখে পৌরুষ ও দৃঢ়তার সহিত কোমলতার ছাপ দেদীপ্যমান; তা'র বেশভূষায় যত্নমাত্র নেই—তা'র মাথার চুল স্বভাব-কুঞ্চিত কিন্তু আঁচ্‌ড়ানো নয়, তা'র কাপড় ছেঁড়া, মোটা এবং সদ্য-ধোয়াও নয়, কোঁচার কাপড়টাতেই তা'র দেহ আবৃত; সেই যুবা ঘরে এসে দাঁড়াতেই তা'র ছায়া বালকের সম্মুখস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হ'ল; ঘরে লোক আসার পায়ের শব্দ শু'নে ও দর্পণে আগন্তুকের প্রতিচ্ছায়া পড়্‌তে দেখে' বালক একটু বিব্রত ও লজ্জিত হ'য়ে বিচিত্রকারুকার্য্যময় টেড়ি রচনার দুশ্চেষ্টা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ে আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে।

আগন্তুক-যুবক ভ্রাতার বিব্রত মুখ ও অসমাপ্ত প্রসাধনকে উপেক্ষা ক'রে ব্যস্তভাবে বল্‌লে—অনিল শিগ্‌গীর এস, মা তোমাকে ডাকছেন·········

মুখ বিরস ক'রে অনিল বিরক্তস্বরে কেবল বল্লে—যাচ্ছি.........

যুবক আগের মতন ব্যস্তভাবেই বল্লে—আর দেরি করবার সময় নেই অনিল, মার অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে এসেছে......তুমি শিগ্গীর এস......

এই কথা বলতে-বলতে যুবক ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে চ'লে গেল। অনিল মুখ বিকৃত ক'রে ক্ষিপ্র-হস্তে টেড়ি-রচনা সমাপ্ত করতে প্রবৃত্ত হ'ল। তা'র সমস্ত মনটাই যেন আবার প্রসাধনের দিকে ঝুঁকে পড়্ল।

যুবক অনিলের ঘর থেকে বেরিয়ে যে-ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে সেখানে দারিদ্র্যের ও দুঃখের একাধিপত্য। তাদের ভীষণ ভ্রূকুটির উপর সুখ ও সচ্ছলতার স্নিগ্ধহাসি কোথাও এতটুকু রেখাপাত করতে পারেনি। একখানি জীর্ণ তক্তপোষের উপর সামান্য ছিন্ন মলিন শয্যায় শুয়ে আছেন একজন মুমূর্ষু মহিলা; তাঁর বয়স যে কত তা তাঁর চেহারা দে'খে আন্দাজ করা কঠিন; তাঁকে যুবতীর মমী বলাও চলে, আবার জরাজীর্ণ বৃদ্ধা বলাও চলে। তাঁর দেহ শুষ্ক-শীর্ণ; দারিদ্র্যের দুর্ভাবনা ও অনশনের অত্যাচারে প্রাণ যেন বহু দিন সে জীর্ণ আবাস ছেড়ে গেছে। কিন্তু এখনও তাঁকে দেখ্লে বুঝ্তে পারা যায় যে এককালে

তাঁর এই মৃতপ্রায় দেহে কি অনুপম সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ছিল।

যুবক ঘরে এসে দেখ্‌লে, মা নিস্পন্দ হ'য়ে শুয়ে আছেন, জীবিত কি মৃত অনুমান করা যায় না। সে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে নাকের কাছে হাতের উল্টাপিঠ পেতে নিশ্বাস পড়ছে কি না, পরীক্ষা কর্‌তে লাগল; পুত্রের হাত মাতার মুখে ঠেকে যেতেই মা চম্‌কে উ'ঠে চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত ক'রে অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করুলেন—কে? অনিল?

প্রাণের সাড়া পেয়ে যুবকের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; সে মাতাকে জীবিত দে'খে আশ্বস্ত ও প্রফুল্ল হয়ে বল্‌লে—না মা, আমি অনল।

মা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—অনিল কি বাড়ীতে নেই?

অনল কি উত্তর দেবে ভেবে ইতস্ততঃ কর্‌ছিল। যেন প্রশ্নটা এড়াবার জন্যেই সে মার শয্যার পাশে মাটিতে ব'সে, একটা ভাঙা পাথর-বাটিতে মকরধ্বজ ও মৃগনাভি বেদানার রসের সহিত একটা জাঁতির ডাঁটি দিয়ে মাড়্‌তে লাগল। তা'র পর কি ভেবে বল্‌লে—অনিল বাড়ীতে আছে, আস্‌ছে।

মার চৈতন্য আবার আচ্ছন্ন হ'য়ে এল, তিনি আবার

নিস্পন্দ হ'য়ে গেলেন। পুত্রের সম্বন্ধে সব আগ্রহ অচৈতন্যের ঘোরে ঢাকা প'ড়ে গেল।

অনল ক্ষিপ্রহস্তে ঔষধ মেড়ে হাতে ক'রে নিয়ে মার মুখের কাছে ঝুঁকে ডাকৃলে—মা,......

মা আবার চম্‌কে উ'ঠে চোখ ঈষৎ মে'লে জিজ্ঞাসা করলেন—অ্যাঁ? অনিল এল?......

সেই ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে আবার ব্যগ্র ঔৎসুক্যের সুর বেজে উঠ্‌ল।

বিষণ্ণ মুখ ফিরিয়ে অনল বল্‌লে—অনিল আস্‌ছে, তুমি ততক্ষণ বেদানার রসটুকু খেয়ে নাও ত...

মুমূর্ষুর মুখে ম্লান ক্ষীণ হাসির একটু রেখা দেখা দিলে, তিনি বল্‌লেন—বেদানার রস? কোথায় পেলি অনল?

মার মুখে হাসির আভাস দে'খে অনলের দুই চোখ অশ্রুজলে ভ'রে উঠেছিল, সে রোদন সম্বরণ করবার চেষ্টা কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে—তা আমি যেখানেই পাইনে কেন, তুমি খাও ত......

মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠেও দৃঢ়তার সুর ধ্বনিত হ'ল—তুই নিজে উপোষ করে' আমাকে বেদানার রস খাওয়াচ্ছিস্, তোর প্রাণ শোষণ ক'রে কিনা আমাকে বাঁচ্‌তে হবে?......

অনল কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে ভৎর্সনার আভাস দিয়ে

বল্‌লে—তুমি অত বোকো না, আমি যা দিচ্ছি লক্ষ্মী মেয়ের মতন খেয়ে ফেল ত। এতদিন তুমি আমাদের খাইয়েছ, আমরা ত জিজ্ঞাসা করিনি ঐ-সব খাবার তুমি কোথায় পেলে। এখন আমার খাওয়াবার পালা এসেছে, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পাবে না।

অনলের মা দীর্ঘনিশ্বাস ফে'লে ঔষধটুকু খেয়ে বল্‌লেন—অনল, তোকে আমি পেটে ধরিনি; অনিল হবার আগেই তুই আমাকে মা ব'লে ডেকে মা হওয়ার আনন্দের আস্বাদ জানিয়েছিলি; অনিল হওয়ার পরেও আমি কোনো দিন তোর চেয়ে অনিলকে বেশী আপনার বা অধিক প্রিয় মনে কর্‌তে পারিনি; তুই বড় হ'য়ে উ'ঠে একাই আমার ছেলে-মেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী বাপ-মা—সকলের অভাব পূরণ করেছিস্‌......

মার মুখে নিজের প্রশংসা শু'নে অনল ব্যস্ত হ'য়ে কি ক'রে এই প্রসঙ্গ চাপা দেবে ভাব্‌ছিল, এমন সময় অনিল টেড়ি-কাটা সমাপ্ত ক'রে ফিট্‌ফাট্‌ বাবু হ'য়ে সেই ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লে। অনিলকে দে'খেই অনল ব'লে উঠ্‌ল—মা, অনিল এসেছে......

মা কম্পিত দুই হাত তু'লে দুই ছেলেকে ডাক্‌লেন—তোরা দুজনে আমার কাছে এসে দু-পাশে বোস্‌।

দুই পুত্র মার কোলের কাছে দু-পাশে গিয়ে বস্‌ল। মা দু-হাতে দুই ছেলের হাত ধ'রে অনিলের হাত অনলের হাতের উপর ধীরে-ধীরে রেখে বল্‌লেন—অনল, অনিলকে তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তুই একে দেখিস্।……তোকে বল্‌বার দর্‌কার ছিল না, তুই একে দেখ্‌বিই। কিন্তু অনিল ছেলেমানুষ, ওর বুদ্ধিশুদ্ধিও ভালো নয়, তোর কাছে ওর পদে-পদে অপরাধ ঘটবে, ওর নির্ব্বুদ্ধিতা আর দুর্ব্বুদ্ধিতার জন্যে ও হয়ত অপকর্ম্মও ক'রে ফেল্‌বে, তোকে সেই-সব মার্জ্জনা ক'রে………

অনল মাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—মা, অনিল যে আমার ভাই, এ-কথা কখনো আমি ভু'লে যাবো ব'লে কি তোমার মনে হচ্ছে?

পুত্রের প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে সচেতন হ'য়ে মা বল্‌লেন—না। আর আমি তোকে কিছু বল্‌ব না, তোকে কিছু বল্‌বার দর্‌কার নেই।…অনিল, তোকে আমি তোর দাদার হাতে-হাতে দিয়ে গেলাম, দাদার উপদেশ আর আদেশ মেনে চলিস্, মনে রাখিস্ মর্‌বার আগে তোদের মা তোকে এই অনুরোধ ক'রে যাচ্ছে।

অনিলের মা ঔষধের উত্তেজনায় এত কথা বল্‌তে পার্‌লেও তা'র প্রতিক্রিয়ায় একেবারে অবসন্ন হ'য়ে নিঃঝুম

হ'য়ে পড়্লেন। ক্রমশঃই তাঁর অবস্থা খারাপ হ'তে লাগ্ল, মৃত্যু ধীরে-ধীরে তাঁকে গ্রহণ কর্‌ছিল।

অনিলের মন বাইরে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ কর্‌লেও মরণাপন্ন মাকে ফে'লে সে যেতে পার্‌ছিল না,—মায়ের প্রতি মমতার জন্য ততটা নয়, যতটা অনলের ভয়ে। তা'র এত যত্নের ও সাধের প্রসাধন ও সজ্জা যে নিরর্থক হ'ল এই আপ্‌শোসে তা'র অন্তর ভরাট হ'য়ে উঠেছিল ব'লে তা'র মাতার বিচ্ছেদ-বেদনাও সেখানে স্থান পাচ্ছিল না। তাদের গ্রামের দু-ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাসুন্দিয়া গ্রামের জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর সখের থিয়েটারে সুশ্রী অনিল নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে; সেই জমিদারের অনুগ্রহেই তাঁর পরিত্যক্ত বসন-ভূষণ ও প্রসাধন-দ্রব্য প্রসাদ পেয়েই অনিলের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হয়; আজ তাদের থিয়েটারের ড্রেস্‌রিহার্সাল হবার কথা, আজকের দিনে আটক্ প'ড়ে অনিলের মন এমন বিরস ও মায়ের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল যে, মায়ের মৃত্যু-শোকের চেয়েও থিয়েটার কর্‌তে যেতে না পারার দুঃখ তা'র কাছে ক্রমে প্রবলতর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তা'র কেবলই মনে হচ্ছিল—সে যে এখনও গেল না, এতে বাবু না জানি কত বিরক্ত হচ্ছেন।

সেই রাত্রে অনিলের মার মৃত্যু হ'ল।

মাতার এই অসাময়িক মৃত্যুতে অনিল অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হ'ল। মা যখন তাদের ছেড়ে চ'লে গেলেন তখন প্রথমটা তাঁর বিয়োগব্যথাই তাকে আকুল করেছিল, কিন্তু সে-ব্যথা অতি ক্ষণিক। তা সে সহজেই কাটিয়ে উঠল। তা'র দুঃখ ও বিরক্তির কারণ হ'ল এই যে তা'র ইচ্ছাসত্ত্বেও লোকনিন্দার ও দাদার শাসনের ভয়ে সে এই অশৌচ অবস্থাতে থিয়েটার ক'র্‌তে পার্‌লে না, অধিকন্তু তা'র বহু কালের যত্নে পমেটম্ ও ল্যাভেণ্ডার-জলের সিঞ্চনে কুঞ্চিত আবর্ত্তিত কেশদাম নির্ম্মূল ক'রে মুণ্ডিত ক'রে ফেল্‌তে হ'ল। মাতৃশোক যখন সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, তখনও তা'র এই শোক দূর হয়নি, কারণ চুল তা'র তখনও জেলখানার কয়েদীর কেশের চেয়ে দীর্ঘ নয়।

*

* *

বিমাতার মৃত্যুর সময় অনল কল্‌কাতায় এম্-এ আর আইন পড়্‌ছিল; আর অনিলের বয়স বেশী হ'য়ে গেলেও সে গ্রামের স্কুল উত্তীর্ণ হ'তে তখনও পারেনি।

থিয়েটার আর বিবিধ প্রসাধনের দিকে অনিলের মনোযোগ যতখানি ছিল, লেখা-পড়ার দিকে তা'র সিকিও

ছিল না। বলাই বাহুল্য যে সে সেই বৎসর এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় ফেল্ করলে। ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ বাসুন্দিয়ার জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর মৃত্যু হ'ল; কাজেই তাঁর সখের থিয়েটার আপনা হ'তেই ভেঙে লুপ্ত হ'য়ে গেল। সুতরাং অনিলের গ্রামে থাকার আর কোনো প্রলোভন রইল না। এই বৈচিত্র্যহীন জীবন তা'র কাছে অসহ্য হয়ে উঠ্ল। সে দাদাকে গিয়ে বল্লে—দাদা, এখানকার গেঁয়ো স্কুলে ভালো পড়া হয় না; এখানে থাক্লে পাশ হওয়া শক্ত হবে; আমি পড়্তে কল্কাতায় যাবো।

অনল ভাইয়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে বল্লে—আচ্ছা।

এই ছোট্ট একটু আচ্ছার পিছনে যে কতখানি আত্মত্যাগ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, তা অনিল বুঝ্তে পার্লে না। অতটা অন্তর্দৃষ্টি থাক্লে এমন আব্দার সে কর্তে পার্ত না।

অনিল কল্কাতায় পড়্তে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে অনল পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে বস্ল; তাদের সামান্য জমি-জমা থেকে যা আয় হ'ত, তা থেকে অল্প কিছু নিয়ে আর নিজে দুবেলা প্রাইভেট্ ছেলে পড়িয়ে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন ক'রে অনল কল্কাতায় নিজের পড়ার খরচ চালা'ত।

ভাই যখন কল্‌কাতায় পড়্‌তে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লে, তখন সে তা'কে 'না' বল্‌তে পার্‌লে না; সে নিজে কল্‌-কাতায় পড়্‌ছে, ভাইয়ের কল্‌কাতায় পড়্‌বার ইচ্ছায় সে যদি বাধা দেয়, তা হ'লে ভাই তা'কে হয়ত স্বার্থপর ভাব্‌বে, এই মনে ক'রে, অনল ভাইয়ের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হ'তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু দুই ভাইয়ের কল্‌কাতায় পড়াব খরচ চালাবার মতন আয় তাদের ছিল না, আর অধিক উপার্জ্জন কর্‌বারও কোনো পথ অনল খুঁজে পেলে না। অনিল যে তা'র মতন ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ চালাতে পারে এ সম্ভাবনা অনলের মনে উদয়ই হ'ল না। তাই সে নিজের পড়া ছেড়ে দিয়ে খরচ কমিয়ে ভাইয়ের পড়ার খরচ যোগাতে প্রবৃত্ত হ'ল।

পৌষ মাস। দুপুর বেলা। অনল বাড়ীর রকে রৌদ্রে ব'সে নিজের ছেঁড়া কাপড়-জামাগুলো সেলাই কর্‌ছে। ছিন্ন বস্ত্রের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শীতের বাতাস তা'কে কাঁপিয়ে তোলে; মেরামৎ না কর্‌লে সেই কাপড়-জামায় শীত কাটানো অসম্ভব।

বড়দিনের ছুটিতে অনিল বাড়ীতে এসেছে। তা'র পরনে সুচিক্কণ ধুতি, গায়ে ভালো বনাতের বুক-খোলা কোট, গলায় রেশ্‌মী মাফ্‌লার, পায়ে চক্‌চকে নূতন

পাম্প্‌শু। এই বিলাস-সজ্জার কতক জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদের বকেয়া জের, আর কতক অনলের আত্ম-ত্যাগ ও স্নেহের দানের অপব্যবহার। অনিল বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে দাদাকে বল্‌লে—দাদা, আমি কাল কল্‌কাতায় যাবো।

অনল সেলাই ছেড়ে মুখ তু'লে অনিলের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন? এখনও ত চারদিন ছুটি বাকি আছে।

অনিল বল্‌লে—তা আছে, কিন্তু 'নিউ ইয়ার্‌স্‌ ডে'-তে আলিপুরের জু-গার্ডেনে ফ্যান্‌সি ফেয়ার দেখতে যেতে হবে। কাল না গেলে দেরি হয়ে যাবে যে।

অনল একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে কেবল বল্‌লে—আচ্ছা।

অনিল আবার বল্‌লে—আমার গোটা-দশেক টাকা চাই, দাদা।

অনলের সেই একই উত্তর—আচ্ছা।

অনিল হয়ত অনলের মুখে একটা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পেতে দেখেছিল, কিম্বা তা'কে প্রথম কল্‌কাতায় পাঠাবার সময় তা'র দাদা যে তিনটি মাত্র উপদেশ দিয়েছিল—অসৎ সঙ্গ ও প্রলোভন থেকে দূরে থেকো, অপব্যয় কোরো না, আর মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো—সেই উপদেশ-তিনটি হয়ত

এখন তা'র মনে প'ড়ে গেল; তাই একটা আকস্মিক লজ্জায় তা'র মনটা সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল। 'ঠাকুর-ঘরে কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে যে মহাপুরুষ 'আমি ত কলা খাইনি' ব'লে বাংলা প্রবচনের মধ্যে অমর হ'য়ে আছেন, তা'রই মতন তাড়াতাড়ি সে বল্‌লে—ফ্যান্‌সি ফেয়ারে আমাদের স্কুলের মাষ্টার মশায়রাও যাবেন; সেখানে দুদিন যেতে মোটে দু টাকা খরচ হবে; সকল বিষয় দেখা-শোনাও ত শিক্ষার অঙ্গ। আর বাকি টাকা দিয়ে এক জোড়া জুতো কিন্‌ব।

অনল এবার ভাইকে প্রশ্ন না ক'রে আর চুপ ক'রে থাকৃতে পার্‌লে না—তোমার ত তিন জোড়া জুতো—পাম্প শু, ব্রোগ আর চটি—নূতনই আছে; আবার জুতো কি হবে?

অনিল বল্‌লে—এক-জোড়া টেনিস্ শু কিন্‌তে হবে, এই টেনিস্ খেলার সিজ্‌ন্ এসেছে কি না।

অনল একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—এই-সব জুতো প'রে খেলা যায় না?

অনিল দাদার মূর্খতায় মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—না, এ-সব জুতো প'রে খেলা দস্তুর নয়।

অনল ভাইয়ের নূতন জুতো কেনায় যে পরোক্ষ ঈষৎ

আপত্তি উত্থাপন করেছে তার জন্যেই যেন লজ্জিত-কুণ্ঠিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তা হ'লে ত একটা টেনিস্ র‍্যাকেটও কিন্‌তে হবে ?

দাদার এই প্রশ্ন শুনে অনিল মনে কর্‌লে দাদা অধিক ব্যয়ের ভয়ে এই প্রশ্ন কর্‌ছে ; তাই সে একটু বিরক্তস্বরে বল্‌লে—না, আমি র‍্যাকেটের টাকা চাইনে, আমি একটা র‍্যাকেট জোগাড় করে' এসেছি।

অনিলের কথা শুনে অনল আশ্বস্তও হ'ল, সঙ্গে-সঙ্গে ব্যথিতও হ'ল ; সে যে ভাইয়ের নির্দোষ খেলার জন্যে একটা র‍্যাকেট জোগাতে পরাঙ্মুখ ও অপারক এই কথা মনে হওয়াতেই অনল নিজের কাছে কুণ্ঠিত ও অপরাধী হ'য়ে ব্যথিত হ'য়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে নিজের বাক্‌স খুলে দেখ্‌লে তাতে তেরটি টাকা আছে ; এই টাকা সে নিজের এক-জোড়া কাপড় জামা ও জুতো কেন্‌বার জন্যে অনেক কষ্টে সঞ্চয় করে' তুলেছিল। সেই তেরটি টাকাই বাক্‌স থেকে সে বার করে' নিলে। টাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তেই ঘরের সাম্‌নের একপাশে স্থানে-স্থানে-তালি-মারা সেলাইয়েরও-অতীত-হ'য়ে-ছিঁড়ে-যাওয়া ধূলায়-ধূসর নিজের একমেবাদ্বিতীয়ম্ জুতা-জোড়ার উপর নজর

পড়্‌ল ; সেদিক্ থেকে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরে এসে অনিলের হাতে সেই তেরটি টাকাই সঁপে দিলে এবং মনে-মনে সঙ্কল্প কর্‌লে—যেমন করে'ই হোক অনিলকে একটা টেনিস্‌র‍্যাকেট কিনে দিতে হবে ; এই র‍্যাকেট তার নিতান্ত প্রয়োজন, অথচ অনিল অভিমান করে' বা অন্য যে কারণেই হোক্ এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি যে তার কাছে চায়নি এর বেদনা তার অন্তরকে পীড়িত করে' তুল্‌ছিল। তার কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল যে, চাওয়ার অতিরিক্ত যদি না দিতে পারি তা হ'লে অনিলের প্রতি আমার সমস্ত স্নেহই ত মিথ্যা ; তার স্নেহ যে মিথ্যা নয় তা নিজের কাছেই প্রমাণ কর্‌বার জন্যে অনল চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে-সঙ্গে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' গল্পের বংশী ও রসিকের কথা মনে হ'য়ে অনলের মন কেমন শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়্‌ল।

অনল জুতো-জামা পরা ছেড়ে দিয়ে নিজের খরচ কমিয়ে ফেল্‌লে ; আহারের বাহুল্যও সে ত্যাগ কর্‌লে। কিন্তু এর পরেও সে হিসাব করে' দেখ্‌লে যে, একটি টেনিস্-র‍্যাকেট কিন্‌বার মতন টাকা জম্‌তে এতদিন লাগ্‌বে যে ততদিনে এবারকার টেনিস্ খেলার সিজ্‌ন্ ফুরিয়ে শেষ হ'য়ে যাবে। তখন অনলের হঠাৎ মনে পড়্‌ল এবার সে

প্রাইভেট্ এম্-এ পরীক্ষা দেবে বলে' ফি-এর কতক টাকা সংগ্রহ করে' বাক্সর একেবারে তলায় যেন নিজের লুব্ধ দৃষ্টির অগোচরে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেও ত অতি সামান্য, সেই কয়েক টাকায় ত ভালো টেনিস্ র‍্যাকেট পাওয়া যাবে না! অনল পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়ে কোথাও একটি চাক্‌রি সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; ভাইকে একটা সামান্য খেল্‌না যদি সে না দিতে পারে, তবে কিসের তার ভালোবাসা?

অনলের ভাগ্যক্রমে একটা চাকরিও চট্ করে' জুটে গেল: অনিলের মুরুব্বি বাসুন্দিয়া গ্রামের জমিদার প্রফুল্ল-বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারি কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্‌সের অধীনে রাখ্‌বার জন্যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট্ ইচ্ছা জানিয়েছেন। জমিদারের স্ত্রী চেষ্টা কর্‌ছেন যাতে জমিদারি কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্‌সের অধীনে না যায়; এই সূত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি কর্‌বার জন্যে একজন ইংরেজি ও আইন জানা লোকের আবশ্যক হয়েছিল। অনল এইকথা লোক-পরম্পরায় শুন্‌বা-মাত্রই বাসুন্দিয়ার জমিদারের প্রবীণ দেওয়ান রাজকুমার-বাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর্‌লে এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের এই চাক্‌রিটি সংগ্রহ করে' উৎফুল্ল হ'য়ে বাড়ী ফিরে এল।

নষ্টচন্দ্র

১৭ই পৌষ ১লা জানুয়ারী অনল জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তার কাজে নিযুক্ত হ'ল। নিযুক্ত হ'য়েই সে কথা-প্রসঙ্গে তার সহকর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিলে, তারা বাংলা মাস হিসাবে মাইনে পেয়ে থাকে, না ইংরেজী মাস হিসাবে। যখন সে শুনলে যে, বাংলা মাস হিসাবেই তাদের মাইনে দেওয়ার রীতি, তখন তার আনন্দও হ'ল চিন্তাও হ'ল—আর চৌদ্দ-পনের দিন পরে সে মাইনে পাবে ভেবে তার যেমন আনন্দও হ'ল, তেমনই তের দিনের বেতন যা সে পাবে তাতে অনিলের জন্যে র‍্যাকেট কেনা কেমন করে' হবে ভেবে সে চিন্তিত এবং বিমর্ষও হ'য়ে উঠল। সে হিসাব করে' দেখলে, এই তের দিনের মাইনে সে ২২৸৶১০ আনা পাবে; আরো এতগুলি টাকা হ'লে তবে একখানি ভালো র‍্যাকেট হয়।

মাসকাবারে মাইনে পেয়েই অনল দেওয়ান রাজকুমার-বাবুর কাছে একদিনের ছুটি নিয়ে কল্‌কাতা রওনা হ'ল। তার মাইনের সব টাকা, নিজের এক্‌জামিনের ফি-এর জন্য সামান্য সঞ্চয় এবং প্রজাদের বাড়ীতে প্রত্যহ হাঁটা-হাঁটি করে' আদায়-করা কিছু খাজনা একত্র করে' মোট বায়ান্ন টাকা পৌনে তের আনা ট্যাঁকে গুঁজে সে কল্‌কাতায় গেল, নিজে একটি র‍্যাকেট কিনে নিজের

হাতে অনিলকে দিয়ে তার প্রফুল্লতাটুকু দেখে আস্‌বে বলে'।

কল্‌কাতায় পৌঁছে পথ থেকে একটা র‍্যাকেট কিনে নিয়ে অনল অনিলের মেসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। অনল দূর থেকেই দেখ্‌লে, অনিল মুখ ম্লান করে' তা'র কেওড়া-কাঠের তক্তপোষের উপর চুপ করে' বসে' কি ভাব্‌ছে। দাদাকে কোনো খবর না দিয়ে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হ'তে দেখে অনিল মুখ আরো বিষণ্ণ ও বিরক্ত করে' তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। অনল অনিলের মুখের বিষণ্ণতা লক্ষ্য করে'ও তাকে মোটে আমল দেয়নি, কারণ অনিলকে তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল করে' তোল্‌বার সোনার কাঠি সে ত সংগ্রহ করে' সঙ্গে করে' নিয়ে এসেছে। অনল ঘরে ঢুকে ঘরে আর কেউ নেই দেখে আরো খুশী হ'য়ে হাসি-মুখে বল্‌লে—এই দেখ্‌ অনিল, তোর জন্যে কি নিয়ে এসেছি!

অনল হাত বাড়িয়ে র‍্যাকেটখানা অনিলের সাম্‌নে ধর্‌লে।

অনিলের মুখে হর্ষ বা সন্তোষের একটু চিহ্নও ফুটে উঠ্‌ল না, সে র‍্যাকেটখানা নিয়ে একটা অতি তুচ্ছ সামগ্রীর মতন তক্তপোষের একপাশে রেখে দিলে। দাদার

অসাধারণ আত্মত্যাগে মহীয়ান্ ও অমূল্য সেই স্নেহ-নিদর্শনটির প্রতি লক্ষ্য না করে'ই অনিল বলে' উঠ্‌ল—দাদা, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, আমি তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম·········

অনিল তার স্নেহ-উপহারকে উপেক্ষা করাতে অনলের মনে যে দুঃখ জেগে উঠ্‌তে পার্‌ত, তা আত্মপ্রকাশ কর্‌বার অবকাশই পেলে না; এমন সামগ্রী উপহার পেয়েও অনিলের আনন্দ না হওয়াটা অনলের কাছে এমন অস্বাভাবিক বিসদৃশ বোধ হয়েছিল যে তার বিস্ময় ও কৌতূহল সমস্ত মন জুড়ে ফেলে দুঃখকে সেখানে আমলই পেতে দিলে না। বিস্মিত আশাহত অনল অনিলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোর কি হয়েছে রে?

অনিল মাথা নীচু করে' মুখ ভার করে' বল্‌লে—আমি টেস্‌ট্‌ এক্‌জামিনেশনে ফেল্‌ করেছি; আমাকে অ্যালাও করেনি······

অনেকখানি আনন্দ পাবার আশায় একদিনের জন্য অনল দেশ ছেড়ে এসেছিল। এসেই এমন দুঃসংবাদে তার মনটা অত্যন্ত দমে গেল; তবু সে মুখে উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে—তাতে আর কি হয়েছে? আর-এক বছর ভালো করে' পড়ো·········

অনিল এবার মাথা তুলে দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—আমি এখানে আর পড়্‌ব না.........

অনল বিস্মিত হ'য়ে অনিলের মুখের দিকে চেয়ে রইল; দেশে পড়ার অনিচ্ছা হওয়াতে অনিল গত বৎসর কল্‌কাতায় এসেছিল; এবার আবার কল্‌কাতা ছেড়ে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দিতে আর কোন্ দেশে যে অনিল যেতে চাইবে তা ঠিক আন্দাজ কর্‌তে না পেরে অনল অবাক্ হয়ে রইল।

অনিল বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি আমেরিকায় যাবো......

অনিলের চাঁদ-চাওয়া অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা শুনে অনল আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—আমেরিকায় যাবে? কল্‌কাতার পড়ার খরচই জোগাতে পারা যায় না, আমেরিকার খরচ জোগাড় হবে কোথা থেকে?

অনিল বল্‌লে—ভারতবর্ষের অনেক ছেলে ত সেখানে গিয়ে নিজে উপার্জ্জন করে' লেখা-পড়া শিখ্‌ছে।

অনল মনে-মনে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে' উঠ্‌ল—"কে? তুমি নিজে উপার্জ্জন করে' লেখাপড়া শিখ্‌বে?" কিন্তু মুখে প্রকাশ্যে সে বল্‌লে—কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছতেও ত পাথেয় ও পুঁজিতে অন্তত হাজার-খানেক টাকা চাই?

অনিল বলে' উঠ্‌ল—আমাদের বাড়ী আর জমি-জায়গায় আমার অংশ আমাকে ভাগ করে' দিন, আমি তাই বেচে পুঁজি করে' নিয়ে জাহাজের খালাসী কি খানসামা যা-হয়-কিছু-একটা হ'য়ে যাবোই যাবো… …

অনিলের মুখে সর্ব্বাগ্রে সম্পত্তি-ভাগের প্রস্তাব শুনে অনল মর্ম্মাহত হ'ল। কিন্তু মুখে বল্‌লে—কোনো কাজই ক্ষণিক উত্তেজনার বশীভূত হ'য়ে হঠাৎ করা উচিত নয়। শান্ত হ'য়ে কিছুদিন ভেবে-চিন্তে দেখ, তার পর যা ভালো মনে হয় কোরো।

অনিল অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠ্‌ল—আমি পনর দিন ধরে' এই কথাই কেবল ভাব্‌ছি, এ আমার স্থির সঙ্কল্প। এর নড়্‌চড়্‌ নেই।

অনল বল্‌লে—আচ্ছা, আমি মোটে একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি, আমাকে আজকেই ফিরে যেতে হবে। তুমিও কেন আমার সঙ্গে চলো না? তোমার ত এখানে আর কোনো কাজ নেই?

অনিল বল্‌লে—আমাকে যাবার উপায় খুঁজে বার কর্‌তে হবে। এখন আমি এখান থেকে কোথাও যেতে পার্‌ব না।

অনল বল্‌লে—আচ্ছা, আমি শিগ্‌গীর একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

অনল তখনই অনিলের মেস থেকে বিদায় হ'ল; অনিল দাদাকে একটু বিশ্রাম করতেও বল্‌লে না, তার খাওয়া হয়েছে কি না এবং এখন সে কোথায় যাবে তাও জিজ্ঞাসা করলে না।

অনল বাড়ী ফিরে গেল। তার সকল কাজের মধ্যে মনের ভিতর কেবল এই কথাই ঘুরে-ঘুরে উদিত হচ্ছিল যে, অনিল তার সঙ্গে বিষয় ভাগ করে' নিতে চেয়েছে।

দিন-পনর পরে অনল আবার কল্‌কাতায় এসে অনিলের সঙ্গে দেখা করলে,এবং অনিলকে কিছু না বলে' তার হাতে একখানা কাগজ দিলে।

অনিল দেখ্‌লে সেই কাগজখানা একখানা রেজিস্‌টারি-করা দলিল। অনিল কৌতূহলী হ'য়ে সেই দলিলের ভাঁজ খুল্‌তে খুল্‌তে অন্যমনস্কভাবে অনলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল—সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার দলিল বুঝি?

অনল শুধু বল্‌লে—হুঁ।

অনলের উত্তর শুনে অনিলের মন বিরস বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; সে মনে-মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—দাদার কি অন্যায় ধূর্ত্তামি! আমাদের কি-কি বিষয় আছে তা আমাকে এক-

বার জানালে না! আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে একেবারে ফাঁকি দিয়ে সার্‌বার মতলব! ধাপ্পা-বাজিতে ঠক্‌বার পাত্র অনিল নয়!……

দলিল খানিকটা পড়্‌তে-পড়্‌তেই অনিলের মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল কিন্তু; তার মুখে আনন্দ, বিস্ময়, লজ্জা ও সম্ভ্রম একসঙ্গে খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। সে দলিল পড়ে' দেখ্‌লে, তার দাদা পৈতৃক সম্পত্তির নিজের ভাগ সমস্তই ভাই অনিলকে সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দচিত্তে দান করেছেন, এতে যদি কখনো তিনি নিজে বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অপর কেউ বা তাঁর ওয়ারিশানেরা দাবি-দাওয়া করে, তবে তা বাতিল ও না-মঞ্জুর হবে।

অনিল দলিল পড়া শেষ করে'ও কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তার ইচ্ছা কর্‌ছিল দাদার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে' একটি প্রণাম করে; কিন্তু তার সেই আচরণ দাদার কাছে স্বার্থ-সিদ্ধির আনন্দ বলে' প্রতিভাত হ'তে পারে মনে করে' সে ক্ষান্ত হ'য়ে রইল।

অনল অনিলের আনন্দ ও লজ্জায় লাল মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—আমাদের যা-কিছু আছে সব তোমার। এই সমস্তই এত সামান্য যে তাতে তোমার

আমেরিকায় যাবার খরচ কুলানো দুষ্কর। তুমি যদি আর-একটা বছর অপেক্ষা করে' আমাকে সময় দাও, তা হ'লে আমি দিবারাত্রি প্রাণপণ পরিশ্রম করে' কিছু টাকা রোজ্‌গারের চেষ্টা দেখ্‌তে পারি।

অনিল প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—আমার টাকার দর্‌কার নেই দাদা, আমি বাঙালী-পল্টনে ভর্ত্তি হয়েছি, শিগ্‌গীরই মেসোপটেমিয়া রওনা হবো।

অনল চক্ষু বিস্ফারিত করে' বলে' উঠ্‌ল—অ্যাঁ! বলিস্‌ কি! করেছিস্‌ কি? এর আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্‌লিনে? মা যে তোকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন, তোর প্রাণের উপর ত তোর আর কোনো অধিকার ছিল না, অনধিকারে তুই এমন কাজ কেন কর্‌লি?…

অনলের বড়-বড় চোখ দিয়ে বড়-বড় ফোঁটায় অশ্রুপাত হতে লাগ্‌ল।

অনিল দাদার চোখের জল দেখে আর কাতর বাক্য শুনে প্রীত ও লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—ভয় কি দাদা? এত লোক যে যুদ্ধে যাচ্ছে সবাই ত আর মর্‌বে না। বড়-বড় যুদ্ধে যত লোক মারা যায় তার চেয়ে বেশী লোক মারা যায় বাংলা দেশের ম্যালেরিয়ায় কিংবা সাপের কামড়ে।

অনিল দাদাকে সান্ত্বনা দিলে বটে, কিন্তু দাদার স্নেহের পরিচয় পেয়ে তারও মনটা উদ্বিগ্ন হ'য়ে গেল।

অনিল মেসোপোটেমিয়ায় গিয়ে অনলকে খবর দিয়েছে, সে কোনো সুযোগে ফ্রান্সে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যাবে; সে যদি ইংলণ্ডে যেতে পারে তা হ'লে সেখানে সে লেখা-পড়া করবে; তখন তার হয়ত মাসে মাসে কিছু টাকার দরকার হতে পারে; আবশ্যক হ'লে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে' বা বন্ধক রেখে টাকা পাঠাতে হবে, একথাও সে অনলকে আগে থাকতে জানিয়ে রেখেছে।

অনিল যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে' যেতে পেরেছে, এই সংবাদে অনল যেমন আনন্দিত হয়েছিল, অনিলকে মাসে-মাসে দু-তিন শত টাকা পাঠাতে হবে ভেবে তেম্নি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিল। অনিলকে কল্‌কাতায় পড়্‌তে পাঠিয়ে অবধি সে ত এক-রকম বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিল; এখন একেবারে কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করলে; প্রত্যেকটি পয়সা সে সন্তর্পণে জমিয়ে রাখ্‌ছিল, কি-জানি কখন অনিলের তলব আসে।

অনলের পরামর্শে ও চেষ্টায় বাসুন্দিয়া এষ্টেট্ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ার-ফাণ্ডে ও অন্যান্য দুই-একটা অনুষ্ঠানে বিশেষ মোটা-মোটা দান করাতে এবং নিজের জমিদারীর ভিতর স্থানে-স্থানে স্কুল হাঁস্পাতাল পথ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে' দেওয়াতে ষ্টেট্ কোর্ট্-অব-ওয়ার্ড্সে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ত্যাগ করেছেন; জমিদারীর কর্ত্রী শ্রীমতী ধনিষ্ঠা দাসী যে নিজের জমিদারী পরিচালনায় যথেষ্ট নিপুণা ও মনোযোগিনী এ-সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর মন্তব্য রেভেনিউ বোর্ডে জানিয়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে এই খবর শ্রীমতী ধনিষ্ঠা দাসীর নামে এসে পৌঁছল এবং জমিদার প্রফুল্ল মুস্তফীর বাপের আমলের দেওয়ান রাজকুমার-বাবু যখন এই শুভ সংবাদ কর্ত্রী বউ-রাণীকে গিয়ে শোনালেন, তখন বিকাল বেলা।

ধনিষ্ঠা হাসিভরা মুখে দেওয়ানকে বল্লে—আপনি এখনি বাজার থেকে যত টাকার সন্দেশ আর বাতাসা পাওয়া যায় আনিয়ে গোবিন্দদেবের ভোগ দিইয়ে হরির লুট দেবার ব্যবস্থা করে' দিন গে। আর কাল ঠাকুরের পূজা আর ভোগের বিশেষ আয়োজন করে' দেবেন। আর দুধ দই ক্ষীর সন্দেশের বায়না আজকেই দিয়ে দিন, যত শিগ্গীর হয়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙালী-ভোজন করাতে হবে।

বাসুন্দিয়াতে রীতিমত উৎসব লেগে গেল। জমিদারের অকস্মাৎ মৃত্যুর শোক ভুলে' সমস্ত জমিদারী স্বাধীনতা লাভের আনন্দে উৎসবময় হ'য়ে উঠ্‌ল। দেউড়িতে নহবৎ বাজ্‌তে লাগ্‌ল; প্রতি তোরণে-তোরণে দেবদারু-পাতার তোরণ, আম্র-পল্লবের মালা, কদলী-বৃক্ষ ও পূর্ণ ঘট স্থাপিত হ'ল; ক্রমাগত বোমের আওয়াজে লোকের কান ঝালা-পালা হ'য়ে উঠ্‌ল; সন্ধ্যার পর কাছারী-বাড়ীর সাম্‌নের মাঠে অনেক টাকার আতস-বাজি পুড়্‌ল। গয়লা ময়রা জেলে প্রভৃতির আনা-গোনায় কাছারী-বাড়ী সর্‌গরম; অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাছারীতে কাজের বিরাম নেই।

অনেক চেষ্টা করে'ও ঠিক তার পরদিনই ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবার মতন উপকরণ-সামগ্রী সংগ্রহ হ'য়ে উঠ্‌ল না; ব্রাহ্মণ-ভোজন ও কাঙালী-ভোজন হবে একদিন পরে। ইতিমধ্যে উৎসবটা জুড়িয়ে না যায় বলে'ও বটে এবং বৃহৎ ভোজের দিন কাছারীর ও বাড়ীর সমস্ত আম্‌লা কর্ম্মচারী পেয়াদা পাইক ও চাকর-দাসীরা কর্ম্মেই ব্যস্ত থাক্‌বে, তারা নিজেরা আনন্দ কর্‌বার অবসর পাবে না বলে'ও বটে, মাঝের ফাঁকের দিনে তাদের সকলকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

মধ্যাহ্ন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বেলা প্রায়

দু'টা। সবে ব্রাহ্মণেরা বৈঠকখানা-বাড়ীর দরদালানে খেতে বসেছে; সেই দালানের সাম্নের রকে অন্যান্য জাতির ভদ্রলোকদের পাতা পাড়া হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা ভোজনে প্রবৃত্ত হ'লেই তাদেরও ডাক পড়্বে। উপরের ঘরের একটি বন্ধ জান্‌লার খড়খড়ির পাখী তুলে' প্রফুল্লমুখী ধনিষ্ঠা কৌতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করে' অভ্যাগতদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছিল। সে দেখ্‌লে মার্ব্বেল-পাথর-পাতা দালানের উপর কার্পেটের আসন পেতে ব্রাহ্মণেরা সার দিয়ে খেতে বসেছে, রাজকুমার-বাবু তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সকলের আহারের তত্ত্বাবধান কর্‌ছেন। একজন পাচক এক-হাতে একটা পিতলের বাল্‌তি ও অপর-হাতে একটা পিতলের বড় চাম্‌চে নিয়ে নূতন একটা পদ পরিবেষণ কর্‌তে উপস্থিত হ'তেই রাজকুমার-বাবু যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে খানিক দূরে সরে' গেলেন; তিনি সরে' যেতেই এতক্ষণ তিনি যে লোকটিকে আড়াল করে' দাঁড়িয়েছিলেন সেই লোকটির উপর ধনিষ্ঠার দৃষ্টি গিয়ে পড়্‌ল—ধনিষ্ঠা একেবারে চম্‌কে উঠ্‌ল! রাজকুমার-বাবু সরে' যেতেই মেঘাবরণমুক্ত সূর্য্যের ন্যায়, ভস্মাপসৃত অগ্নির ন্যায় যে তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি ধনিষ্ঠার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল তার দিকেই তার মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টি

নিবদ্ধ হ'য়ে গেল। আজ জমিদারের বাড়ীতে উৎসবের নিমন্ত্রণ; তাই সকলে যে যার উৎকৃষ্টতম পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়ে এসেছে; কেবল ঐ ব্যক্তিরই সজ্জার নিতান্ত অভাব—তার পরণে একখানা মোটা খদ্দরের খাটো সাদা থান আর গায়েও একখানা মোটা খদ্দরের সাদা চাদর; এই তপস্বীর স্বল্প বেশেও তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও দীপ্তি আর সকলের চেষ্টাকৃত প্রসাধনের উপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তার আশে-পাশে সাম্‌নে কত লোক হাসি-মস্করা রঙ্গ-তামাসা করছে; সকলের চটুলতা ও বাচালতার মধ্যে গম্ভীর স্বপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে বসে' আছে সে একা। তার দেহ দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট, মুখ পূরন্ত গোল, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, মুখশ্রী বুদ্ধির প্রভায় উদ্ভাসিত, তার উপর উদ্বেগের ছায়াপাত হওয়াতে সৌন্দর্য্যের সমস্ত উগ্রতা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে পরিণত হ'য়ে উঠেছে। যতক্ষণ ব্রাহ্মণভোজন হ'ল ততক্ষণ ধনিষ্ঠা এক-দৃষ্টে কেবল সেই লোকটিকেই দেখ্‌ছিল, তার সমস্ত মনোযোগ সেই লোকটির নিকটে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। একজন পাচক পরিবেষকের পা লেগে একটা জলের গেলাস উল্‌টে গিয়ে দুজন ব্রাহ্মণের যে খাওয়া নষ্ট হ'য়ে গেল এবং সেই জল গড়িয়ে এসে নীচের রকে উপবিষ্ট একজন কায়স্থ ভদ্রলোকের গায়ের শালখানা তর-

কারি-ধোয়া হলুদের ছোপ লেগে নোঙ্‌রা করে' দিলে এবং তার ফলে ভোজনকারীদের ও তদারককারীদের মধ্যে যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল, ধনিষ্ঠা তা লক্ষ্য করতে পারলে না। তার মনে কেবলই প্রশ্নের পর প্রশ্ন উদয় হচ্ছিল—এই লোকটি কে? এর নাম কি? এর বাড়ী কোথায়? এর পরিচয় কি? এর বাড়ীতে আর কে-কে আছে? এর স্ত্রী—সে কি রূপেগুণে এর উপযুক্ত? সে কী সৌভাগ্যবতী!

ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাপ্ত হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণেরা আসন ছেড়ে উঠে একে-একে দালান থেকে বেরিয়ে যেতে লাগ্‌ল। ধনিষ্ঠা যে-লোকটিকে এতক্ষণ দেখ্‌ছিল, সে তার দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে যেতেই ধনিষ্ঠার চমক ভাঙ্‌ল এবং সে চীৎকার করে' ডাকতে লাগ্‌ল—মাধী, মাধী, ও মাধী······

আহ্বানের মধ্যে ব্যগ্রতার আভাস পেয়ে মাধবী দাসী পান-সাজা ফেলে' রেখে খয়ের-চুণ-মাখা হাতেই সেখানে ছুটে' এল।

তাকে দূরে আসতে দেখে'ই ধনিষ্ঠা ব্যগ্রভাবে বলে' উঠ্‌ল--তুই ছুটে' দেওয়ানজী মশায়ের কাছে যা, তাঁকে আমার কাছে চট্ করে' ডেকে নিয়ে আয়·········

মাধবী এই কথা শুনে'ই ফিরে' ছুট্‌ল.........

ধনিষ্ঠা তার পিছন দিক্ থেকে ডেকে আবার বল্‌লে—দেখ, দেওয়ানজি মশায়কে বল্‌বি—ব্রাহ্মণদেরকে যেন একটু অপেক্ষা কর্‌তে বলেন, তাঁদের একজনও যেন চলে' না যান।

ক্ষণকাল পরেই বৃদ্ধ রাজকুমার-বাবু ধনিষ্ঠার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কি মা, আমাকে স্মরণ করেছ কেন ?

ধনিষ্ঠার মুখ অকস্মাৎ অকারণে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে তৎক্ষণাৎ রাজকুমার-বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌লে না ; সে মাথার কাপড় একটু সাম্‌নে টেনে দিয়ে একবার ঢোক গিলে মৃদুস্বরে বল্‌লে—ব্রাহ্মণ-ক'জনকে কিছু ভোজন-দক্ষিণা দিলে হয় না ?

রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—এ ত অতি উত্তম সঙ্কল্প ! কত করে' দিতে হ'বে, হুকুম করে' দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ধনিষ্ঠা আবার লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, আবার মুহূর্ত্ত-কাল ইতস্তত করে' সে অতি মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমি নিজে হাতে করে' দিতে চাই।

রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—বেশ। আমি সবাইকে

উপরের দালানে ডেকে আন্‌ছি, তুমি নিজে হাতে করে' সকলকে দক্ষিণা দেবে এস।

ধনিষ্ঠার মুখের উপর দিয়ে লালের ছোপ আর-একবার বুলিয়ে গেল।

ধনিষ্ঠার মুখে বারম্বার বর্ণবিপর্য্যয় লক্ষ্য করে' রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—তা এতে আর লজ্জা কি মা, এরা সবাই তোমার চাকর, তোমার সন্তানতুল্য... ...

ধনিষ্ঠার মুখ এবার এমন বেশী লাল হ'য়ে উঠ্‌ল যে, রাজকুমার-বাবু যে-কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছিলেন সে-কথা সমাপ্ত না করে'ই চলে' যেতে-যেতে বল্‌লেন—ব্রাহ্মণদের আঁচানো এতক্ষণ হ'য়ে গেছে, আমি তাঁদের ডেকে আনি গিয়ে......

রাজকুমার-বাবু কিছু-দূর অগ্রসর হ'য়ে গেলে ধনিষ্ঠা ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সবসুদ্ধ কতজন ব্রাহ্মণ হবেন? মাধী আপনার সঙ্গে যাচ্ছে আমাকে আগেই একটু বলে' পাঠাবেন......

রাজকুমার-বাবু যেতে-যেতে ফিরে' দাঁড়িয়ে বলে' গেলেন—আমার গোণা আছে, ব্রাহ্মণ বাইশ জন।

রাজকুমার-বাবু ব্রাহ্মণদের ডেকে আন্‌তে গেলেন।

ধনিষ্ঠা দক্ষিণার আয়োজন করতে মালখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

উপরের দালানে ব্রাহ্মণেরা এসে সমবেত হয়েছে। ধনিষ্ঠা একখানি উজ্জ্বল গরদের থান-কাপড় পরে' মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন টেনে আঁচলটি গলার পিছনে দিয়ে সাম্‌নের দিকে ফিরিয়ে এনে গললগ্নীকৃতবাসে ব্রাহ্মণদের সম্মুখে মন্থর-গমনে এসে উপস্থিত হ'ল; তার পিছনে-পিছনে দাসী মাধবী একখানি বড় রূপার থালার উপর বাইশ ভাগে সাজানো একটি করে' টাকা, পৈতা ও সুপারি বহন করে' নিয়ে এল। ধনিষ্ঠা এসেই গলায়-ঘেরা আঁচলটিকে দুদিক্ থেকে দুহাতে ধরে' বুকের সাম্‌নে হাত জোড় করে' মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে' মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সকলকে প্রণাম করলে। উঠে দাঁড়িয়ে তার পর মাধবীর হাতের থালা থেকে টাকা পৈতা ও সুপারি এক-এক ভাগ তুলে' দুহাতের অঞ্জলিতে নিতে লাগ্‌ল এবং এক-এক জন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হ'য়ে এসে তার সাম্‌নে অঞ্জলি পাত্‌লে সেই অঞ্জলিতে দক্ষিণা দিয়ে দিতে লাগ্‌ল এবং দক্ষিণা দেওয়ার পর আবার করজোড় করে' তার উপর নত মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগ্‌ল। পাঁচ-সাত জনের পরেই সেই প্রদীপ্ত-পাবকতুল্য লোকটি

অগ্রসর হ'য়ে এসে তার সাম্‌নে হাত পাত্‌লে। চকিত-দৃষ্টিতে একবার তাকে দেখে' নিয়ে থালা থেকে দক্ষিণা তুলে' তার হাতে দিতে গিয়েই ধনিষ্ঠার মনে হ'ল ভিখারী শিবকে অন্নপূর্ণার ভিক্ষা দেওয়ার কথা; অম্‌নি তার হাত এমন কেঁপে উঠ্‌ল যে দক্ষিণার টাকাটি ব্রাহ্মণের অঞ্জলির খোলের মধ্যে না পড়ে' এক পাশে পড়্‌ল এবং সেখান থেকে ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে' সশব্দে মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে অনেক দূরে চলে' গেল। ধনিষ্ঠা লজ্জায় একেবারে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। এক-জন ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি সেই টাকাটি কুড়িয়ে রাজকুমার-বাবুর হাতে দিলে এবং রাজকুমার-বাবু ধনিষ্ঠাকে এনে দিলেন; ধনিষ্ঠা সেই টাকাটি আবাব ব্রাহ্মণের অঞ্জলিতে সন্তর্পণে অর্পণ কর্‌লে।

সকলকে দক্ষিণা দেওয়া হ'য়ে গেল। সকলে চলে' গেল। তখন রাজকুমার-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কালকে যে ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে, তাঁদেরও কি দক্ষিণা দেওয়া হবে? তাঁদেরও কি তুমি নিজে হাতে করে' দক্ষিণা দেবে?

ধনিষ্ঠা মুখ নত করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—না, তাঁদেরকে আপনিই দেবেন। এঁরা সব আমার কর্ম্মচারী, এঁদের

অনেকের সাম্‌নেই আমার এখন বেরুতে হবে, সকলকে অল্পে-অল্পে চিনে' রাখাও আমার দরকার······

রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—এ অতি ঠিক কথা বলেছ, মা। আগে যদি মনে করে' দিতে তা হ'লে প্রত্যেকের দক্ষিণা নেবার সময় আমি একে-একে সকলের পরিচয় দিয়ে দিতাম।

ধনিষ্ঠা মৃদু হেসে বল্‌লে—কয়েকজনের চেহারা আমার এখনও মনে আছে, তাঁরা কে কি করেন?·· ···

রাজকুমার-বাবু বল্‌লেন—কি-রকম চেহারা বলো দেখি?

ধনিষ্ঠার বর্ণনা শু'নে-শু'নে রাজকুমার-বাবু প্রত্যেক বর্ণিত ব্যক্তির পরিচয় দিতে লাগ্‌লেন।

—ঐ যে খুব মোটা বেঁটে মাথায় টাক······

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি গঙ্গাধর মুখুয্যে, আমাদের জমানবিশ।

—খুব কালো রোগা, দাঁত নেই, গায়ে সবুজ শাল ছিল······

—হ্যাঁ, উনি ঈশান চাটুয্যে, আমাদের মহাফেজ।

—আর-একজনের চেহারা ঠিক মনে নেই, দক্ষিণা দেবার সময় দেখ্‌লাম হাতে একটা বেশী আঙুল আছে···

—হ্যাঁ, উনি জমা সেরেস্তার মোহরের, নাম প্যারীলাল বাঁড়ুয্যে।

ধনিষ্ঠা রাজকুমার-বাবুর দিকে মুখ ঈষৎ তুলে' বল্‌লে—আর চেহারা ত বিশেষ কারো মনে পড়্‌ছে না……এক-জন কেবল একখানা চাদর গায়ে দিয়ে খালিপায়ে এসে-ছিলেন……

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি অনল ঘোষাল……

—উনিই? আপনি বল্‌ছিলেন না, যে ওঁরই বুদ্ধি-পরামর্শে আমাদের জমিদারী কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্‌সের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে?

—হ্যাঁ। ভারি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ লোক। বয়স অল্প, কিন্তু খুব ভারিক্কি। বাহ্যিক চেহারা যেমন সুন্দর, স্বভাব-চরিত্রও তেম্‌নি……

—উনি অমন সন্ন্যাসীর মতন কেন থাকেন?

—ওঁর ভাই—আমাদের বাবু-মশায়ের থিয়েটারের সেই অনিল, যে প্রধান নায়িকার ভূমিকা অভিনয় কর্‌ত…

—ও! ইনি সেই অনিলের দাদা বুঝি?

—হ্যাঁ, নিজের দাদা নয়, বৈমাত্রেয় ভাই……

—অনিল এখন কোথায়? কি কর্‌ছে?

—অনিল বাঙ্গালী-পল্টনে ভর্ত্তি হ'য়ে যুদ্ধে গিয়েছিল;

সেখান থেকে খবর দিয়েছে, সে কি পড়্‌তে বিলেত যাচ্ছে ; দাদাকে লিখেছে পড়ার খরচ জোগাতে ; তাই অনল-বাবু নিজের সমস্ত খরচ যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে' ভাইয়ের জন্যে টাকা জমাচ্ছেন—শীত-গ্রীষ্মের ঐ এক পোষাক, এক খাটো কাপড় আর চাদর ; আহার দিনান্তে এক-পাকে দুটি ভাতে ভাত, কোনোদিন বা একটু খিচুড়ি।

বৈমাত্রেয় ভাইয়ের জন্যে এই নিদারুণ কষ্ট স্বীকারের পরিচয় পেয়ে ধনিষ্ঠার অনলের প্রতি মন সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল ; প্রথম দর্শনেই যাকে ভালো লেগেছিল, যার কাছে এষ্টেট্ রক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা অন্তরে সঞ্চিত হ'য়েছিল বলে' প্রথম-দর্শনের ভালোলাগা সম্ভ্রম উদ্রেক করেছিল, এখন সেই ভালো-লাগা শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। ধনিষ্ঠা রাজকুমার-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ওঁর বাড়ীর লোকেদের খরচ চলে কেমন করে' ?

—ওঁর বাড়ীতে আর কেউ নেই ; বিয়ে কর্‌লে নিজের খরচ বেড়ে যাবে এবং এই ভাইয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘট্‌তে পারে ভেবে উনি কখনো বিয়ে কর্‌বেন না ঠিক করেছেন।

এই সংবাদে ধনিষ্ঠার মন অকস্মাৎ কেন নিরতিশয় প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে রাজকুমার-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—উনি আমাদের এখান থেকে কত পান ?

—পঞ্চাশ টাকা।

—মোটে পঞ্চাশ টাকা? যাঁর কাছ থেকে এষ্টেট্ এত উপকার পেয়েছে তাঁকে এত কম দেওয়া ভালো হচ্ছে না। ওঁকে এই মাস থেকে অন্ততঃ একশ টাকা করে' দেওয়া উচিত।

—বেতন একেবারে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলে পুরাতন কর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হবে।

—কেউ যদি অসন্তোষ প্রকাশ করে তাকে জানিয়ে দেবেন, পুরাতন হোক নূতন হোক এষ্টেট্ যাঁর কাছ থেকে বেশী কাজ পাবে তাকেই বেশী পুরস্কার দেবে।

রাজকুমার বাবু কর্ত্রীর আদেশের দৃঢ়তা দেখে' আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। তিনি "আচ্ছা" বলে' বিদায় নেবার উদ্যোগ করছেন দেখে' ধনিষ্ঠা বল্লে—আর এক কথা। অনিলকে উনি যে কি-রকম ভালোবাসতেন তা ত আপনারা জানেন; অনিল যখন বিলেত গিয়ে লেখাপড়া শিখে' মানুষ হ'তে চেষ্টা করছে তখন তাকেও এষ্টেট্ থেকে কিছু সাহায্য করা উচিত; তার যে এখানে লেখাপড়া হয়নি তার জন্যে ত এই এষ্টেটের মালিকই দায়ী।

রাজকুমার-বাবুর মনে পড়্‌ল এই বউরাণী স্বামীকে

সর্ব্বদা অনিলের সঙ্গে থাকতে দেখে' ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে অনিলের নাম কখনো মুখে আনতেন না, তার কথা উল্লেখ করতে হ'লে ঘৃণা ও হিংসা-ভরা স্বরে বলতেন আমার সতীন! যাকে অবলম্বন করে' এই হিংসা উদ্গত হয়েছিল তার অন্তর্দ্ধানে তার প্রিয়পাত্র হিংসার পাত্র থেকে এখন অনুকম্পার পাত্র হ'য়ে উঠেছে; এই অনুকম্পা পরলোকগত প্রিয়তম পতির প্রতি প্রীতির স্মৃতির ফল। এইকথা মনে করে' রাজকুমার-বাবু বললেন—তা তাকেও মাসে-মাসে কিছু-কিছু দিলেই হবে।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' দৃঢ়স্বরে বললে—অনিলের দাদাকে বলে' দেবেন—অনিলের বিলেতে পড়ার সমস্ত খরচ এষ্টেট্ থেকে দেওয়া হবে।

রাজকুমার-বাবু আশ্চর্য্য অবাক্ হ'য়ে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধনিষ্ঠা ধীরমন্থরপদে দালান থেকে ঘরের মধ্যে চলে' গেল।

*   *

ধনিষ্ঠা যুবতী, সুন্দরী, জমিদারের বিধবা পত্নী। ধনিষ্ঠার স্বামী প্রফুল্ল-বাবু সুশিক্ষিত না হ'লেও তার চাল-

চলন ছিল ইংরেজি-ধরণের ; সে স্ত্রীকে নিয়ে খোলা গাড়ীতে বেড়াতে যেত ; স্ত্রীর সঙ্গে যে-ঘরে বসে' থাকৃত, কোনো কর্ম্মচারী বা প্রজা কোনো বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে তার দর্শন-প্রার্থী হ'লে সেই ঘরেই স্ত্রীর সাম্‌নেই তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর্‌ত ; বাইরের ঘরে কোনো অভ্যাগত উপস্থিত থাকার সময় যদি হঠাৎ ধনিষ্ঠা সেই ঘরে এসে পড়্‌ত, তা হ'লে সেই অভ্যাগত যে-পরিমাণ ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ত তার সিকিও ধনিষ্ঠা বা প্রফুল্ল-বাবু হ'ত না ; সেই অভ্যাগত পূর্ব্ব-পরিচিত বা পূর্ব্ব-দৃষ্ট হ'লে ধনিষ্ঠা বেশ সহজ সপ্রতিভভাবে স্বামীর পাশে এসে বস্‌ত, এবং সে-ব্যক্তি অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব হ'লে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত ; কখনো-কখনো বা প্রফুল্ল-বাবু স্ত্রীকে ডেকে আগন্তুকের সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিত। প্রফুল্ল ও ধনিষ্ঠার এইরূপ আচরণ অনেকের কাছেই উৎকট ও বিসদৃশ ফিরিঙ্গিয়ানা বলে' মনে হ'ত, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে' জমিদার-দম্পতির আচ-রণের স্পষ্ট প্রতিবাদ বা নিন্দা কর্‌তে সাহস কর্‌ত না।

গ্রামের যদু বাঁড়ুয্যে ধনিষ্ঠা-সম্বন্ধে অযথা নিন্দা প্রচার করেছিল শুনে' প্রফুল্ল নিজে তার বাড়ীতে গিয়ে যদু বাঁড়ুয্যেকে আচ্ছা করে' বেতিয়ে দিয়ে এসেছিল

এবং বেত মার্‌বার সময় বলেছিল—"তুমি ব্রাহ্মণ বলে' আমি নিজে তোমার বাড়ীতে এসে তোমাকে বেতিয়ে গেলাম; তুমি ব্রাহ্মণ না হ'লে আমার হাড়ী পাইক দিয়ে কান ধরে' দেউড়িতে নিয়ে গিয়ে যে-মুখে মিথ্যা কুৎসা রটনা করেছ সেই মুখ জুতো মেরে ভাঙিয়ে দেওয়াতাম!" এইকথা শোনার পর গ্রামের ব্রাহ্মণেরা প্রফুল্লর এমন ব্রাহ্মণ-ভক্তির পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও ধনিষ্ঠা-সম্বন্ধে আর কোনো অভিমত ব্যক্ত কর্‌তে সাহস করেনি; অপর জাতির লোকেরা ত ব্রাহ্মণেরই দাস!

স্বামীর কাছে এইরূপ প্রশ্রয়প্রাপ্তা যুবতী সুন্দরী নিঃসন্তানা ধনিষ্ঠা যখন বিধবা হ'য়ে সমস্ত সম্পত্তির মালিক ও সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হ'ল তখন গ্রামের পরার্থপ্রাণ প্রবীণ লোকগুলি আর-একবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। একটা কানাঘুষা জনরব ধনিষ্ঠার কানে এসেও পৌছল। ধনিষ্ঠা বিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে দেওয়ান রাজকুমার-বাবুকে ডেকে অতি ধীর প্রশান্তভাবে বল্‌লে—হরিশ চাটুয্যেকে বলে' দেবেন যদু বাঁড়ুয্যের কথাটা যেন মনে রাখে; তাঁর মতন আমি ত আর ব্রাহ্মণ-ভক্তি দেখাতে পার্‌ব না, আমাকে দরকার হ'লে পাইক দিয়ে কাজ সার্‌তে হবে।

যে মেয়ে নিজের কুৎসা শুনে' কিছুমাত্র সংকুচিত না হ'য়ে এমন সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার আভাস দিতে পারে তাকে নিয়ে নিন্দাচর্চ্চার বিলাসিতা করা যে বিশেষ নিরাপদ্ নয় তা বুঝ্তে গ্রামের কারো বাকী থাকেনি। কিন্তু সমস্ত গ্রামটা একটা প্রকাণ্ড ভীমরুলের চাকের মতন হ'য়ে উঠ্ল—বাহিরে দিব্য নিরীহ, কিন্তু ভিতরে বিষ-মক্ষিকার প্রচ্ছন্ন গুঞ্জরণ।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্সের কবল থেকে জমিদারী নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দ-উৎসবে ভূরিভোজন ও নগদ দক্ষিণা লাভ করে' পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে গ্রামবাসীদের নিন্দা-রটনার উগ্র স্পৃহাটা আর-একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্তে চাচ্ছিল, কিন্তু পরের দ্বাদশীতেই বিধবা ধনিষ্ঠার পারণ-উপলক্ষে গ্রামের দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হওয়াতে ব্রাহ্মণদের অন্তত গনের বাসনা মনের মধ্যেই চেপে রাখ্তে হ'ল, কারণ দ্বাদশীর সংখ্যা মাসে দুটা এবং গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যাও খুব অধিক নয়,—প্রত্যেকেই পালার প্রত্যাশা রাখে; জমিদার-বাড়ীর ভোজে মুখ খুল্বার লোভে ব্রাহ্মণরা এখন মুখ বুজ্তে বাধ্য হ'ল।

যে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হ'ল তাদের কয়েক জন ধনিষ্ঠারই কর্ম্মচারী এবং তাদের অন্যতম অনল।

ধনিষ্ঠা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দক্ষিণান্ত করলে। ব্রাহ্মণেরা ধনবতী যুবতী বিধবার এই ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখে' ধন্য-ধন্য করতে-করতে বিদায় হ'ল। কেবল কোনো কথা বললে না গম্ভীর অনল; তবু তার প্রসন্ন মন চুপি-চুপি বলছিল—কর্ত্রীঠাকুরাণীর ব্রাহ্মণে ভক্তি অক্ষয় হোক, আমি এক-ঘেয়ে ভাতে-ভাত-খাওয়া মুখটা মাঝে-মাঝে বদলে' নিই।

অনল কলির ব্রাহ্মণ হ'লেও তার মানসিক আশীর্ব্বাদ যে অমোঘ তার পরিচয় আবার পনেরো দিন পরেই ফিরে' দ্বাদশীতে পাওয়া গেল। এবার পূর্ব্ব দ্বাদশীর নিমন্ত্রিত একাদশ ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে অপর একাদশকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করছে অনল।

ব্রাহ্মণরা যখন ভোজন শেষ করে' এনেছে এবং তাদের পাতে দই-সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে তখন মাধবী দাসী ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ করে' বলে' উঠল—এই চন্দ্রপুলি আর মনোহরা রাণীমা নিজের হাতে তৈরী করেছেন।

অমনি ব্রাহ্মণেরা সেই দুই মিষ্টান্নের তারিফ করতে মুখর হ'য়ে উঠল, যারা তখনও ভেঙে মুখে দেয়নি এবং এমন-কি যাদের পাতে তখনও সন্দেশ পড়েনি তারা পর্য্যন্ত মিষ্টান্নের মহিমা কীর্ত্তনে যোগ দিলে; কেবল

একটিও কথা বল্‌লে না অনল, কিন্তু সে খেলে সকলের চেয়ে বেশী।

একজন ব্রাহ্মণ হেসে অনলকে বল্‌লে—অনল-বাবু, রাণীমার নিজের হাতের তৈরী সন্দেশ কেমন হয়েছে আপনি ত কিছু বল্‌লেন না?

অনল ঈষৎ হেসে বল্‌লে—একে ত কথা বল্‌বার অবসর নেই, বাগ্‌যন্ত্র এখন রসনা হ'য়ে অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত, তার উপর আবার বাক্যের চেয়ে ব্যবহারের প্রমাণটাকেই আমি প্রধান মনে করি।

অনলের কথা শুনে' অপর ব্রাহ্মণেরা উচ্চরবে হেসে উঠ্‌ল, এবং ধনিষ্ঠা লজ্জা পেয়ে রাঙা মুখ নত করে' চোখের কোণ দিয়ে একবার অনলকে দেখে' নিলে।

দুদিন পরেই আবার শিবরাত্রির পারণ। আবার দ্বাদশ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বারের ব্রাহ্মণেরা বাদ পড়ে' একাদশ নূতনের নিমন্ত্রণ হ'ল; কিন্তু এবারও দ্বাদশ হ'ল অনল।

মাসে দুবার কি তিনবার ব্রাহ্মণদেবকে শুধু খাইয়ে ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে ধনিষ্ঠার মন তৃপ্ত হ'তে পারছিল না। ধনিষ্ঠা কুল-পুরোহিতকে ডাকিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে' নিবেদন করলে—আমার

এ জন্মের মতন ত কপাল পুড়ে' গেল; আস্‌ছে জন্মটা যাতে এমন দুঃখ না পাই, তার ব্যবস্থা আপনাকে করে' দিতে হবে। আমি ব্রত-নিয়ম দান-ধ্যান কর্‌তে চাই। আমি বিধবা মানুষ, এক মুঠি আলো-চাল হ'লেই আমার যথেষ্ট, এত টাকা নিয়ে আমি কর্‌ব কি? যা আমি হাতে তুলে' দিতে পার্‌ব, তাই আমার পর-জন্মের জন্যে তোলা থাক্‌বে।

পুরোহিত-ঠাকুর তার ধনী যজমানের শুভমতির পরিচয় পেয়ে সুপ্রসন্ন-মুখে পুষ্পিতাগ্র টিকি দুলিয়ে বল্‌লে—এ যা তোমারই উপযুক্ত কথা! হবে না কেন?—যেমন শ্বশুর-কুল তেম্‌নি পিতৃকুল! তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাতে দুই কুলই উজ্জ্বল হবে!.........

ধনিষ্ঠা নিজের প্রশংসাবাদ শুনে' লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—যে-ব্রততে আমি খুব দান কর্‌তে পারি, এমন একটা ব্রত বেছে আমাকে শিগ্‌গীর বল্‌বেন।

পুরোহিত-ঠাকুর বল্‌লে—বৈশাখ মাস পুণ্য মাস, মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন দান সংক্রান্তির ব্রত নিলেই হবে; এই ব্রত প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করে' সম্বৎসরে উদ্‌যাপন কর্‌তে হয়......

ধনিষ্ঠা ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—বৈশাখ মাসের ত

এখনও দেড়মাস দেরী! এখনই কিছু আরম্ভ করা যায় না?

পুরোহিত ভেবে-চিন্তে বল্‌লে—ফাল্গুন চৈত্র মাসে কোনো ব্রতারম্ভের কথা ত মনে পড়্‌ছে না। পাঁজি-পুঁথি দেখে' আপনাকে জানাবো।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—কথায় বলে হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ। আমাকে যা হয় একটা কিছু খুঁজে' দিতেই হবে।

যজমানের আগ্রহে যত না হোক, নিজের প্রাপ্তির সম্ভাবনার তাগাদায় পুরোহিত পাঁজি-পুঁথি হাঁটকে এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—চৈত্রমাস মধুমাস, মাধব-প্রিয় মাস; এই মাসে নারায়ণাত্মক নক্ষত্রপুরুষ নামে এক ব্রত করা যায়, মৎস্য-পুরাণে এর ব্যবস্থা আছে; বিধবা নারীরও করণীয় এই ব্রত; বিষ্ণুপূজা করে' লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদিত মনোজ্ঞ শয্যা বস্ত্র গাভী এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর স্বর্ণপ্রতিমা 'পূর্ণে ব্রতে সর্ব্বগুণান্বিতায় বাগ্‌-রূপশীলায় চ সামগায়' সর্ব্বগুণান্বিত রূপবান্‌ ব্রাহ্মণকে দান কর্‌তে হয়। তাতে জন্ম-জন্মান্তরেও কখনো বিধবা হ'তে হয় না—এই ব্রতের প্রার্থনাই হচ্ছে—

যথা ন লক্ষ্ম্যাঃ শয়নং তব শূন্যং জনার্দ্দন।
শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু কৃষ্ণ জন্মনি জন্মনি ॥—

হে জনার্দ্দন, তোমার শয্যা যেমন কখনও লক্ষ্মী-শূন্য হয় না, আমার শয্যাও যেন জন্মে-জন্মে তেম্‌নি অশূন্য হয়।.........

পুরোহিতের কথা সমাপ্ত হ'তে-না-হ'তেই ধনিষ্ঠা পরম উৎসাহিতা হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—আমি এই ব্রতই কর্‌ব।

যথাকালে যথানিয়মে ঐ ব্রত অনুষ্ঠিত হ'ল, এবং ব্রতে উৎসৃষ্ট বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার রূপগুণান্বিত সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে' অনলকে দান করা হ'ল।

এর পরে প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তিতে বা কোনো বিশেষ তিথিতে যে-কোনো ব্রত সন্ধান করে' পাওয়া যেতে লাগ্‌ল, ধনিষ্ঠা তারই অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'তে লাগ্‌ল এবং পাদুকা ছত্র শয্যা তৈজসপত্র বস্ত্র উত্তরীয় প্রভৃতি বিবিধ উপহারে অনলের গৃহ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে অনলের বেশ-ভূষারও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন সকলেই লক্ষ্য কর্‌ছিল।

একজন একদিন হাসি চেপে অনলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে —আপনার বৈরাগীর ভেক্ যে একেবারে বদ্‌লে গেল!

অনল হেসে উত্তর দিলে—জুটত না বলে' দায়ে পড়ে' বৈরাগী সাজ্‌তে হয়েছিল; এখন কর্ত্রী ঠাকুরাণীর পুণ্যে যে-সব জিনিস জুটে' যাচ্ছে সে-সব ব্যবহার না করে' বাজারে নিয়ে গিয়ে ত আর বেচ্‌তে পারি না। আমি

বৈরাগী সেজেছিলাম ভাইয়ের অভাব-মোচনের জন্যে। তার অভাবও যিনি মিটিয়েছেন, আমার অভাবও তাঁরই দৌলতে মিট্‌ছে—শুধু আমার নয়, গ্রামের কোন্‌ ব্রাহ্মণের অভাব না মিটেছে ?

সেই লোকটি আবার হাসি চেপে মনে-মনে বল্‌লে—তোমার একটু বিশেষ।

এই কথাটা অনলের মনের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে উদয় হয়েছিল, তাই সে অতখানি কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজের অকারণ সঙ্কোচ চাপা দিতে চেষ্টা করলে।

*

* *

একদিন বিকাল-বেলা রাজকুমার-বাবু জমিদারীর কাগজ-পত্র নিয়ে ধনিষ্ঠাকে জরুরী বিষয়ে সংবাদ দিয়ে তার আদেশ নিতে এসেছেন। ধনিষ্ঠা লেখা-পড়া জানে না। গভর্ণ্‌মেণ্টের তরফ্‌ থেকে যখন জমিদারী কোর্ট্‌-অব্‌-ওয়ার্ড্‌সের অধীনে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল, সেই সময় রাজকুমার-বাবু ধনিষ্ঠাকে কোনো-মতে নাম দস্তখত করতে শিখিয়েছিলেন; ধনিষ্ঠা আল্‌পনা দেওয়ার মতন নাম দস্তখত করা অভ্যাস করেছিল এবং তার দ্বারা গভর্ণ্‌মেণ্টের কাছে প্রমাণ করেছিল যে, সে লেখা-পড়া

জানে। ধনিষ্ঠা বাস্তবিক লেখাপড়া না জান্‌লেও তার স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল প্রখর। সে জমিদারীর অত্যন্ত কূট-কচালে ব্যাপারও সহজে বুঝে' তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা কর্‌তে পার্‌ত। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি নিজে শুনে' এবং বিজ্ঞ রাজকুমার-বাবুর অভিমত ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে'-করে' তার বুদ্ধি ক্রমশই অধিকতর শাণিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এইজন্য রাজকুমার-বাবুকে প্রত্যহ ধনিষ্ঠার নিকটে এসে জমিদারীর সমস্ত অবস্থার ও কার্য্যের বিবরণ শোনাতে হ'ত এবং তার অনুমোদিত কর্ম্মের কাগজপত্রে তার সম্মতিসূচক দস্তখত করিয়ে নিতে হ'ত। সেদিনের কাজ শেষ করে' রাজকুমার-বাবু যখন যাবার জন্য উঠে' দাঁড়ালেন তখন ধনিষ্ঠা হঠাৎ বলে' উঠ্‌ল—আপনি ত আমার শ্বশুর-মশায়ের আমল থেকে কাজ কর্‌ছেন। আমি কদিন থেকেই ভাব্‌ছি আপনাকে বল্‌ব............

ধনিষ্ঠা যে কি বল্‌তে চাচ্ছে তা ঠিক আন্দাজ কর্‌তে না পেরে রাজকুমার-বাবু তার মুখের দিকে উৎসুক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—আপনি এই এষ্টেট্‌ থেকে আপনার বেতনের অর্দ্ধেক যাবজ্জীবন পেন্‌সন্‌ পাবেন।

রাজকুমার-বাবুর মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—আপনার যেদিন ইচ্ছা হবে সেই দিন থেকে কর্ম্মে অবসর নিয়ে বিশ্রাম কর্‌বেন।

রাজকুমার-বাবু প্রফুল্লমুখে বল্‌লেন—আমি অনেক দিন থেকেই বিদায় চাইব ভাব্‌ছিলাম, কিন্তু বাবাজীর হঠাৎ কাল হ'ল, আর তোমার হাতে এত বড় জমিদারী এসে পড়্‌ল, তাই আমি এই অসময়ে বিদায় নেবার কথা উত্থাপন কর্‌তে পারিনি। আমি কাশীতে গঙ্গার ধারে ছোট্ট একখানা বাড়ী কিনেছি। আমি তোমার কাছ থেকে ছুটি পেলে বাবা বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে মাথা রেখে মর্‌তে পারি। অর্থলোভ যা ছিল তাও ত তুমি অর্দ্ধেক মোচন করে' দিলে; তাই এখন ছুটি পাবার জন্যে আগ্রহ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠ্‌ছে।

ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার অবর্ত্তমানে আপনার কাজ কর্‌তে পারেন এরকম দক্ষ কর্ম্মচারী আমাদের কেউ আছেন কি?

—আমাদের জমানবিশ গঙ্গাধর-বাবুও কর্ত্তার আমলের পাকা লোক............

—তিনি কি ইংরেজি জানেন, আইন জানেন?

—না। কিন্তু তিনি করিত-কর্ম্মা লোক……

—কিন্তু আজকালকার কালে ইংরেজি না জান্‌লে কি ম্যানেজারের কাজ ভালো করে' করা চল্‌তে পারে?

—হ্যাঁ, সে-কথা ঠিক বটে; তবে অনল-বাবু আছেন, তাঁকে অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্ ম্যানেজার করে' দিলে………

—আচ্ছা, এখন তবে ঐ ব্যবস্থাই করে' দেবেন। গঙ্গাধর-বাবুর বয়স কত হবে?

—ষাট-পঁয়ষট্টি হবে।

ধনিষ্ঠা আর কোনো কথা বল্‌লে না। রাজকুমার-বাবু প্রস্থান কর্‌লেন।

আষাঢ় মাসে জমিদারীর পুণ্যাহ উৎসব সমাপ্ত করে' রাজকুমার-বাবু বিদায় গ্রহণ কর্‌লেন। এখন গঙ্গাধর-বাবু ম্যানেজার, আর তাঁর সহকারী অনল।

কার্ত্তিক মাস। একটু-একটু শীত পড়েছে। কার্ত্তিকের হিম লেগে বৃদ্ধ গঙ্গাধর-বাবুর সর্দ্দি-কাশি হয়েছে, হাঁপানি চেগেছে। তিনি কাজে আস্‌তে পারেন নি। ধনিষ্ঠাকে দিয়ে কাগজ-পত্র সই করাতে হবে। অনল কাছারী-বাড়ী থেকে জমিদারের বৈঠকখানা-বাড়ীর আপিস-ঘরে গিয়ে অন্দরে কর্ত্রীর কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে দিলে।

ধনিষ্ঠার খাস আপিসের খান্‌সামা নিত্যকার অভ্যাস-অনুসারে ধনিষ্ঠাকে গিয়ে খবর দিলে—ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই সংবাদটি পাবার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল। সে খবর পেয়েই উঠে' বাইরের ঘরে এল। ঘরের চৌকাঠের এপারে পদক্ষেপ করে'ই সে থম্‌কে দাঁড়াল,—সে দেখ্‌বে মনে করে' এসেছিল, বেঁটে মোটা টেকো কালো গঙ্গাধর-বাবু এক-বোঝা কাগজ-বই নিয়ে এসে হাঁপানিতে হাঁপাচ্ছেন, কিন্তু সে দেখ্‌লে গঙ্গাধরের বদলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘোন্নত-দেহ প্রদীপ্ত-অনলশিখার মতন প্রভাস্বর অনল। অনলকে দেখ্‌বা-মাত্র ধনিষ্ঠার কর্ণমূল পর্য্যন্ত অকস্মাৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ক্ষণকাল ইতস্তত করে' নিজেকে সম্বৃত করে' নিয়ে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে গেল।

ধনিষ্ঠা নিকটে আস্‌তেই অনল দুই হাত জুড়ে' কপালে ঠেকিয়ে মাথা নত করে' নমস্কার কর্‌লে।

ম্যানেজারের কাছ থেকে এরূপ অভিবাদনলাভ করা ধনিষ্ঠার পক্ষে এই নূতন; রাজকুমার-বাবু ও গঙ্গাধর-বাবু সেকেলে লোক, ধনিষ্ঠার শ্বশুরের আমলের কর্ম্মচারী, নিজেদের কন্যার চেয়েও বয়ঃকনিষ্ঠা ধনিষ্ঠাকে তাঁরা

বউ-মা বলে' সম্বোধন করেন, কর্ত্রী বলে' অভিবাদনের কথা তাঁদের মনে কথনো উদয়ও হয়নি। অনলের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত অভিবাদন লাভ করে' ধনিষ্ঠা লজ্জিত ও বিব্রত হ'য়ে মৃদু-স্বরে বল্‌লে—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে নমস্কার করলে আমার পাপ হবে, আপনি আমাকে নমস্কার করবেন না।

এই বলে' ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে দূর থেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অনলকে প্রণাম করলে।

অনল অপ্রস্তুত হ'য়ে অন্য বিষয় দ্বারা এই ব্যাপারকে চাপা দিবার জন্য সাম্‌নের টেবিল থেকে কতকগুলা কাগজ হাতে তুলে' নিলে।

অনলের হাতে কাগজ দেখে' ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে—গঙ্গাধর-বাবু এলেন না কেন?

—গঙ্গাধর-বাবুর অসুখ হয়েছে।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—তিনি ভালো হ'য়ে এলে তাঁকেই কাগজপত্র নিয়ে আস্‌তে বলবেন।

ধনিষ্ঠার এই কথায় অনল অপমান বোধ করে' রাগে বিরক্তিতে ও লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আত্মসংবরণ করে' বল্‌লে—গঙ্গাধর-বাবু কতদিনে ভালো হবেন, তার ঠিক নেই; অথচ এমন কাজ আছে যা তাঁর জন্যে মুল্‌তবি

করে' রাখ্লে এষ্টেটের ক্ষতি হবে। চরপাড়ার নূতন চরটা এখনি বিলি না করলে এর পর আর একবছরই বিলি হবে না—চর জমি চাষ কর্বার সময় এসে পড়েছে। কাজি-নগরের···

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে মৃদুস্বরে বল্লে—যা কর্তে হয় আপনিই করে' দেবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা কর্বার কিছু দর্কার নেই।

ধনিষ্ঠার এই কথায় অনলের মনের ক্ষোভ দূর হ'য়ে গেল। সে বল্লে—কিন্তু হুকুম-নামায় আপনার সই······

ধনিষ্ঠা মাথা আরো ঝুঁকিয়ে মুখ আরো লাল করে' বল্লে—আমি লিখ্তে জানি না।

ধনিষ্ঠা এতদিন বৃদ্ধদের কাছে অকুণ্ঠিতভাবে নিজের নাম তেড়া-বাঁকা অক্ষরে দস্তখত করে' এসেছে; কিন্তু আজ অনলের সাম্নে তার সেই অপটুতার কুশ্রীতা প্রকাশ কর্তে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল; তাই সে বল্লে—আমি লিখ্তে জানি না।

অনল আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—কিন্তু সমস্ত হুকুমনামাতেই ত আপনার সই থাকে।

ধনিষ্ঠা বল্লে—টিপ-সই ঢেঁড়া-সই যেমন, আমার ঐ সইও তেম্নি; রাজকুমার-বাবু একটা কাগজে আমার

নাম লিখে' দিয়েছিলেন, আমি তাই দেখে'-দেখে' ঠিক সেই-রকম লিখ্‌তে চেষ্টা করে'-করে' নাম লেখাটা অভ্যাস করেছি, আমি জানি না যে তা'তে কি-কি অক্ষর আছে।

অনলের মুখে বিস্ময় ও সম্ভ্রম ফুটে' উঠ্‌ল, সে বল্‌লে—যাঁর এমন অসাধারণ অধ্যবসায় ও বুদ্ধি তিনি ইচ্ছা কর্‌লে ত ছয় মাসের মধ্যে লেখা-পড়া শিখে' ফেল্‌তে পারেন।

ধনিষ্ঠা অনলের দিকে মুখ তুলে' দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—আমি লেখা-পড়া শিখ্‌ব।

অনল বল্‌লে—একজন শিক্ষয়িত্রীর জন্যে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেই হবে।

—একজন ভালো শিক্ষক কত হ'লে পাওয়া যেতে পারে?

—শতখানেক টাকায় পাওয়া যেতে পারে।

ধনিষ্ঠা ইতস্তত কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে—আপনি একটু সময় করে' পড়াতে পারেন না?

অনল মনে কর্‌লে, মাসে একশ টাকার খরচ বাঁচাবার জন্যে ধনিষ্ঠার এই প্রস্তাব। অনল কৌতুক অনুভব করে' মনের মধ্যে হাসি চেপে বল্‌লে, সকাল-বিকাল

ত আমার কোনো কাজ নেই। আপনি যখন হুকুম কর্‌বেন তখনই আমি এসে পড়াতে পারি।

—আপনি তা হ'লে দুবেলাই আস্‌বেন।

—আপনার যবে থেকে ইচ্ছা হবে আমাকে খবর দেবেন।

—আমি আজ থেকেই আরম্ভ কর্‌ব। আপনি রোজ আপিসের ছুটির পর আমাকে পড়িয়ে তার পর বাড়ী যাবেন। সকাল বেলা আমার স্নান আহ্নিক করে' পড়্‌তে বস্‌তে নটা বাজ্‌বে। আপনিও স্নান-আহ্নিক সেরে আস্‌বেন, নইলে এখান থেকে ফিরে' গিয়ে স্নান-আহ্নিক করে' খেয়ে আপিসে আস্‌তে আপনার দেরী হ'য়ে যেতে পারে।

ধনিষ্ঠার কথা শুনে' অনলের মন আবার হাসিতে ভরে' উঠ্‌ল, সে মনে-মনে বল্‌লে—কী সেয়ানা! কায়েত-কন্যা কিনা! কাছারীর কাজও পুরা-মাত্রায় করিয়ে নেওয়া চাই, আবার ফাউ-স্বরূপ রোজ দুটি বেলা পড়া বলে' দিয়ে যেতেও হবে!

অনল প্রকাশ্যে বল্‌লে—আপনি যে-রকম আদেশ কর্‌বেন, আমি ঠিক সেই-রকম কর্‌ব।

ধনিষ্ঠা অনলের কাছে অকপটে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার

করে' এবং মূর্খতা দূর করবার উপায় স্থির করে' মনের লজ্জার ভার অনেকটা লঘু বোধ করতে লাগ্ল। তার পর সে অনলেব সাম্‌নে বসে' কাগজ-পত্রে সই করতে প্রবৃত্ত হ'ল, কিন্তু প্রত্যেকবার সই করবার আগে তার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্ছিল।

কাছারীর ছুটির পর অনল আবার জমিদার-বাড়ীতে এসে অন্দরে খবর পাঠালে। সঙ্গে-সঙ্গে মাধী দাসী এসে অনলকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। অনল ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লে, খোলা দালানের একপাশে একখানা পুরু কার্পেট পাতা আছে এবং তার উপরে আছে একখানা নূতন শ্লেট্, একখানা নূতন বর্ণপরিচয় ও একটা গোটা শ্লেট্ পেন্‌সিল, দালানের আর-একদিকে একখানা পুরু গালিচার আসন পাতা আছে, আর তার সাম্‌নে সাদা পাথরের বড় থালায় সাজানো আছে প্রচুর-পরিমাণে বিবিধ-প্রকার ফল ও মেওয়া এবং মিষ্টান্ন। দালানের একধারে নর্দ্দমার কাছে রাখা আছে একটা রূপার গাড়ু আর তার মুখের উপর একখানা ধোয়া নূতন তোয়ালে।

অনল সেখানে এসেই অবাক্ হ'য়ে সেইসমস্ত আয়োজন দেখ্ছে দেখে' ধনিষ্ঠা মৃদুস্বরে বল্লে—এই আপিস থেকে এলেন, আগে একটু জল খেয়ে নিন।

হাত-মুখ ধোবেন কি? এই পাশেই ওটা জলের ঘর।

অনল হেসে বল্‌লে—আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, যে ভোজনের আয়োজন দেখ্‌লে ব্রাহ্মণেরা নৃত্য করে, আমি সেই ব্রাহ্মণকুলের অমর্য্যাদা কেমন করে' করি? কাজেই হাত-মুখও একটু ধুতে হবে।

ধনিষ্ঠা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—মাধী মাধী, গাড়ু-গামছা জলের ঘরে দিয়ে আয়।

তার পর ধনিষ্ঠা অনলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কাপড় ছাড়্‌বেন কি?

অনল হেসে বল্‌লে—কল্‌কাতায় মেসে থেকে লেখা-পড়া শিখ্‌তে হয়েছে, অত শুচিতা রাখ্‌তে পারিনি।

অনল হাত-পা ধুয়ে এসে আসনের কাছে জুতো খুলে' রেখে খেতে বস্‌ল। অনল ভিজা-পায়ে জুতো পরেছিল, পুরাতন জুতোর আল্‌গা সুখতলা পায়ের সঙ্গে লেগে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল। ধনিষ্ঠার সাম্‌নে এই অশোভন ব্যাপার ঘটাতে অনল একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গেল।

পরদিন প্রভাতে নটার সময় অনল আবার পড়াতে এল। যে-দালানে বসে' পড়াচ্ছিল সেই-দালানের

দেওয়ালে একটা মার্ব্বেল-পাথরের ব্র্যাকেটের উপর বসানো একটা মার্ব্বেল পাথরের ঘড়ি থেকে বিচিত্র স্বর-লহরীতে যেই দশটা বাজ্‌ল, অমনি মাধী-দাসী এসে দালানে খাবারের ঠাঁই করে' দিলে এবং চেঁচিয়ে ডাক্‌লে—ঠাকুর-মশায়, ম্যানেজার-বাবুর ভাত নিয়ে এস।

অনল ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—আবার ভাত খাবার লেঠা করেছেন কেন?

ধনিষ্ঠা ঈষৎ লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে বল্‌লে—আপনি ত নিজে রেঁধে খান; এখান থেকে বাসায় যাবেন, রাঁধ্‌বেন, খাবেন, তার পর আবার এত দূর আস্‌বেন···

অনল হেসে বল্‌লে—আমি কুকারে রান্না চড়িয়ে এসেছি······

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—তা হোক্, কাল থেকে আর রান্না চড়িয়ে আস্‌বেন না।

ভূরি-ভোজন করে' অনল আপিসে গেল।

সেই দিন বিকাল-বেলা অনল পা ধোবার জন্যে জলের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে একজোড়া নূতন খড়ম কিনে' এনে রাখা হয়েছে, ভিজে-পায়ের সঙ্গে আল্‌গা সুখতলা বেরিয়ে এসে তাকে আর যাতে লজ্জা না দেয়। তার পরেই লুচি তরকারি মিষ্টান্ন আকণ্ঠ আহার।

এইরূপে ধনিষ্ঠার বাড়ীতে অনলের দুবেলার আহারের ব্যবস্থা কায়েমি হ'য়ে গেল।

অনলের যে-পরিমাণে সুবিধা হ'তে লাগ্‌ল ধনিষ্ঠার সেই-পরিমাণে শ্রম ও ক্লেশ বেড়ে চল্‌ল; সে নিজ-হাতে নানা-রকম খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে' এবং বহু ব্রতের কঠোর ত্যাগ নিজে স্বীকার করে' অনলের অভাব মোচন করে।

মাস-কাবারে ধনিষ্ঠা সাটিনের একটা সুন্দর ছোট থলিতে করে' একশ টাকা এনে অনলের হাতে দিলে। থলিটি ধনিষ্ঠার নিজের হাতের তৈরী।

হাতে টাকা পেয়ে অনল আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এ কিসের টাকা?

ধনিষ্ঠা ঈষৎ হেসে বল্‌লে—ও আমার গুরু-দক্ষিণা।

অনল যে ভেবেছিল যে এ কাজ তার ফাউ, তার জন্য এখন সে মনে-মনে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল।

*

* *

কিছুদিন থেকে ধনিষ্ঠা লক্ষ্য কর্‌ছে, গম্ভীর অনল আরো গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে, তার মুখের উপর বিষাদের

কালিমা দিন-দিন ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্ছে। ধনিষ্ঠা জানে, অনলের এক ভাই ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই, সেই ভাইও সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। মানুষের মন বিষণ্ণ হয় প্রিয়জনের বিচ্ছেদে ও অশুভ-আশঙ্কায়, অর্থকষ্টে বা বৈষয়িক চিন্তায় কিম্বা নিজের স্বাস্থ্যহানিতে। এক ভাইয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোনো উৎপাতই ত অনলের নেই ; এবং সেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদও ত পুরাতন ব্যাপার। সুতরাং অনলের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের কারণ জান্‌বার জন্যে ধনিষ্ঠা অত্যন্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে উঠেছে।

শ্রাবণ মাস। বৃহস্পতিবার। বিকাল-বেলা। অবিরল-ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ হাট-বার। কাছারী বন্ধ। ধনিষ্ঠার কোনো কাজ নেই। সে বৈঠকখানার বাইরের ঘরের একটা জান্‌লার খড়খড়ির পাখী তুলে' রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে' ছিল। কত লোক কত জিনিস নিয়ে হাটে যাচ্ছে, হাট থেকে ফিরে' আস্‌ছে। ধনিষ্ঠা উদাস-মনে সেই-সব লোকের জলে ভিজে-ভিজে যাওয়া-আসা দেখ্ছে।

হঠাৎ মাধবী দাসী সেইখানে এসে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—মাগো মা, ছোট ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে সব জিনিস-

পত্তর নিলাম হচ্ছে, সব হাটের লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে।

ধনিষ্ঠা চকিত হ'য়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে মাধীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল-মাত্র বল্‌লে—অঁ্যা ?

ধনিষ্ঠা মাধবীর সব কথা শুন্‌তে পায়নি, যা শুন্‌তে পেয়েছে তারও যেন অর্থ ভালো করে' উপলব্ধি কর্‌তে পারেনি।

মাধবী তার সংবাদ আবার বল্‌লে।

ধনিষ্ঠা মনের উদ্বেগ চেপে রেখে শান্ত-স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন নিলাম হচ্ছে জানিস্ ?

—তা ত জানি না, ভিড়ে কি ভিতরে যাবার জো আছে।

—সন্ধ্যাবেলা একবার পারিস ত ম্যানেজার-বাবুর বাসায় যাস্, দেখে' আসিস্ কি-কি জিনিস বিক্রী হয়েছে। আর পারিস ত জেনেও আসিস্, এমন কি ঠেকায় পড়ে' তাঁকে বাড়ীর জিনিস বিক্রী কর্‌তে হ'ল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ধনিষ্ঠা পূজার ঘরে বসে' নিবিষ্ট-মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌ছে।

মাধবী-দাসী দরজার কাছে এসে ধনিষ্ঠাকে তখনও পূজারতা দেখে' আস্তে-আস্তে ফিরে' যাচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা কৌতূহল দমন কর্‌তে না পেরে জপ ভুলে' জিজ্ঞাসা করলে—মাধী, কি রে ?

মাধবী কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও বেদনা ঢেলে দিয়ে বলে' উঠ্‌ল—ওগো মাগো, ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে একটা জিনিসও নেই ! গিয়ে দেখি পাতা পেড়ে ভাত বাড়্‌ছেন, একটা বাটি নেই যে ডাল নেন, ভাতের মাঝখানে গর্ত্ত করে' তাতেই ডাল ঢেলে নিলেন। খাট-পালঙ্ক বিছানা বালিশ বাক্‌স-প্যাঁট্‌রা জামা-কাপড় একটা কিছু নেই গা !

ধনিষ্ঠা মালা জপে মনোনিবেশ কর্‌লে, তার দুই চক্ষু মুদ্রিত। এই দেখে' মাধবী বিস্ময়প্রকাশ বন্ধ করে' সেখান থেকে চলে' গেল।

পূজার ঘর থেকে ধনিষ্ঠার বাহির হ'তে সেদিন অনেক বেশী রাত হ'য়ে গেল।

ধনিষ্ঠা মেঝেতে আঁচল পেতে শুল।

তা দেখে' মাধবী ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—ও কি মা ! ওখানে শুচ্ছ যে ?

ধনিষ্ঠা গম্ভীরভাবে বল্‌লে—বড় গরম। বিছানায় শুতে পার্‌ব না।

মাধবী ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—মাথায় একটা বালিশ দিই।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—না থাক, দরকার হ'লে বিছানায় উঠে' শোবো।

ধনিষ্ঠা ভূমি-শয্যাতেই রাত কাটিয়ে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে' স্নানের ঘরে যেতে-যেতে মাধবীকে বলে' গেল—তুলসীকে একবার ভট্‌চায্যি-মশায়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দে, তাঁকে শিগ্‌গীর ডেকে নিয়ে আস্‌বে; এই মাসে শিগ্‌গীর কি ব্রত নেওয়া যেতে পারে, তা যেন পাঁজি-পুঁথি দেখে' ঠিক করে' আসেন।

ধনিষ্ঠা স্নান করে' এসে পূজার ঘরে গিয়েই দেখ্‌লে পুরোহিত-ঠাকুর এসে বসে' রয়েছেন। ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে' উঠে দাঁড়াতেই পুরোহিত জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আবার নূতন ব্রত নিতে হবে মা? এত কষ্ট কর্‌লে যে শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে!

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' বল্‌লে—তা পড়ুক গে, এ-শরীর নিয়ে আর কি হবে?

পুরোহিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে' বল্‌লে—এই শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে অশূন্য-শয়ন ব্রত তুমি নিতে পারো। অশূন্যে শয়ন করে' এই ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে হয় এবং সদ্‌ব্রাহ্মণকে খাট বিছানা কাপড় ছাতা পাদুকা ভোজ্য ইত্যাদি দান কর্‌লে ব্রতচারিণীর শয্যা কখনো

শূন্য হয় না, সে কখনো বিধবা হয় না'। এই ব্রত সধবা-বিধবা উভয়েই কর্‌তে পারে।

পুরোহিতের কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে ধনিষ্ঠা একবার লাল হয়ে উঠ্‌ল, তার পর দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—এই ব্রতই আমি কর্‌ব, আপনি ফর্দ্দ করে' আজকেই আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আজ ধনিষ্ঠার পূজা কর্‌তে অনেক দেরী হ'য়ে গেল। সে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখ্‌লে, অনল এসে তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে।

ধনিষ্ঠা নীরবে এসে পড়্‌তে বস্‌ল। কিছুক্ষণ পড়্‌তে-পড়্‌তে হঠাৎ মুখ তুলে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কাল আপনার বাড়ীতে নিলাম হচ্ছিল?

অনলের মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে ঢোক গিলে' কুণ্ঠিত-স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ।

—কি-কি নিলাম হল?

—আপনার নিরন্তর ব্রতের দক্ষিণা যা-কিছু দান পেয়েছিলাম সমস্তই।

—কত টাকা হ'ল?

—সাত শ ছাপ্পান্ন টাকা।

ধনিষ্ঠা ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে সঙ্কুচিতভাবে ধীরে

প্রশ্ন কর্‌লে—হঠাৎ এত টাকার কি দর্‌কার হ'ল, তা জান্‌তে পারি কি?

অনলের মুখ একবার লাল হ'য়ে উঠেই পরক্ষণেই ম্লান বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে—অনিল···অনিল···চিঠি লিখেছে···সে বিলেতে একটি মেমকে বিয়ে করেছে, তাদের একটি মেয়ে হয়েছে, সেইজন্যে তার কিছু টাকা শিগ্‌গীর চাই।

ধনিষ্ঠা শুধু বল্‌লে—"ও!" পরক্ষণেই সে একখানা খাতা খুলে' অনলের সাম্‌নে ধরে' বল্‌লে—দেখুন ত এই অঙ্কগুলো ঠিক হয়েছে?

ধনিষ্ঠার লেখা-পড়া নিত্য-নিয়মিত চল্‌তে লাগ্‌ল। কেবল বৃহস্পতিবার ছুটির দিন ছাড়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বিকালে অনলের আহার ধনিষ্ঠার বাড়ীতেই এমন প্রচুর হয় যে তাকে বাড়ীতে আর আহারের কোনো আয়োজনই কর্‌তে হয় না; বৃহস্পতিবারের আহারও ধনিষ্ঠার বিবিধ ব্রতের দক্ষিণা-স্বরূপে প্রাপ্ত ভোজ্য থেকেই সম্পন্ন হ'য়ে যায়। সে যে দুই শত টাকা বেতন পায়, তার এক পয়সাও তাকে নিজের জন্য খরচ কর্‌তে হয় না, সে সমস্ত টাকাটাই অনিলকে পাঠিয়ে দেয়, ছেলে-মানুষ বিদেশে স্ত্রী কন্যা নিয়ে অর্থাভাবে যেন কষ্ট না পায়,—

একে বিলাতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের খরচই বেশী, তাতে আবার সে-দেশের মেয়েদের অভাবও বিবিধ। অনিলের মেয়ে হয়েছে, তার যেন কিছুতেই একটুও কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ত অনলেরই কর্ত্তব্য—সে যে অনিলের মেয়ের জ্যাঠা-মশায়।

*

* *

অনিলের কাছে মাসে-মাসে ধনিষ্ঠার এষ্টেট্ থেকে দুই শত টাকা এবং অনলের কাছ থেকে দুই শত টাকা নিয়মিত গিয়ে থাকে। অনিলের দেশে ফেরবার নামও নেই। আজকাল তার সংবাদও বেশী পাওয়া যায় না, কেবল ববাদ্দ টাকার চেয়ে বেশী টাকা দরকার হ'লে সে দাদাকে চিঠি লেখে। এবং অনল আবার জিনিস-পত্র বেচে টাকা পাঠায়। অনল ঠিক স্পষ্ট না ভাব্লেও তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল যে ধনিষ্ঠার ধর্ম্মনিষ্ঠা যে-রকম দিন-দিন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল তাতে দক্ষিণা ও দান পেয়ে তার অভাব ও রিক্ততা পূর্ণ হতে বেশী দেরী লাগ্বে না।

এষ্টেটের ম্যানেজার গঙ্গাধর-বাবুর মৃত্যু হয়েছে। এখন অনল এষ্টেটের প্রধান ম্যানেজার। আগেকার ম্যানে-

জারেরা দুই শত টাকা করে' বেতন পেতেন। অনল ইংরেজি-জানা লোক বলে' তার বেতন হয়েছে তিন শত টাকা।

পূর্ব্বেকার দারিদ্র্য-ভূষণ সাদাসিধা অনল বিলাসিতার প্রচুর উপকরণ অনায়াসে লাভ করে'-করে' এবং প্রভুত্বের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ক্রমশঃ এখন রীতিমতো বিলাস-পরায়ণ বাবুতে পরিণত হয়েছে; সে এষ্টেট্ থেকে ও ধনিষ্ঠার কাছ থেকে অজস্র যে অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী পাচ্ছে তা যে কারো বিশেষ অনুগ্রহের দান তা সে স্পষ্ট করে' বুঝ্‌তে পার্‌ত না, কারো যে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও পক্ষপাত কর্‌বার কিছুমাত্র কারণ ঘটেছে, তাও সে বুঝ্‌তে পারেনি; কাজেই সে তার সমস্ত লভ্যকে নিজের ব্রাহ্মণত্বের এবং যোগ্যতার যথাযোগ্য উপার্জ্জন বলে'ই মনে করে। বিশেষতঃ সে যে অনিলকে যথেষ্ট সাহায্য কর্‌তে পার্‌ছে, এই সন্তোষেই সে এমন তন্ময় হ'য়ে ছিল যে সেই সাহায্য কি উপায়ে উপার্জ্জিত হচ্ছে, সেদিকে তার খেয়ালই ছিল না। এষ্টেট্ থেকেও যে অনিলকে এতদিন ধরে' বিলাত-প্রবাসের খরচ জোগানো হচ্ছে তাতেও তার মনে কোনো কুণ্ঠা স্থান পাচ্ছিল না, কারণ অনিলের এখানকার বিফলতার জন্যে সে মনে-মনে এই এষ্টেটের পরলোকগত মালিককেই দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত করে' রেখেছিল।

অনিলের প্রত্যাবর্ত্তনে অসঙ্গত-রকম বিলম্ব মাঝে-মাঝে অনলকে সন্দিগ্ধ ও কুণ্ঠিত করে' তোল্‌বার জোগাড় করে, কিন্তু অনিল মাঝে-মাঝে দাদাকে বিলম্বের নানান্-রকম কৈফিয়ৎ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে শান্ত করে' রাখে। অনিল সংবাদ দিয়েছে, সে-দেশের সকল সক্ষম লোক এখন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে তার নানাবিধ কার্-খানায় হাতে-কলমে কাজ শিখ্‌বার বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, সে একসঙ্গে ইন্‌জিনিয়ারিং রঙ্‌ আর কাঁচের কার্-খানায় কাজ শিখ্‌ছে, সে কৃতবিদ্য হ'য়ে যুদ্ধান্তে দেশে ফিরে' এলে কর্ম্মাভাবে তাকে এক দিনও বসে' থাকৃতে হবে না, ঐ তিনরকমের কার্‌খানার মালিকেরা তাকে লুফে' নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি কর্‌বে এবং তাতে করে' তার বাজার-দর বিলক্ষণ চড়ে' যাবে।

ছয় বৎসর কেটে গেল। অনেক দিন অনিলের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। হঠাৎ অনল অচেনা হাতের লেখা একখানা চিঠি পেলে, চিঠিখানা বিলাত থেকে আস্‌ছে। চিঠির খামে কালো-আঁজি-কাটা শোকচিহ্ন। অনল চিঠি খুলে'ই স্বাক্ষর দেখ্‌লে—চিঠি লিখ্‌ছে—

Yours very affectionately,
(Mrs.) Norah Ghoshal.

অনল হঠাৎ বুঝ তে পার্‌লে না, সুদূর বিলাতে তার স্নেহপাত্রী কে আছে। পরক্ষণেই তাব ঘোষাল উপাধি দেখে'ই মনে হ'ল এই নোরা ঘোষাল নিশ্চয়ই তার ভ্রাতৃবধূ; অনল তার ভ্রাতৃবধূর নাম জান্‌ত না, অনিল তাকে জানায়-নি, তারও জান্‌বার আগ্রহ হয়নি। চিঠিব উপরে ভ্রাতৃ-সম্বোধন দেখে' অনলের মনের ধারণা বদ্ধমূল হ'ল এবং চিঠির প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়ে'ই সেই ধারণা সুদৃঢ় হ'য়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে অশুভ-আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠ্‌ল—পত্র-লেখিকা প্রারম্ভেই নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছে—"আমি তোমার ভাই ও'নীলের স্ত্রী। তোমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আমি ও'নীলের কন্যাকে নিয়ে নিরাশ্রয় ও বিপন্ন হ'য়ে পড়েছি। তোমার ভাই অত্যন্ত বেয়াড়া মাতাল ছিল, সে কোনো কাজ কর্‌ত না, কেবল পড়ে'-পড়ে' মদ খেত। তার মদের দেনায় পাওনাদারেরা আমার আদরের কন্যা প্রিসিলার গায়ের জামা পর্য্যন্ত বেচে নিয়েছে, তবু ধার শোধ হয়নি। তুমি শীঘ্র কিছু টাকা না পাঠিয়ে দিলে আমাকে প্রিসিলার হাত ধরে' কার্‌খানায় মজুরি করতে যেতে হবে। তুমি আমাদের পাথেয় পাঠিয়ে দিলে আমি তোমার কাছে গিয়ে তোমার ভাইয়ের মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে' দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌তে পারি—

আমারও মৃত্যুর বেশী বিলম্ব নেই, ওঁনীলের অত্যাচারে অনাহারে অনাচ্ছাদনে ও দুশ্চিন্তায় আমার যক্ষ্মা হয়েছে। আমি হঠাৎ মরে' গেলে তোমার ভাইয়ের কন্যা একেবারে অনাথ হবে, পথে দাঁড়াবে। তুমি দয়া করে' কেবল তার জন্যে আমাদের সে-দেশে যাবার পাথেয় পাঠিয়ে দিতে অবহেলা করবে না আশা করি।"

অনল ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ল। তার ইচ্ছা কর্‌ছিল, ছুটে' গিয়ে অনিলের পিতৃহীন কন্যাকে বুকে তুলে' নেয়। এই দারুণ শীতে সেই কচি মেয়ের গায়ে হয়ত যথেষ্ট গরম কাপড় নেই, হয় ত সে মায়ের বিষাক্ত-ব্যাধির ছোঁয়াচে কোরকেই বিনষ্ট হ'য়ে যাবে।

অনল সেই দিনই কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে কল্‌কাতায় গিয়ে নোরা ঘোষালের নামে হাজার টাকা কেব্‌ল্‌ মনি-অর্ডার করে' এল। এই টাকা সংগ্রহ কর্‌বার্‌ জন্যে এবার তাকে আর জিনিস-পত্র বিক্রী কর্‌তে হ'ল না, এখন সে পদস্থ-লোক, তেজারতি-ব্যবসাদার মহাজনের কাছে হাজার টাকা ঋণের কথা উত্থাপন কর্‌বা-মাত্রই ঐ টাকা সে কেবল মাত্র হ্যাণ্ড্‌-নোট্‌ লিখে' দিয়েই সংগ্রহ কর্‌তে পেরেছে।

এর মাসখানেক পরে অনল নোরার আর-একখানা চিঠি পেলে, তাতে সে খবর দিয়েছে যে সে তার কন্যাকে নিয়ে

ভারতবর্ষে রওনা হয়েছে, বরাবর জাহাজে এসে কল্‌কাতায় নাম্‌বে।

গোলকোণ্ডা জাহাজ কল্‌কাতায় পৌছবার নির্দ্দিষ্ট দিন ও ঘাট খবরের-কাগজে দেখে' অনল কল্‌কাতায় গিয়ে ঘাটের জেটিতে দাঁড়িয়ে জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছে। সে তার ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অভ্যর্থনা করে' নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছে। অপেক্ষা কর্‌তে-কর্‌তে অনলের এই দুর্ভাবনা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছিল যে তার অদেখা পরম-আত্মীয়া দুটিকে আগন্তুক যাত্রীদের ভিড়ের ভিতর থেকে সে চিনে' বার কর্‌বে কি করে'।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দূরে ষ্টীমার দেখা গেল। প্রতীক্ষমাণ লোকদের ধৈর্য্যশক্তির কঠোর পরীক্ষা নিতে-নিতে অতি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হ'য়ে এসে ষ্টীমার জেটির পাশে ভিড়্‌ল। ষ্টীমারের রেলিং ধরে' কত নর-নারী বালক-বালিকা দাঁড়িয়ে আছে। কোনো যুবতী রমণীর কাছে ছোট একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখ্‌লেই অনলের মনের মধ্যে ব্যাকুল প্রশ্ন উঠ্‌ছিল—এই কি? এই?

ষ্টীমার যদি-বা লাগ্‌ল ত লোক আর নামে না। অনেক ক্ষণ পরে লোক যদি-বা নাম্‌তে আরম্ভ কর্‌লে ত

সে একেবারে জনস্রোত। অনল নির্গমনের পথের যথা-সম্ভব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উৎসুক-নেত্রে জনপ্রবাহের মধ্যে থেকে দুটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মতন দুটি নগণ্য প্রাণীকে খুঁজে' বার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। অনল দেখ্‌লে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছে একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে' একটি স্ত্রীলোক। তার দেহ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং একগাছা যষ্টির মতন কৃশ; তার বয়স ছত্রিশ কি ছিয়াত্তর ঠাহর করা দুষ্কর; রমণীর রমণীয়ত্ব তার কোনো অঙ্গে নেই, একটা কাঠিতে যেন কাপড় জড়িয়ে পুতুল-নাচ করানো হচ্ছে; কিন্তু তার সঙ্গের মেয়েটি পুষ্প-কোরকের মতন সুন্দর ও কমনীয়, তার মুখে অনিলের মুখের আদল সুস্পষ্ট হয়ে অনলের চোখে পড়্‌ল। কিন্তু যে-ব্যক্তির সঙ্গে সেই মেয়েটি ষ্টীমারের সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছিল সেই না-পুরুষ না-মেয়ে অদ্ভুত জীবটি যে অনিলের স্ত্রী হ'তে পারে না, এ-সম্বন্ধে একেবারে স্থিরনিশ্চয় হয়ে অনল মনে কর্‌লে, অনিলের স্ত্রী-কন্যাকে খুঁজে' বার কর্‌বার অতি-আগ্রহেই ঐ মেয়েটির মুখে সে অনিলের আদল কল্পনায় আরোপ করেছে। অনল তাদের দিক্‌ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে সন্ধান কর্‌তে যাবে, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়্‌ল সেই জ্যামিতিক-সরলরেখাকৃতি সঞ্চরমাণা মানুষ-কাঠিটার

হাতের একটা ব্যাগের উপর। তাতে একটা লেবেলের গায়ে লেখা আছে—মিসেস্ ঘোষাল!

অনলের বুক আতঙ্কে শিউরে উঠ্ল! তার মনে হ'ল এই বিভীষিকা-মূর্ত্তি নিরন্তর চোখের সাম্নে থাকাতেই অনিলের মাতাল হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না, এবং এই দুর্দ্দর্শন কদাকৃতির আতঙ্কেই অনিলের অকালে মৃত্যু হ'য়ে সে বেঁচেছে। অনলের একেবারে বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল, সে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা কর্‌তে ভুলে' একদৃষ্টে তার দিকে মোহগ্রস্তের মতন তাকিয়ে রইল।

অনলকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে' সেই অদ্ভুতাকৃতি লোকটি অনলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি কি মিষ্টার ঘোষাল?

স্বপ্নে কথা বল্‌বার চেষ্টা করার মতন অনলের মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ নির্গত হ'ল।

সেই ব্যক্তি তখন বল্‌লে—আমি আপনাকে জানাতে দুঃখিত হচ্ছি যে আপনার ভ্রাতৃবধূ মিসেস্ ঘোষাল ষ্টীমারে মারা গেছেন·········

এই শোক-সংবাদে অনল যেরূপ আরাম অনুভব কর্‌লে সে-রকম আরাম অনেক আনন্দ-সংবাদে লোকে

অনুভব করে না। সে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলে—এই কি মিস্ ঘোষাল? এই মাতৃহীন বালিকাকে যিনি দয়া করে' আমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁকে কি বলে' আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো, তার ভাষা খুঁজে' পাচ্ছি না।

সেই স্ত্রীলোকটি বল্লে—আমি কল্‌কাতার জেনানা মিশনে কাজ করি, প্রভু যিশু খৃষ্টের আমরা সেবিকা, আর্ত্ত-সেবা আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।

অনল মিশনারির বক্তৃতা শুন্‌ছিল না, সে অনিলের মেয়েকে কোলে কর্‌বার জন্যে নত হ'য়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে স্নেহভরা হাসিমুখে মিষ্টস্বরে তার সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

মেয়েটি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব-পরিচ্ছদ-পরিহিত অপরিচিত ব্যক্তির আহ্বানে ভয় পেয়ে তার সঙ্গিনী ও পথের আশ্রয়-দাত্রীর গাউন চেপে ধরে' তার পায়ের কাছে ঘেঁষে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করছিল।

প্রিসিলাকে সঙ্কুচিত হ'তে দেখে সেই স্ত্রীলোকটি তাকে বল্‌লে—প্রিসি ডার্‌লিং, উনি তোমার জ্যাঠা হন, তোমার মা তোমাকে ওঁর কাছেই নিয়ে আস্‌ছিলেন; লক্ষ্মী মেয়ে তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

প্রিসিলা কাঁদো-কাঁদো করুণ সুরে বল্‌লে—ও মিস্‌ ডয়েল, আমি ওঁর সঙ্গে যাবো না, তোমার সঙ্গে যাবো…

প্রিসিলার কাছে অপরিচিত বিদেশী আত্মীয় অপেক্ষা পরিচিত ও স্বজাতীয়া কিম্ভূতকিমাকার লোকটাকেও প্রিয়তর আশ্রয় বলে' মনে হচ্ছিল।

অনল অনিচ্ছুক ও রোরুদ্যমানা প্রিসিলাকে মিস্‌ ডয়েলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চল্‌ল; প্রিসিলার চোখের জল দেখে তার চোখেও অশ্রুর বন্যা বইছিল। কিন্তু সে অতি শীঘ্রই নানাবিধ সুদৃশ্য ও মনোহর খাদ্য খেল্‌না ও পোশাক কিনে' দিয়ে এবং প্রাণঢালা আদর করে' প্রিসিলাকে বশ করে' ফেল্‌লে।

বাড়ী যেতে-যেতে অনল প্রিসিলাকে বল্‌লে—আজ থেকে তোমাকে আমরা মহাশ্বেতা বলে' ডাক্‌ব।

প্রিসিলা বড় শান্ত মেয়ে, সে চুপ করে' রইল, এবং মনে-মনে এই দুরুচ্চার্য্য নামটা মুখস্থ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

অনল বাসন্দিরায় পৌঁছেই মহাশ্বেতাকে ধনিষ্ঠার কাছে দেখাতে নিয়ে গেল।

সুন্দর মেয়েটিকে দেখে'ই ধনিষ্ঠা কোলে তুলে' নিয়ে

গাল টিপে' আদর করে' জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি খুকী?

মহাশ্বেতা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে একবার ধনিষ্ঠার মুখের দিকে ও একবার অনলের মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল।

অনল ঈষৎ হেসে বল্‌লে—ও বাংলা বুঝ্‌তে পারে না। ওর ইংরেজী নাম বিশ্রী ছিল, তাই বদ্‌লে আমি ওর নাম রেখেছি মহাশ্বেতা।

ধনিষ্ঠা একটু হেসে বল্‌লে—এই বা কোন্ সুশ্রী নাম রেখেছেন? অত বড় নাম ধরে' কেমন করে' ডাকা যাবে? ওর নাম আমি ঠিক করে' রেখেছি গৌরী।

অনল হেসে বল্‌লে—বেশ, ঐ নামই তবে ওর থাকুক।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—কিন্তু ও যে বাংলা জানে না, ওর সঙ্গে আমি কথা বল্‌ব কি করে'?

অনল হেসে বল্‌লে—মেয়ের কাছ থেকে মা ইংরেজি শিখ্‌বেন, আর মায়ের কাছ থেকে মেয়ে বাংলা শিখ্‌বে।

ধনিষ্ঠা বলে' উঠ্‌ল—ওর মাকে নিয়ে এলেন না, আমি একবার দেখ্‌তাম; আমি পাল্‌কী আর মাধীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

অনল বিষণ্ণ হ'য়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে' বল্‌লে—ওর মা পথে জাহাজে মারা গেছে।

ধনিষ্ঠা স্নেহভরে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' বল্‌লে—আহা বাছা রে! তবে আমিই ওর মা হবো। আপনি ওকে শিখিয়ে দেবেন, আমাকে যেন মা বলে' ডাকে।

*

* *

গৌরীকে নিয়ে অনল মহামুস্কিলে পড়্‌ল। গৌরী অনিলের মেয়ে, বিশ্বসংসারে তার এই একটি মাত্র স্নেহের পাত্রী; কিন্তু গৌরী আবার ম্লেচ্ছ খৃষ্টানীরও মেয়ে। স্নেহের আবেগে অনিলের কন্যাকে বুকে চেপে ধর্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাকে স্পর্শ কর্‌লে নাইতে হবে, অন্ততপক্ষে কাপড় ছাড়্‌তে হবে। তার ছোঁয়া-কাপড়ে পূজা আহ্নিক করা চলে না, রান্না-খাওয়া চলে না। গৌরী নিতান্ত ছেলে মানুষ, নিজের হাতে ভালো করে' খেতে পারে না; পিঁড়িতে চাপটালি খেয়ে বসে' হাত দিয়ে ডাল-ভাত মেখে খাওয়া তার অভ্যাস নেই, এমনতর ব্যাপার সে কখনো চোখেও দেখেনি। প্রথম দিন অনল পিঁড়ি পেতে ভাত নিয়ে তার সাম্‌নে নিজে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে' গৌরীকে দেখিয়ে দিলে, মাটিতে কেমন করে' বস্‌তে হয়; তার পর

কেমন করে' ভাত ভেঙে ডাল-ঝোল মেখে হাতে করে' গ্রাস তুল্‌তে হবে, অনল তাকে অনেক করে' বুঝিয়ে দিয়ে বলে' দিতে লাগ্‌ল ; কিন্তু যে-ব্যাপার গৌরী জীবনে কখনো আর কাউকে সম্পন্ন কর্‌তে দেখেনি, সেই অনভিজ্ঞকর্ম্ম সে কিছুতেই সুসম্পন্ন কর্‌তে পার্‌ছিল না ; মাছ বেছেও সে খেতে পার্‌ছিল না, কাঁটা-সুদ্ধই মাছ মুখে দিতে যাচ্ছে দেখে' অনল আর তটস্থভাবে থাক্‌তে পার্‌লে না, সে গৌরীর উচ্ছিষ্ট থালা ছুঁয়ে মাছ বেছে ভাত মেখে তাকে খাইয়ে দিলে।

ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট-স্পর্শ। অনল গৌরীকে আঁচিয়ে মুছিয়ে দিয়ে স্নান করে' রান্না-ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে খেতে বস্‌ল।

গৌরী জ্যাঠামশায়কে খুঁজ্‌তে-খুঁজ্‌তে সেই রান্না-ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। অনলের খাওয়া নষ্ট হ'ল, সে ভাত ফেলে উঠে পড়্‌ল ; রান্নার হাঁড়িও মারা গেল।

অনলকে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী ফেলে' রেখে উঠে' পড়্‌তে দেখে' গৌরী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি আর খাবে না বাবা ?

অনল ছোট ভাইয়ের খরচ জোগাতেই এতদিন এত ব্যস্ত ছিল যে নিজে বিবাহ কর্‌বার কথা সে মনের কোণেও

স্থান দিতে পারেনি ; তার পরে পিতৃ মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া গৌরী এসে তাহার জীবন জুড়ে' বসাতে বিবাহের সঙ্কল্প সে একেবারেই ত্যাগ করেছে ; এই ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শের মধ্যে কোন্ সদ্ব্রাহ্মণ তাকে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বে ? যদিই বা কেউ করে, তবে সেই নবাগতা তার নিঃসম্পর্কীয়া এই বালিকাকে কিরূপ চক্ষে দেখ্‌বে তা কে জানে ? তাই অনল স্থির করেছে সে গৌরীর পিতা ও মাতা হ'য়ে গৌরীকে প্রতিপালন কর্‌বে এবং গৌরীকে দিয়েই তার বাৎসল্য-ক্ষুধা মেটাবে। এইজন্যে অনল গৌরীকে শিখিয়েছে, সে তাকে বাবা বলে' ডাক্‌বে।

অনল সমস্ত অভুক্ত ভাত থালায় করে' এনে বাড়ীর বাঘা কুকুরটার সাম্‌নে ঢেলে দিতে-দিতে গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে হাসিমুখে বল্‌লে—আর আমি খেতে পার্‌ব না মা। তুমি আর কখনো ঐ ঘরে ঢুকো না, বুঝ্‌লে ?

গৌরী অবাক্ হ'য়ে অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার কেমন সন্দেহ ও আশঙ্কা হচ্ছিল যে তার ঐ ঘরে ঢোকার সঙ্গে অনলের না-খাওয়ার একটা-কিছু কার্য্য-কারণ সম্পর্কের সংযোগ আছে।

রাত্রেও গৌরীকে খাইয়ে দিয়ে অনল স্নান কর্‌লে। মাঘমাসের কন্‌কনে-শীতের রাত্রি।

গৌরী অনলকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবা, তুমি কতবার স্নান করো? তোমার শীত করে না?

অনল কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লে—শীত করলেই বা কি করব মা? আমাদের যে এতবারই নাইতে হয়।

গৌরী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন?

এই 'কেন'র কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বিব্রত হ'য়ে অনল বল্‌লে—তোমার ঘুম পায়নি মা? শোবে না?

গৌরীর একলা শুতে ভয়-ভয় করছিল। সে মৃদুস্বরে বল্‌লে—তোমার খাওয়া হ'য়ে গেলে শোবো। আমি তোমার খাবার-ঘরে ঢুক্‌ব না, দরজার বাইরে বসে' থাক্‌লে কি দোষ হবে?

অনলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেল, সে ছুটে' এসে গৌরীকে কোলে তুলে' বুকে চেপে ধরলে; তার ইচ্ছা করছিল, যে গৌরীর ফুলের মতন টুলটুলে মুখখানিতে চুম্বনের পর চুম্বন করে, কিন্তু সে-ইচ্ছা তাকে দমন করতে হ'ল, গৌরী যে ম্লেচ্ছ।

অনল গৌরীর জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিছানা নিজের বিছানার কাছে সন্ধ্যা-বেলাই পেতে রেখেছিল; ঘরে ঢুকে'ই অনলের মনে এই প্রশ্ন উদয় হ'ল যে গৌরীকে আলাদা বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আবার সে

কাপড় বদ্‌লে এসে নিজের বিছানায় শোবে, না গৌরীকে নিজের কাছে নিয়েই শোবে। অনলের মনে হ'ল গৌরীকে তার নিজের কাছে রাখ্‌তে হ'লে সকল বিষয়ে ও সকল সময়ে গৌরীর ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। কেবল পূজার স্থান ও সামগ্রী এবং আহারের স্থান ও সামগ্রী গৌরীর ছোঁয়া থেকে রক্ষা করে' চল্‌তে পার্‌লেই যথেষ্ট হবে। এই ভেবে অনল গৌরীকে নিজের বিছানারই একপাশে শুইয়ে দিয়ে তার পাশে শুলো এবং অনিলের সুন্দর মেয়েটুকুকে কোলের কাছে শুয়ে থাক্‌তে দেখে'ই অনল আবার স্নেহাবেগে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে গৌরীকে বুকে টেনে নিলে এবং গৌরীর মাথাটি তার মুখের কাছে এসে পড়্‌তেই অনল গৌরীর শুভ্র ললাটে স্নেহভরে একটি চুম্বন কর্‌লে।

গৌরী তার জ্যাঠা-মশায়ের এই স্নেহের পরিচয় পেয়ে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটিয়ে জ্যাঠা-মহাশয়ের বুকের মধ্যে গাঢ়ভাবে লগ্ন হ'য়ে ঘুমোবার উপক্রম কর্‌ছিল, হঠাৎ সে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে' বসে' অনলকে বল্‌লে—বাবা, আমাকে উপাসনা করালে না ?

অনল ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে উঠে' বস্‌ল ; তার মনে দ্বিধা উপস্থিত হ'ল, এই ম্লেচ্ছ-স্পর্শের অশুচিতা নিয়ে সে

ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারে কি না। সে ইতস্তত করতে-করতে বল্‌লে—আমি ত সন্ধ্যাবেলায় উপাসনা করেছি।

গৌরী কণ্ঠস্বরে ঈষৎ জোর দিয়ে অনলের কথার প্রতিবাদ করে' বল্‌লে—তুমি ত করেছ, কিন্তু আমি ত করিনি।

অনল অপ্রতিভ হ'য়ে বল্‌লে—তুমি ছেলে-মানুষ, তোমার উপাসনা করতে হবে না, ভগবান্ ছেলেদেরকে এম্‌নিই ভালোবাসেন।

গৌরী জ্যাঠা-মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ করে' আবার বলে' উঠ্‌ল—ভগবান্ ত সবাইকে ভালোবাসেন, সেই জন্যেই ত আমাদের পাদ্রি বল্‌তেন যে আমাদের সকলেরই ভগবান্‌কে ভালোবেসে উপাসনা করা উচিত। আমার মা ত রোজ রাত্রে আমাকে উপাসনা করাতেন।

অনল গৌরীর কথা শুনে' মহা বিপদে পড়ে' গেল, সে এই শিশুর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হ'তে পারে না এবং তাকে বল্‌তেও পারে না যে সে ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছের ভগবানের সঙ্গে তার মতন নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণের কোনো সম্পর্কই নেই, এবং তাদের ব্রাহ্মণের ভগবান্ ব্রাহ্মণেতর হিন্দু জাতির ছোঁয়ার ভয়েই সতত সন্ত্রস্ত হ'য়ে কাল যাপন করেন, ম্লেচ্ছের

সংস্পর্শ ঘট্‌লে সেই শুচিবায়ুগ্রস্ত ভগবান্‌-বেচারার জা'ত ত যাবেই, চাই কি দুর্ভাবনায় প্রাণও যেতে পারে—ম্লেচ্ছের ছোঁয়াচ লেগে কত মন্দিরের কত ঠাকুরেরই না প্রাণ বিয়োগ ঘটেছে এবং তাঁদের সঙ্গে কত ভক্ত ও অভক্তেরও প্রাণ গেছে ; মাদ্রাজে মালাবারে ঠাকুরের মন্দিরের পথ দিয়ে অন্ত্যজ হাঁট্‌লে ঠাকুরের জা'ত যায় ; যে গান্ধী ইংরেজের বিরুদ্ধতা করেছিলেন বলে' দেশের লোকে তাকে মহাত্মা বল্‌বার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল এবং যে লোকে তাঁকে মহাত্মা না বল্‌ত তার উপর মারমুখো হ'ত, সেই গান্ধী এখন জাতিভেদ তুলে' ঠাকুরের মন্দিরে সকলকে প্রবেশাধিকার দিতে বল্‌ছেন বলে' মহাত্মাই এখন ম্লেচ্ছ বলে' নিন্দিত হচ্ছেন !

অনলকে নিরুত্তর হ'য়ে ইতস্তত করতে দেখে' গৌরী বল্‌লে—বাবা, উপাসনা করে' নাও, আমার যে ঘুম পাচ্ছে।

অনল বল্‌লে—আজ তবে ঘুমোও মা, কাল সকালে স্নান-টান করে' শুদ্ধ হ'য়ে ভগবানের পূজা করলেই হবে।

গৌরী বলে' উঠ্‌ল—তুমি ত এই নেয়ে এলে ! তবে আবার অশুদ্ধ হ'লে কেমন করে' ?

অনল গৌরীকে রূঢ়ভাবে বল্‌তে পার্‌লে না যে

আমি অশুচি হয়েছি তোমাকে ছুঁয়ে। সে বল্‌লে—তোমার মা তোমাকে কি কথা বলিয়ে উপাসনা করাতেন তা ত আমি জানি না; তোমার যদি কিছু মনে থাকে তবে তুমি নিজে নিজে বলো।

গৌরী নিদ্রাজড়িত অস্পষ্টস্বরে বল্‌লে—আমার ত এখনো মুখস্থ হয়নি।

তখন অনল উপায়ান্তর না দেখে' বল্‌লে—আচ্ছা, তুমি একটু বসো, আমি একটু বাইরে থেকে আসি।

অনল বাইরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে' যখন ঘরে ফিরে' এল তখন দেখ্‌লে গৌরী শীতে কুঁকুড়ি-শুঁকুড়ি হ'য়ে ঘুমিয়ে বিছানায় ঢলে' পড়েছে। অনল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে' গৌরীকে ভালো করে' শুইয়ে দিয়ে লেপ ঢাকা দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়্‌ল। সে রাত্রে তার আর খাওয়া হ'ল না।

* *

*

পরদিন প্রভাতে অনল স্নান করে' সাজি নিয়ে পূজার জন্যে ফুল তুল্‌ছিল। গৌরী ঘুম থেকে উঠে' অনলকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে উঠানে নেমেই অনলকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবা, কি কর্‌ছ?

অনল হাসিমুখে গৌরীর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লে—ভগবানের পূজা করব বলে' ফুল তুল্‌ছি মা।

ভোলা কথা মনে পড়াতে গৌরী উচ্চকিত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—কাল রাত্রে ত আমার উপাসনা করা হয়নি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজ তুমি যখন পূজো কর্‌বে তখন আমাকেও পূজো করিয়ে দিতে হবে।

অনল হেসে বল্‌লে—আচ্ছা গো মা-ঠাকরুণ, আচ্ছা।

গৌরী তার ফ্রকের তলাটা বাঁ-হাত দিয়ে তুলে' কোঁচড় করে' ফুল তুল্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল।

অনল ফুল তোলা শেষ করে' সাজিটা দাওয়ার উপরে রেখে চন্দন ঘস্‌তে বস্‌ল।

একটু পরেই গৌরী এক কোঁচড় ফুল নিয়ে অনলের কাছে দাওয়ার নীচে এসে দাঁড়াল এবং কোঁচড় থেকে ডান হাতে করে' এক মুঠো ফুল তুলে' এক গাল হেসে বল্‌লে—বাবা, দেখ, আমি কত ফুল তুলেছি!

অনল গৌরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বল্‌লে—বাঃ বেশ! তোমার ক্ষিদে পায়নি? খাবে না? শোবার ঘরে খাবার আর জল……হাঁ-হাঁ-হাঁ ওতে রেখো না……যাঃ! সব ফুল নষ্ট করে' দিলে!

গৌরী তার তোলা ফুল ক'টি কোঁচড় থেকে মুঠোয় করে' অনলের সাজিতে রেখে দেবামাত্র অনল ব্যস্ত হ'য়ে যে-রকম ভৎ'সনা-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, তাতে গৌরী ভয় পেয়ে বিমূঢ়ের মতন অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, দ্বিতীয় বার ফুল তোল্‌বার জন্যে সে তার হাত কোঁচড়ের মধ্যে ভরেছিল, সে হাত বার করতে তার আর সাহসে কুলাল না।

গৌরী ভয় পেয়েছে দেখে অনল নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' শুষ্কভাবে বল্‌লে—রাখো মা রাখো, তোমার ফুল সাজিতে রাখো—সাজিশুদ্ধ ফুল তুমি নিয়ে যাও, খেলা করো গে। ওটা আমি তোমাকেই দিলাম। যাও লক্ষ্মী মেয়ে।

অনলের এই সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্য শুনে'ও গৌরীর মন প্রসন্ন ও নির্ভয় হ'ল না, সে বুঝ্‌তে পার্‌লে, সে একটা-কিছু অপকর্ম্ম করে' ফেলেছে। সে মনে-মনে ভাব্‌ছিল সে ত কতবার মার সঙ্গে ফুল নিয়ে চার্চ্চে গেছে, তার হাত থেকে ফুল নিয়ে পাদ্রি তাকে কত আদর করেছেন, কত ভালো বলেছেন। জ্যাঠা-মশায়কেও সেইরকম খুশী কর্‌বে বলে'ই সে ফুল তুল্‌তে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে তার কেন যে অপরাধ হ'ল তা সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে না

পারলেও অপরাধ যে হয়েছে তা সে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলে। সে অশ্রুভরা ছলছল্ চোখে অনলের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে করুণস্বরে বললে—আর আমি কখনো দুষ্টুমি করব না বাবা।

শিশুর এই কাতরতা দেখে অনলের চোখও সজল হয়ে' উঠল; সে চন্দন ঘসা ফেলে' রেখে তাড়াতাড়ি উঠে' গৌরীকে কোলে তুলে' নিলে এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললে—না মা, তুমি কিছু দুষ্টুমি করোনি, তুমি ত আমার লক্ষ্মী মেয়ে। ওসব ফুল আমি তোমাকে দিলাম, তুমি খেলা করলেই আমার ঠাকুর খুশী হবেন। তুমি চলো, খাবে।

অনল গৌরীকে যখন ছুঁয়েই ফেললে, তখন তাকে খাইয়ে দিয়ে একেবারে শুচি নিশ্চিন্ত হয়ে' পূজায় বসবে বলে' গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে যেখানে গৌরীর খাবার ঢাকা ছিল সেইখানে গেল।

গৌরীর খাওয়া হ'লে অনল তাকে বললে—এইবার তুমি ফুল নিয়ে খেলা করো, আমি পূজো করিগে—আমার পূজোর জায়গায় তুমি যেয়ো না……

গৌরী অবাক্ হয়ে' অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, সে তার জ্যাঠা-মশায়ের আচরণের অর্থ বুঝে উঠতে পারছিল না—তার জ্যাঠা যে তাকে ভালোবাসেন, তা

ত দেখাই যায়—তিনি তাকে কোলে করে' কত আদর করেন, কিন্তু সে নিজে থেকে জ্যাঠার কাছে গেলে তিনি অমন সঙ্কুচিত হন কেন, তাঁকে ছুঁয়ে দিলে তিনি বিরক্ত হন কেন, তিনি স্নানই বা করেন কেন, সে ভেবে ভেবে এইসবের কারণের কূল-কিনারা পাচ্ছিল না।

গৌরীকে নির্ব্বাক্ দেখে অনল বল্‌লে—তুমি খেলা করো মা, আমি চট্ করে' স্নান করে' আসি।

শিশু গৌরীর মনটা আবার ছাঁৎ করে' উঠ্‌ল—ঐ সেই স্নান!

অনল স্নান কর্‌তে গেছে। এমন সময় মাধবী দাসী, তুলসী চাকর, ও রামখেলাওয়ান সিং জমাদার অনলের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। জমাদার সদর দরজায় এবং তুলসী বাড়ীর ভিতরের উঠানে এসেই থেমে গেল, মাধবী দালানে গিয়ে উঠ্‌ল। দালানে উঠেই মাধী দেখ্‌লে, —গৌরী এক সাজি ফুল সাম্‌নে করে' নিয়ে চুপ করে' বসে' আছে। গৌরীকে দেখেই মাধী বলে' উঠ্‌ল—কি-গো মেম-সাহেব, তোমার জ্যাঠা-মশায় কোথায়?

মাধবীর কথার একটি বর্ণও গৌরী বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সে নির্ব্বাক্ হয়ে' মাধবীর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে' রইল।

মাধবীর গলার আওয়াজ শুনে' অনলের বুড়ী-ঝি হরির মা ঝাঁটা হাতে করে' ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং মাধবীকে অভ্যর্থনা করে' বল্‌লে—এসো মাধু-দিদি, এসো। ও কার সঙ্গে কথা কইছ বোন, ও কি ছাই আমাদের কথা কিছু বোঝে! ওর কিচির-মিচির এক কেবল আমাদের বাবুই একটু-একটু বুঝ্‌তে পারেন, আর ওও কেবল বাবুর কথাই বোঝে।

মাধবী হরির মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবু কোথায়?

হরির মা বল্‌লে—বাবুর কথা আর বলো কেন বোন্, মেলেচ্ছ মেয়েটাকে বাড়ীতে এনে অবধি বেরাহ্মন নেয়ে-নেয়েই সারা হ'ল! এ যেন হয়েছে ওঁর কড়ির বিষ,—ফেল্‌লেও লোক্‌সান, রাখ্‌লেও সর্ব্বনাশ! মা-বাপ-মরা ভাই-ঝি, তা'কে কাছে না রাখ্‌লেও অধর্ম্ম, আবার কাছে রাখ্‌লেও অধর্ম্ম!

মাধবী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবু আজ এত বেলাতে যে নাইতে গেছেন? এখনো পুজো হয়নি ত?

হরির মা বল্‌লে—কেমন করে' আর হ'ল বোন? ফুল তুলে চন্দন ঘসে নিয়ে পুজোয় বস্‌তে যাবে, মেলেচ্ছ মেয়েটা দিলে সাজি-সুদ্ধ ফুল ছুঁয়ে—ঐ দেখ না সাজি-সুদ্ধ ফুল নিয়ে বসে' রয়েছে—ফুলগুলো না দেবায় না

ধর্ম্মায়! ছোঁয়া যখন পড়্‌লই তখন বাবু ওকে খাইয়ে দিয়ে আবার নাইতে গেছে। এই মাঘ মাসের শীত! কাল রাতেও দুবার নেয়েছে। কাল রাতে বাবুর ঠায় উপোষ গেছে—মেয়ে ছাড়্‌লেও না, আর ছোঁয়া-নাড়া করে' এই শীতে কতবার নাইতে পারে লোকে!

এই সমস্যার কি যে সমাধান হ'তে পারে, তা ঠিক কর্‌তে না পেরে মাধবী কেবল বল্‌লে—"তাই ত।" তার জীবনের ইতিহাসে এমন সমস্যার উদয় ত আর কখনো হয়নি।

অনল স্নান করে' ভিজে কাপড়ে উঠানে এসেই তুলসী-চরণকে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি তুলসীচরণ, কি খবর?

তুলসী হাত-জোড় করে' কোমর থেকে দেহার্দ্ধ মাটির সঙ্গে সমান্তরালে নত করে' অনলকে প্রণাম করে' বল্‌লে—এজ্ঞে, রাণী-মা মেম্‌-দিদিমণিকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন।

অনল প্রফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—ওঃ! বেশ ত নিয়ে যাও।

তার পর গৌরীকে ডেকে অনল বল্‌লে—গৌরী,

তোমার নূতন মা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তুমি এদের সঙ্গে যাও, আমিও একটু পরেই যাচ্ছি।

কথা বল্‌তে বল্‌তে অনল বারান্দায় উঠ্‌ল এবং মাধবীকে দেখে বল্‌লে—এই যে মাধবীও এসেছ! গৌরীকে তোমাদের রাণী-মা যখন নিয়ে যেতে বল্‌বেন তখনই এসে নিয়ে যেও, আমি বাড়ীতে থাকি আর না থাকি।

তার পর আবার গৌরীর দিকে তাকিয়ে অনল বল্‌লে—গৌরী মা, ওঠো, যাও তোমার নূতন মার কাছে।

গৌরী নির্ব্বাক্‌ হ'য়ে অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' বসে' রইল।

মাধবী গৌরীর সাম্‌নে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—এসো দিদিমণি, কোলে এসো।

গৌরীর কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য না করে' মাধবী তাকে কোলে তুলে' নিলে।

গৌরী অনলের দিকে তাকিয়ে ভয়- ও সংশয়-ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবা, এ যে আমাকে ছুঁলে, এ'কেও নাইতে হবে?

অনল লজ্জা ও ব্যথা পেয়ে গৌরীর কথার কোনও

উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর চলে' গেল। তার মুখে কথা জোগাল না। গৌরীর প্রশ্নভরা ব্যথিত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতেও তার সাহস হচ্ছিল না।

* * *

দূর থেকে গৌরীকে আস্‌তে দেখেই ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মাধবীর কোল থেকে গৌরীকে নিজের কোলে তুলে' নিলে এবং তার গাল টিপে আদর করে' বল্‌লে—এসো মা, এসো। তুমি কিছু খেয়েছ?

গৌরী ধনিষ্ঠার কথার এক বর্ণও বুঝ্‌তে না পেরে তার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' তাকিয়ে রইল।

ধনিষ্ঠা মাধবীর দিকে ফিরে বল্‌লে— কামিনীকে বল্‌, আমি যে গৌরীর খাবার সাজিয়ে রেখেছি, সেই খাবারটা বার করে' দেবে।

মাধবী একথালা খাবার এনে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রেখে দিলে। ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিতে লাগ্‌ল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে খাইয়ে দিচ্ছে, একজন চাকর এক ঝুড়ি খেলনা এনে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রাখ্‌লে। ধনিষ্ঠা সকালে উঠেই গৌরীর জন্যে খেলনা আন্‌তে লোক

পাঠিয়েছিল ; পাড়াগাঁয়ের সকল দোকান উজাড় করে' যতরকমের খেলনা পাওয়া গেছে সমস্তই সংগ্রহ করে' আনা হয়েছে। খেলনা দেখে গৌরী উৎফুল্ল হয়ে' উঠ্‌ল। গৌরী ধনিষ্ঠার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—মা. এই সব খেলনা কি আমার ?

কেউ কারও ভাষা বোঝে না, ধনিষ্ঠাও গৌরীর ভাষার একবর্ণ বুঝ্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু গৌরী যে তাকে অনলের শিক্ষা-মত মা বলে' ডাক্‌লে সেইটুকুতেই ধনিষ্ঠার অন্তর বাৎসল্যে অভিষিক্ত হয়ে' গেল। সে বল্‌লে—তুমি খেলনা নেবে ? নাও। এ সমস্ত খেলনাই তোমার।

এই বলে' ধনিষ্ঠা কতকগুলি খেলনা তুলে' গৌরীর সাম্‌নে রেখে দিলে। গৌরী একটি গাউন-পরা পুতুল তুলে' নিয়ে ছেলেকে কোলে করার মতন কোলে করে' বস্‌ল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে খাইয়ে মুখ ধুইয়ে দিয়ে খেলনা নিয়ে তার সঙ্গে খেল্‌তে বস্‌ল। কলের গাড়ি, পশু, পক্ষী প্রভৃতি খেলনায় ধনিষ্ঠা দম দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং খেলনাগুলি নানা ভঙ্গি করে' ছুট্‌তে থাকে এবং গৌরীও আনন্দ-কাকলি করতে করতে সেই খেলনার পিছনে-পিছনে

ছোটে এবং খেলনা থেমে গেলে সেটাকে ধরে' নিয়ে ধনিষ্ঠার কাছে ফিরিয়ে এনে দেয়। শিশুর এই খেলা আর আনন্দ দেখে সন্তানহীনা ধনিষ্ঠার মনও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্ছিল, এই সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটিকে আপনার করে' তুল্বার জন্যে ধনিষ্ঠার অন্তরে সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ উন্মুখ হয়ে' উঠ্ছিল। গৌরীর কথা একটিও বুঝ্তে না পার্লেও অস্ফুটবাক্ শিশুকে নিয়ে মা খেলা করে' যে আনন্দ ও সুখ পায়, ধনিষ্ঠা গৌরীকে নিয়ে খেলা করে'ও সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রথম আস্বাদ উপভোগ কর্ছিল। তার সুপ্ত মাতৃ প্রকৃতি নানা দিক্ দিয়ে নানাভাবে জেগে উঠ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সেখানে অনল এসে উপস্থিত হ'ল এবং ধনিষ্ঠা ও গৌরীকে ক্রীড়ারত দেখে তারও মুখ প্রফুল্ল হয়ে' উঠ্ল।

অনলকে আস্তে দেখেই গৌরী উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্ল—বাবা, দেখো, মা আমাকে কত খেলনা কিনে' দিয়েছে।

এবং এই বলে'ই গৌরী একটা খেলনা হাতে করে' নিয়ে অনলের কাছে ছুটে গেল। এমন সম্পদ্ জ্যাঠা-

মশায়ের কোলে বসে' উপভোগ না কর্‌তে পেলে তার আনন্দ যে পূর্ণ হয় না।

ধনিষ্ঠার বাড়ীতে অনলের খেতে হবে; এখানে গৌরীকে ছুঁলে' তার কাপড় ছাড়ার অসুবিধা হবে বলে' অনল গৌরীর আগ্রহ এড়িয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কথাটা যেন শোনেনি এমনি ভাণ করেই তাকে সরে' যেতে হ'ল।

গৌরী কিন্তু বুঝ্‌লে। অনলকে পিছিয়ে যেতে দেখেই তার আনন্দোচ্ছ্বাস একেবারে দমে' গেল।

গৌরী অনলকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে যে কথাগুলি বল্‌লে, তার অর্থ ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে পারেনি; কিন্তু গৌরীর কথার মধ্যে যে দুটি বাংলা শব্দ ছিল, সেই দুটি শব্দ ধনিষ্ঠার বোধের ক্ষেত্রে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে থাক্‌বার অবসর পেলে না; গৌরীর স্পর্শ এড়িয়ে অনলকে সরে' যেতে ও গৌরীকে নিরুৎসাহিত ম্লানমুখে থম্‌কে দাঁড়াতে দেখে তার স্নেহপ্রবণ মন ব্যথায় আকুল হয়ে উঠ্‌ল। ধনিষ্ঠা দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে গৌরীকে টপ করে' কোলে তুলে নিলে এবং আদর করে' বল্‌লে—এসো আমরা দুজনে খেলা করি।

গৌরী ধনিষ্ঠার কথা বুঝ্‌তে না পার্‌লেও তার স্নেহ ও সান্ত্বনা অনুভব কর্‌লে। সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না, যে, কেনই বা একজন তাকে ছোঁয়, আর একজন ছোঁয় না। আবার যে তাকে ছোঁয় সেও একবার তাকে ছোঁয় আবার অন্য সময়ে ছোঁয় না, এও বড় অদ্ভুত।

গৌরীর এই চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে পার্‌লে না, গৌরী একটা টিনের হাঁসকে দম দিয়ে ছেড়ে দিতেই সেই খেলনাটা গলা নেড়ে-নেড়ে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ কর্‌তে-কর্‌তে ছুটে চল্‌ল, এবং সেই নির্জীব খেলনার রকম-সকম দেখে কৌতুক অনুভব করে' গৌরী সকল চিন্তা ভুলে আবার আনন্দিত কলহাস্যে ঘর ভরে' তুল্‌লে।

অনল গৌরীর আনন্দে আনন্দিত হয়ে হাসিমুখে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার স্নান-আহ্নিক এখনো হয়নি ?

গৌরী পলাতক কলের হাঁসটাকে ধরে' এনে ধনিষ্ঠার হাতে দিয়েছিল, ধনিষ্ঠা তাতে আবার দম দিতে-দিতে অনলের দিকে মুখ তুলে' হেসে বল্‌লে—না, আজ আমার মেয়ে নিয়ে খেল্‌বার ছুটি। আপনি বৈঠক-খানায় বসুনগে, ভাত হ'লে মাধী আপনাকে ডেকে আন্‌বে।

অনল হাসিমুখে গৌরীকে বল্‌লে—গৌরী মা, তুমি তোমার মার সঙ্গে খেলা করো, আমি···············

গৌরী একটা বল্ গড়িয়ে নিয়ে ছুটে' যাচ্ছিল ; বল্‌টা হঠাৎ এক দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঠিক্‌রে বেঁকে এক পাশের ঘরে ঢুকে পড়্‌ল। গৌরী সেই বল্ অনুসরণ করে' সেই ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে অনল তাড়াতাড়ি তাকে ধরে' কোলে করে' নিলে এবং গৌরীকে বল্‌লে—তোমার মা যেখানে তোমাকে নিয়ে না যাবেন, কিম্বা যেতে না বল্‌বেন সেখানে তুমি কখ্‌খনো যেও না লক্ষ্মীটি।

পদে-পদে বাধা ও স্বাধীনতার সঙ্কোচে গৌরীর শিশু-মন একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌ছিল, সে কুণ্ঠিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—ও ঘরে আমি গেলে কি হয়? কেন তোমরা বার বার অমন কথা বলো?

গৌরীর ঠোঁট ফুলে উঠ্‌ল।

শিশুর এই দুরূহ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে অনল বল্‌লে—সকলের সকল ঘরে যেতে নেই।

গৌরী জিজ্ঞাসা করে' উঠ্‌ল—যেতে নেই—কেন যেতে নেই?

অনল মহাবিব্রত হয়ে' পড়্‌ল, কারণ হিন্দুধর্ম্মের আচারে নিষেধের পর নিষেধ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্তির

সম্পর্ক নেই বল্‌লেও হয়। যদিবা কিছু আছে তাও গৌরীকে বোঝানো অসম্ভব।

অনল ও গৌরীর কথোপকথনের অর্থ ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে না পার্‌লেও অনলের ভাব দেখে সে বুঝ্‌তে পারছিল গৌরীর সঙ্গে তার এমন-কিছু কথা হচ্ছে যাতে অনল বিব্রত হয়ে পড়েছে। তাই সে গৌরীকে ডেকে বল্‌লে— গৌরী তুমি এসো, আমরা খেলা করি।

গৌরী ধনিষ্ঠার আহ্বানে খুশী হয়ে অনলের কোল থেকে নেমে পড়ে' ধনিষ্ঠার কাছে দৌড়ে' এল। অনল অকারণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে' গেল।

দশটার সময় অনলের ভাত দেওয়া হ'লে একজন চাকর বৈঠকখানা থেকে তাকে ডেকে নিয়ে এল। খাবারের কাছে এসেই ধনিষ্ঠার সঙ্গে ক্রীড়ারতা গৌরীকে দেখেই অনলের মনে পড়্‌ল,এই কাপড়-জামা পরে'ই সে গৌরীকে ছুঁয়েছিল। এই কাপড়ে খেতে বস্‌তে তার মনটা সঙ্কুচিত ও দ্বিধান্বিত হয়ে' উঠ্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল কল্‌কাতায় কলেজে পড়্‌বার সময় ইংরেজ অধ্যাপক ও মুসলমান প্রভৃতি ছত্রিশ-জাতের সহপাঠীদের সংস্পর্শ বিচার করে' সে চল্‌তে পারেনি; বাড়ীতে এসে বসার

পর থেকে তার হিন্দুয়ানি বিচার ও আচার-নিষ্ঠা তাকে নিষ্কর্ম্মা দেখে পেয়ে বসেছিল বটে, কিন্তু এখন গৌরীকে কাছে রেখে লালন-পালন কর্‌তে হ'লে সেই আচার-নিষ্ঠা অনেকখানি শিথিল করে' ফেল্‌তেই হবে। তাই আজ সে মনের কিন্তু-ভাব দমন করে' গৌরীকে-ছোঁয়া কাপড়েই আসনে গিয়ে বস্‌ল। বাড়ীতে হ'লে সে হ'য়ত কাপড় ছেড়েই খেতে বস্‌ত এবং আচার-নিষ্ঠা শিথিল কর্‌বার যে কোনো আবশ্যকতা আছে,সে-কথাও তার মনে পড়্‌ত না ; কিন্তু আজ পরের বাড়ীতে হিন্দুয়ানির আড়ম্বর কর্‌তে সঙ্কোচ বোধ হওয়াতেই তার মনে আচার রক্ষা-সম্বন্ধে অসুবিধার কথা উদয় হ'ল।

অনলকে যখন খাবার জন্যে ডেকে আনা হ'ল, তখন ধনিষ্ঠার মনেও অনলের কাপড় ছাড়ার কথা একবার উদয় হয়েছিল ; কিন্তু তখনই ধনিষ্ঠার মনে পড়্‌ল অনল প্রথম যেদিন কাছারীর ফেরৎ তাকে পড়াতে এসেছিল এবং ধনিষ্ঠা অনলকে জল খেতে দিয়ে অনল কাপড় ছাড়্‌বে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল ; সেদিন অনল বলেছিল কল্‌কাতায় থেকে লেখাপড়া কর্‌বার সময় সে ব্রাহ্মণ্য-আচার রক্ষা কর্‌তে পারেনি ; তাই ধনিষ্ঠা অনলকে আজ আর কাপড় ছাড়্‌বার কথা জিজ্ঞাসাও কর্‌লে না।

অনল খেতে বস্‌লে রাঁধুনী বামুন একথালা ভাত বেড়ে নিয়ে এসে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, মেম-দিদিমণির ভাত এনেছি, কোথায় দেবো ?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—দাঁড়াও, আমি ওর আলাদা বাসন এইখানে পেতে দিই, তুমি তাতেই ওর ভাত ঢেলে দিয়ে যাও।

গৌরী ধনিষ্ঠার বাড়ীরও একটি বিষম সমস্যা হয়ে' উঠেছে। ধনিষ্ঠা কাল থেকে ক্রমাগত ভাব্‌ছে, অনল দুপুর বেলা কাছারী চলে' গেলে গৌরীকে কোথায় রাখা যাবে ; গৌরীকে অবশ্য এই বাড়ীতেই এনে রাখতে হবে ; এই বাড়ীতে কোথায়-কোথায় তার গতিবিধি থাকতে পার্‌বে, এবং কোথায় কোথায় বা তার প্রবেশ ও স্পর্শ নিষেধ করা হবে, কোন্ পাত্রে তাকে খেতে দেওয়া হবে এবং সেই পাত্রগুলি ধোয়া-মাজাই বা কেমন করে' হবে, কে তার উচ্ছিষ্ট ছোঁবে, ইত্যাদি শতেকপ্রকার জটিল ও কঠিন প্রশ্ন ক্রমাগতই ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছিল। গৌরীর খেল্‌বার ও থাক্‌বার জন্যে বৃহৎ বাড়ীর একটা অংশ স্বতন্ত্র করে' দিতে পারা যত সহজে হয়েছিল, অন্য সমস্যাগুলির সমাধান তেমন সহজ হয়নি। ধনিষ্ঠা একবার ভাব্‌লে, গৌরীর আহারের জন্য প্রত্যেকবার

কলার পাতা কিম্বা মাটির বাসনের ব্যবস্থা কর্‌লে তার উচ্ছিষ্ট বাসন ধোয়া-মাজা ও তুলে-রাখার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়; কিন্তু সেই-সব উচ্ছিষ্ট পাতাই বা তুলে ফেল্‌বে কে? গৌরী একে ছেলেমানুষ, তায় মোমের পুতুলের মতন সুন্দর, তার উপর সে স্নেহের পাত্রী, তাকে দিয়ে ঐ কর্ম্ম করানো চিন্তারও অতীত; এমন স্নেহভাজনকে অবহেলিতের মতন মাটির বাসনেই বা খেতে দেওয়া যায় কেমন করে'? ভাব্‌তে-ভাব্‌তে ধনিষ্ঠার মনে হ'ল, চীনে মাটির বাসনে ত সাহেবেরা খেয়ে থাকে, এবং সেই বাসনেই খেতে তারা বেশী পছন্দ করে; অতএব সাধারণ মাটির বাসনের বদলে গৌরীকে পোর্সি-লেনের বাসন দেওয়া যেতে পারে। সেই-সব বাসন নিত্য ফেলে দেওয়াতে কিছু অপব্যয় হবে বটে, কিন্তু তার আর উপায় কি? পোর্সিলেনের বাসন নিত্য ফেলে দেওয়াই যেন স্থির হ'ল, কিন্তু ফেল্‌বে কে? যে ফেল্‌বার জন্যে ছোঁবে, সেই ত সেগুলিকে মেজে ধুয়ে এক ঘরের এক পাশে রেখে দিতে পারে। এই ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ছুঁতে কোন্ হিন্দু চাকর-দাসী সহজে সম্মত হবে? মুসল্‌মান্ চাকর রাখ্‌লে সকল সমস্যার সমাধান হয় বটে, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে মুসল্‌মান্‌কে প্রবেশ কর্‌তে দেওয়া

যাবে কেমন করে’? ধনিষ্ঠার এই কথাটুকু মনে পড়্ল না যে ম্লেচ্ছ গৌরীকে যদি বাড়ীর মধ্যে আন্‌তে পারা গিয়ে থাকে তবে একজন মুসল্‌মান্‌কেও অনায়াসেই প্রবেশাধিকার দিতে পারা যায়। এই-সমস্ত সমস্যার কোনো সুমীমাংসা কর্‌তে না পেরে ধনিষ্ঠা স্থির কর্‌লে,সে-ই নিজে গৌরীর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার কর্‌বে এবং তার পরে স্নান করে’ গঙ্গাজল স্পর্শ কর্‌বে। তাই যখন রাধুনী বামুন গৌরীর ভাত দিতে এল, তখন ধনিষ্ঠা নিজে তার জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট আসন-বাসন এনে পেতে নিজেই তাকে খাওয়াতে বস্‌ল।

কিছুমাত্র দ্বিধা ইতস্তত না করে’ ধনিষ্ঠা গৌরীকে খাওয়াতে বস্‌ল দেখে অনলের যেমন বিস্ময় হ’ল, তেম্‌নি আনন্দও হ’ল; সে গৌরীর জ্যাঠা, গৌরী তার অতি প্রিয় ভাই অনিলের একমাত্র কন্যা, অনিলের স্মরণ-চিহ্নের অবশেষ-কণিকা, তার উচ্ছিষ্ট ছুঁয়ে তাকে খাইয়ে দিতে অনল যে কতখানি বিশ্রী ও নির্ম্মমভাবে ইতস্তত করেছিল, তা এখন ধনিষ্ঠার অতি সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখে তার স্মৃতিতে অতি অশোভনভাবে পুনরুদিত হ’ল এবং নিজের আচরণের জন্য সে এখন অত্যন্ত লজ্জা অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। অনল এই মনে করে’ কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা

পাবার চেষ্টা করলে যে, সকল ভেদ ও বাধা ভুলে একেবারে নিঃসম্পর্কীয় পরকে আপনার করবার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র মায়ের জাত মেয়েদেরই। কিন্তু ধনিষ্ঠা যে কত চিন্তার পর কোন্ কোন্ কারণে জাতের ও স্পর্শ-দোষের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছিল সেই মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে' দেখার কথা অনলের একবারও মনে হ'ল না। গৌরী যে ধনিষ্ঠার কাছে মায়ের আদর-যত্ন পেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে সে-সম্বন্ধে সংশয়শূন্য হয়ে' অনল নিশ্চিন্তমনে কাছারীতে চলে' গেল। কেন যে এই অস্পৃশ্য গৌরীকেই বিশেষ করে' ধনিষ্ঠা তার সমস্ত মাতৃ-স্নেহ ঢেলে দিচ্ছে, তার রহস্য ভেদ করার কথা তার মনেও এল না।

গৌরীকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে স্নান-আহ্নিক সেরে ধনিষ্ঠার নিজের খেয়ে উঠ্‌তে একেবারে অপরাহ্ন হ'য়ে গেল। ধনিষ্ঠা মনে-মনে স্থির করলে, কাল থেকে খুব ভোরে উঠে স্নান-আহ্নিক সেরে গৌরীর ও অনলের আগমনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে। রোজ-রোজ লেখা-পড়া কামাই করা ত তার চল্‌বে না।

* *

* *

বিকাল বেলা কাছারীর ছুটির পর অনল আবার যখন প্রাত্যহিক নিয়ম-মত ধনিষ্ঠার বাড়ীতে ধনিষ্ঠাকে পড়াতে এল, তখন ধনিষ্ঠা সবেমাত্র খেয়ে উঠে' মুখ-শুদ্ধি মুখে দিয়ে দালানে এসে দাঁড়িয়েছে। অনল এসে জিজ্ঞাসা করলে—এ-বেলা পড়বেন না? এ-বেলাও ছুটি?

ধনিষ্ঠা হেসে বললে—পোড়ো ত পালাতে পারলেই বাঁচে, কিন্তু মাষ্টার মশায়ের উচিত কড়া হয়ে ছুটি নামঞ্জুর করা। আপনি বসুন, আমি দেখে আসি আমার সহ-পাঠীটি কি করছে?

অনল আশ্চর্য্য হয়ে কৌতুকভরা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার আবার সহপাঠী কে জুটল?

ধনিষ্ঠা কৌতুকে আনন্দে দেহখানিকে হিল্লোলিত করে' চোখের কোণে চমকে-যাওয়া কটাক্ষ ঠিকরে ঠোঁটের কোণে রঙীন হাসির আভাস টিপে বললে—আন্দাজ করুন ত!

অনল নিরন্তর-ব্রতচারিণী তপঃকৃশা সুগম্ভীরা তরুণী ধনিষ্ঠাকে আজ অকস্মাৎ বয়োধর্ম্ম আনন্দ-চঞ্চলতা প্রকাশ করতে দেখে নিজেরও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পারলে না,

সে হেসে বল্‌লে—আপনি কাকে সহপাঠী জুটিয়ে এনেছেন আমি কেমন করে' আন্দাজ কর্‌ব ?

ধনিষ্ঠা আবার চোখের কোণে কৌতুকের হাসি চল্‌কে লীলা-হিল্লোলিত গতিতে সেখান থেকে চলে' যেতে-যেতে মুখ ফিরিয়ে বলে' গেল—দাঁড়ান, আমি এনে আপনাকে দেখাচ্ছি।

ধনিষ্ঠা সেখান থেকে চলে' গেলে পর অনল ধনিষ্ঠার গমন পথের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আজ তারও মনের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় একটি আনন্দের আভাস তাকে ক্ষণে-ক্ষণে স্পর্শ করে' যাচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে স্নান-আহার কর্‌তে গিয়েছিল। সে অনলের কাছ থেকে এসে গৌরীর ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। ধনিষ্ঠা ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌লে বিছানায় গৌরী নেই। সে ঘরের চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু গৌরীকে কোথাও দেখ্‌তে পেলে না। ধনিষ্ঠা ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে দুখানি ছোট-ছোট হাত ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধর্‌লে।

ধনিষ্ঠা হাসিমুখ ফিরিয়ে বলে' উঠ্‌ল—দুষ্ট মেয়ে ? কোথায় লুকিয়ে থাকা হয়েছিল ?

গৌরী পক্ষী-কাকলির মতন খিল্-খিল্ করে' হেসে বলে' উঠ্‌ল—আমি কেমন দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম, তুমি ত আমাকে দেখ্‌তে পাওনি।

ধনিষ্ঠা নীচু হয়ে গৌরীকে কোলে তুলে নিলে। তারা দুজনেই কেউ কারো কথা একটুও বুঝ্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু তবুও তারা দুজনেই কৌতুক-ক্রীড়ার আনন্দ সম্পূর্ণই সম্ভোগ কর্‌তে পার্‌লে। স্নেহ-বন্ধন তাদের অন্তরের ভাষা হয়ে' উঠ্‌ছিল।

গৌরীকে কোলে করে' তুলেই ধনিষ্ঠার মনে পড়্‌ল, তার মুখে মুখশুদ্ধি আছে। সে তৎক্ষণাৎ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুখশুদ্ধি ফেলে দিয়ে গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে অনলের কাছে ফিরে এল।

অনল তাদের দূর থেকে আস্‌তে দেখেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল; ধনিষ্ঠা নিকটে আস্‌তেই সে বল্‌লে—ও! ইনিই বুঝি আপনার সহপাঠী হবেন আজ থেকে?

ধনিষ্ঠা মাথা দুলিয়ে হাসিমুখে বল্‌লে—হ্যাঁ।

বৈকালিক জলযোগ সমাপ্ত করে' অনল পড়াতে এবং ধনিষ্ঠা ও গৌরী পড়্‌তে বস্‌ল। অনল ধনিষ্ঠাকে ইংরেজি পড়াচ্ছে, গৌরী শিক্ষক ও ছাত্রী উভয়েরই উচ্চারণের

ভুল ধরে' হেসে উঠ্‌ল। অনল গৌরীর কথা ধনিষ্ঠাকে বুঝিয়ে দিলে, গৌরীর সঙ্গে-সঙ্গে ধনিষ্ঠাও হাস্‌তে লাগ্‌ল। তার পরে গৌরীর বাংলা পড়ার পালা, তাতেও সকলের হাস্য-কৌতুকের খোরাক জুট্‌তে লাগ্‌ল পদে-পদে। গম্ভীর অনল ও ধনিষ্ঠার মাঝখানে আনন্দময়ী এই বালিকার আবির্ভাব হওয়াতে তাদের গাম্ভীর্য্য ক্ষণে-ক্ষণে ভঙ্গ হয়ে হাস্যমুখর চঞ্চলতায় পরিণত হচ্ছিল।

সন্ধ্যার সময় অনল গৌরীকে বল্‌লে—চলো মা-লক্ষ্মী, বাড়ী যাই।

গৌরী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমি মার কাছে থাক্‌ব না?

অনল বল্‌লে—কাল আবার এসো।

শান্ত মেয়ে গৌরী আর দ্বিরুক্তি না করে' উঠে দাঁড়াল।

ধনিষ্ঠা তাদের কথা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে উৎসুক ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে আছে দেখে অনল হেসে বল্‌লে—গৌরী যে এক দিনেই মাকে ছেড়ে বাড়ী যেতে চায় না।

ধনিষ্ঠা লজ্জিত হয়ে নতমুখে মৃদুস্বরে বল্‌লে—ও আমার কাছেই থাক না।

অনল হেসে বল্‌লে—একে আমি পুরুষ-মানুষ, পরিচিত আত্মীয়কেও আপনার করে' তোল্‌বার যাদুবিদ্যা আমার জানা নেই, অপরিচিত আত্মীয়কে আপনার করে' তোলা আমার পক্ষে এক কঠিন সাধনা। এখন থেকেই গৌরী আমার কাছছাড়া হয়ে থাক্‌লে আমাদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় হবার অবসর ঘট্‌বে না। কিছুদিন আমার কাছে থেকে ও আমার ঘনিষ্ঠ আর নেওটো হয়ে' উঠ্‌লে ওকে কাছছাড়া করতে আর ভয় থাক্‌বে না।… …ওকে ত আপনি এক দিনেই আপনার করে' ফেলেছেন, ও আপনারই হয়ে থাক্‌বে।

ধনিষ্ঠা নীরব হয়ে রইল, অনলের ঐ কথার পর সে প্রকাশ্যে জেদ্ বা অনুরোধ করতে পার্‌লে না; কিন্তু মনে-মনে সে ভাব্‌ছিল, গৌরী তার কাছে থাক্‌লেই ভালো হত; গৌরীকে ছোঁয়া-নাড়া নিয়ে অনলের যে কিরকম অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, তার খবর মাধবীর মুখে শুনেই ধনিষ্ঠা সঙ্কল্প করেছিল গৌরীকে সে নিজের কাছেই রাখ্‌বে; একদিনেই অনলকে বার-চারেক স্নান করতে ও রাত্রে অনাহারে থাকতে হয়েছে, বারোমাস ত্রিশ দিন এ-রকম কষ্ট করলে কি পুরুষ-মানুষের শরীর টিক্‌বে? গৌরী তার কাছে থাক্‌লে অনল যে কষ্ট ভোগ করেছে

সেটা যে তাকেই ভোগ কর্‌তে হবে, এই সম্ভাবনায় তাকে কিছুমাত্র শঙ্কিত করে' তোলেনি; বরং ধনিষ্ঠার ভাব দেখে মনে হ'ল পরের কষ্ট সে নিজে নিতে না পেরে বিশেষ রকম ক্ষুণ্ণই হয়েছে।

সন্ধ্যার পর অনল গৌরীকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিয়ে বিছানায় এনে শোয়ালে এবং নিজে তার কাছে বস্‌ল।

গৌরী তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি খাবে না বাবা?

অনল বল্‌লে—তুমি ঘুমোও, তার পরে খাব। এখনও ত বেশী রাত হয়নি।

গৌরী আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কাল সকালে আবার মার বাড়ীতে যাবো?

—হ্যাঁ, যাবে বই কি, রোজ যাবে। তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো গৌরী?

—হুঁ, মা যে আমাকে ভালোবাসে।

—তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

গৌরী বলে' উঠ্‌ল—তোমাকেও ভালোবাসি বাবা। তুমি যদি মার বাড়ীতে থাকো তা হ'লে বেশ হয়, আমি তোমার কাছেও থাকি, মার কাছেও থাকৃতে পাই।

অনল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, এবং একটুক্ষণ চুপ করে' থেকে বল্‌লে—তোমার মার বাড়ীতে গিয়ে খুব সাবধানে

থেকো—যে যে-ঘরে তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন কেবল সেই-সব ঘরেই তুমি ঢুকো; অন্য-সব ঘরে, বিশেষ করে’যে-ঘরে খাবার জিনিস থাকে বা যে-ঘরে ঠাকুর আছেন, সে-সব ঘরে তুমি খবর্‌দার কখনো ঢুকো না। তোমার মা যখন পূজো কর্‌বেন কিম্বা খাবেন তখন তাঁর কাছে খবর্‌দার যেও না।

গম্ভীর অনলের মুখ থেকে এই দীর্ঘ উপদেশ শুনে গৌরীর আনন্দ কেমন ঝাপ্‌সা ম্লান হয়ে উঠ্‌ল। কেবল নিষেধ নিষেধ নিষেধ! বাধা আর নিষেধ দুই মুঠি দিয়ে যেন তার কোমল-কচি প্রাণটিকে চেপে ধরে’ নিশ্বাস বন্ধ করে’ মার্‌তে চাচ্ছে। গৌরী ভয় পেয়ে উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন বাবা, আমি ঘরে ঢুক্‌লে কি হয়? শীত কর্‌লেও চার বার নাইতে হয়?

গৌরীর প্রশ্নে নিজের আচরণের কথা মনে পড়ে’ যাওয়াতে অনল একটু লজ্জা ও অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু সে ভাব্‌লে লজ্জা করে’ সত্য গোপন করে’ চল্‌লে গৌরী যে-সমস্ত উৎপাত ও অসুবিধা নিরন্তর ঘটাতে থাক্‌বে সে-সমস্ত সে সহ্য কর্‌লেও ধনিষ্ঠাকে সেই অসুবিধায় ফেল্‌তে সে ত কিছুতেই পারে না; সুতরাং গৌরীর কাছে রূঢ় হ’লেও, এবং বল্‌তে নিজের কষ্ট হ’লেও

সত্য কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে' গৌরীকে বুঝিয়ে দিতেই হবে। এই ভেবে অনল গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লে—হ্যাঁ।

এই ছোট্ট একটু হ্যাঁ বল্‌তেই অনলের গলাটা অকারণ কান্নার আবেশে একটু কেঁপে উঠ্‌ল। সে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। এর চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌লে না।

গৌরী অনলের কাছ থেকে আর কোনো উত্তর না পেয়ে নিজেই বল্‌তে লাগ্‌ল—তোমার রান্নাঘরে আর খাবার ঘরে বামুন ঠাকুর যায়, হরির মা যায়, উমেশ যায়, তাতে ত কিছু দোষ হয় না?

অনল বিব্রত হয়ে আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে—ওরা বড় মানুষ কিনা, ওরা গেলে দোষ হয় না; ছেলেমানুষ গেলেই দোষ হয়।

গৌরী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমি যখন ওদের মতন বড় হবো তখন আর কোনো দোষ হবে না?

অনল একটু কথা ঘুরিয়ে বল্‌লে—না—বড় হয়ে তুমি নিজে বুঝে-সুঝে যেখানে যাবে, সেখানে গেলে কোনো দোষ হবে না।

গৌরী একটুক্ষণ চুপ করে' থেকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা

করে' উঠ্‌ল—আমি কবে বড় হবো—আজ, না কাল? বলো না, বাবা।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সস্নেহে গৌরীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে মিষ্টস্বরে বল্‌লে—তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, আরো শান্ত হয়ে থাক্‌লে শীগ্‌গিরই বড় হয়ে উঠ্‌বে।

গৌরী নিদ্রাজড়িতস্বরে বল্‌লে—আমি শান্ত হয়ে থাক্‌ব। খুব খুব শান্ত হবো।

গৌরীর ঘুম এসেছে দেখে অনল বল্‌লে—তুমি আর কথা বোলো না, ঘুমোও; এখন রাত জাগ্‌লে সকালে উঠ্‌তে দেরী হবে, আর তোমার মার বাড়ী থেকে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসে ফিরে' চলে' যাবে, তোমার যাওয়া হবে না।

গৌরী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌ল—না বাবা না, আমাকে নিতে এলে তুমি তাদের একটু দাঁড়াতে বোলো, আর আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিও।

অনল ঈষৎ হেসে বল্‌লে—আচ্ছা, তাই হবে।

গৌরী পাশ ফিরে' ছোট্ট মাথাটি কাত করে' লেপের মধ্যে গুটিগুটি হয়ে শুলো এবং সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ-দুটি বুজে ক্লান্ত নিশ্বাস টেনে-টেনে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ পরে

গৌরীর ঘুম গাঢ় হয়ে উঠেছে দেখে অনল উঠে কাপড় ছাড়্লে, হাত-পা ধুলে, এবং গঙ্গাজল স্পর্শ করে' ভৃত্যকে ডেকে বল্‌লে—উমেশ, বামুন-ঠাকুরকে ভাত দিয়ে যেতে বল্।

অনল এখন বড়লোক হয়েছে, তার বাড়ীতে এখন চাকর দাসী রাঁধুনী দারোয়ান গাড়ী ঘোড়া কোচ্‌ম্যান্ সহিস! দারিদ্র্যের চিহ্ন তার কোনো দিকে নেই।

*

*　　*

পরদিন গৌরী আস্‌বার আগেই ধনিষ্ঠা স্নান করে' পূজা আহ্নিক সেরে একটু জল খেয়ে নিয়েছিল, কারণ লেখাপড়া করে' গৌরীকে খাইয়ে ও ঘুম পাড়িয়ে তার খেতে একেবারে অপরাহ্ন হয়ে যাবে।

গৌরী তার নূতন মার সঙ্গে দুজনেরই না-বোঝা ভাষায় গল্প কর্‌তে-কর্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং এই অবসর পেয়ে ধনিষ্ঠা আবার স্নান করে' শুচি হয়ে খেতে বসেছে।

অল্পক্ষণ পরেই গৌরীর ঘুম ভেঙে গেল, সে চোখ মেলে দেখ্‌লে তার পাশে মা শুয়ে নেই। মাকে খোঁজ্‌বার জন্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এল এবং চারি দিকে দৃষ্টি

বুলাতে-বুলাতে লম্বা বারাণ্ডা দিয়ে আপন মনে এক দিকে এগিয়ে চল্‌ল। কিছু দূর গিয়েই বারাণ্ডার একটা বাঁকের মোড় থেকে সে হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে সাম্‌নের এক ঘরে গরদের কাপড় পরে' দরজার দিকে পিঠ করে' একখানি বড় পুরু গালিচার আসনের উপর তার মা বসে' আছে। দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকাতে তার মা যে কি কর্‌ছেন তা গৌরী দেখ্‌তে পাচ্ছিল না, এমন সময় এমন ভাবে মা যে কি কর্‌তে পারেন ভেবে দেখ্‌বার মতন তার বুদ্ধি কি শক্তি ছিল না। মার পিছন দিক্‌ থেকে অতর্কিতে গিয়ে মার গলা হঠাৎ জড়িয়ে ধরে' মাকে চম্‌কে দেবে মনে করে' গৌরী কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে একমুখ হাসি চেপে পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে। সেই সময় মাধবীও একখানি শাদা পাথরের থালার উপরে কয়েকটি শাদা আর কালো পাথরের বাটি বসিয়ে ধনিষ্ঠার জন্যে ক্ষীর দই সন্দেশ নিয়ে আস্‌ছিল; দুই হাত তার বদ্ধ, ভারাক্রান্ত, তার ইচ্ছা হ'লেও সে ছুটে এসে গৌরীকে ধরে' ফেল্‌তে পার্‌লে না, সে দূর থেকেই চেঁচাতে লাগ্‌ল—ও মেম্‌-দিদি-মণি তুমি ও-ঘরে যেও না, ও মেম্‌-দিদি-মণি তুমি ও-ঘরে যেও না!...

গৌরী মাধবীর এই অকস্মাৎ চীৎকার শুনে কতকটা

ভয় পেয়ে এবং কতকটা মাধবী চীৎকার করে' তার মজার খেলাটুকু নষ্ট করে' দিচ্ছে ভেবে ছুটে গিয়ে ধনিষ্ঠার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। সে ভয় পেয়ে না গেলে মাধবীর ভাষা না বুঝেও তার নিষেধের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পারত, কিন্তু ব্যস্ততাব জন্যে সে তাৎপর্য্যের দিকে মনোযোগ করতে পারেনি। মাধবীর চীৎকার শুনে ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্যে ঠিক যেই মুহূর্ত্তে ধনিষ্ঠা পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গৌরী তাব পিঠের উপর গিয়ে পড়্‌ল এবং তার এঁটো মুখের সঙ্গে গৌরীর মুখের হঠাৎ ঠেকাঠেকি হয়ে গেল।

ধনিষ্ঠা মুখের গ্রাস পাতের গোড়ায় উগ্‌লে ফেলে দিয়ে হাস্যপ্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—কি রে পাগ্‌লী, এর মধ্যে ঘুম হয়ে গেল! ছাড়্‌, মুখ ধুয়ে আসি, তার পর দুজনে খেলা করব, তার পর বিকালবেলা আবার পড়্‌তে হবে।

হাতের খাবারগুলো ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে নষ্ট না হয়ে যায় এইজন্যে আগে থাক্‌তেই সাবধান হয়ে মাধবী সেগুলিকে অন্য ঘরে রেখে এসেছিল। তার পর ধনিষ্ঠার ঘরে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেই গৌরীকে ধনিষ্ঠার গলা জড়িয়ে

থাকতে দেখে কপালে করাঘাত করে' আর্ত্ত বিরক্ত স্বরে বলে' উঠ্‌ল—আঃ আমার পোড়া কপাল! দিনান্তে একটিবার হবিষ্যিতে বসে' হাতে-ভাতে করে' ত ওঠো, তাতেও আজ বিঘ্নি হয়ে গেল!

গৌরী ধনিষ্ঠাকে মুখের গ্রাস ফেলে দিয়ে খাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বস্‌তে দেখে এবং মাধবীর ভাব-ভঙ্গী দেখে ধনিষ্ঠার গলা ছেড়ে দিয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে শিটিয়ে দাঁড়াল; তার মনে পড়ে' গেল কাল রাত্রে অনল তাকে কি-কি নিষেধ করে' উপদেশ দিয়েছিল। নিজের অপরাধ স্মরণ করে' লজ্জায় ভয়ে তার মুখখানি শাদা পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

শিশুর ভয়ার্ত্ত মুখ দেখে ব্যথিত হয়ে ধনিষ্ঠা আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে হাস্‌তে-হাস্‌তে গৌরীকে কোলে তুলে নিলে, যেন সে কোনো অন্যায় অপকর্ম্মই করেনি। গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে ধনিষ্ঠা মাধবীকে বল্‌লে—একবার কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে পুরুত-ঠাকুরকে ডেকে পাঠা ত।

মাধবী বিরক্তস্বরে বলে' উঠ্‌ল—একদিন খাওয়া নষ্ট হয়েছে বলে' আর কদিন খাওয়া বন্ধ রেখে উপোষ কর্‌তে হবে তারই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বুঝি?

ধনিষ্ঠা হাসিমুখে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে' বলে' গেল—যা যা, তোর আর মোড়লি কর্‌তে হবে না।

ধনিষ্ঠা মুখ ধুয়ে গৌরীকে নিয়ে খেল্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল, কিন্তু গৌরীর মন কিছুতেই স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। জ্যাঠামহাশয়ের নিষেধ ও আপনার অপরাধ মনে পড়ে' তার মনটা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তার উপর ভয় ছিল, না জানি আবার কখন কি করে' ফেলে।

ধনিষ্ঠা ও গৌরীর খেলা কিছুতেই জম্‌ছিল না, অনল এসে তাদের অস্পষ্ট সঙ্কোচ থেকে অব্যাহতি দিলে। ধনিষ্ঠা অনলকে দেখে গৌরীকে বল্‌লে—চলো গৌরী, এবার আমরা পড়্‌তে যাই।

গৌরীর যেন স্বচ্ছন্দ-বিচরণের শক্তি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল, সে ধনিষ্ঠার হাতে পুতুলের মতন যেদিকে চালিত হচ্ছিল সেই দিকেই যাচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা ও গৌরী পড়্‌তে বসেছে, মাধবী এসে খবর দিলে—ভট্‌চায্যি মশায় এসেছেন।

ধনিষ্ঠার মুখ হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। সে কারো দিকে না তাকিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—তাঁকে ওদিকের দালানে বস্‌তে দিগে যা, আমি যাচ্ছি।

অনল জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আবার নূতন ব্রত নাকি?

ধনিষ্ঠা অনলের কথার শব্দ শুনে তার দিকে চোখ তুল্‌তে-তুলতেও তার প্রশ্ন শুনে চোখ না তুলে লজ্জিত হয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—"না, ব্রতট্রত কিছু নয়। আমি এখনি আস্‌ছি।" এই বলে' ধনিষ্ঠা সেখান থেকে উঠে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠা চলে' গেলে অনল গৌরীকে আদর করে' কোলের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা-মণি, সমস্ত দিন তোমার মার সঙ্গে কি কর্‌লে?

গৌরী মাতাল পিতার সন্তান; তার মার মেজাজও স্বামীর আচরণে ও অত্যাচারে বিশেষ মোলায়েম্‌ ছিল না; তাদের দুজনের যত খাম্‌খেয়ালি রাগ আর অভিমানের উৎপীড়ন আজন্ম তাকেই সহ্য কর্‌তে হয়েছে; এ-জন্যে গৌরী স্বভাবভীরু নিরুৎসাহ শান্তপ্রকৃতি হয়ে উঠেছিল; বয়সধর্ম্ম-অনুসারে সে মাঝে-মাঝে প্রফুল্ল ও আনন্দচঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে চাইত, কিন্তু বার-বারই একটা বাধা এসে তাকে নিরস্ত করে' দিয়ে যেত। এখানে এসে পরের কাছে অত্যাচারের পরিবর্ত্তে আদর পেয়ে সে অপরিচয়ের সঙ্কোচ উত্তীর্ণ হয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌তে-না-কর্‌তেই তাকে চারিদিক্‌ থেকে নিষেধের বেড়াজালে ঘিরে বিব্রত করে' তুলেছে। তাই

অনলের প্রশ্ন শুনে তার ভয় হ'ল—তার বাবা কাল তাকে বিশেষভাবে নিষেধ করে' দেওয়া সত্ত্বেও আজ সে নিজের গণ্ডী অতিক্রম করে' মায়ের খাওয়া নষ্ট করেছে, এই খবর তার বাবা পেলে তাকে হয়ত কোনো গুরু শাস্তি ভোগ করতে হবে। এজন্যে ভয়ে-ভয়ে সে বললে—আমি জানিনে, মা জানে।

গৌরীর এই উত্তর শুনে অনল কৌতুক অনুভব করলে এবং একটু হেসে গৌরীকে পড়াতে লাগল। ছেলেমানুষের মনস্তত্ত্ব তার জানা ছিল না, কাজেই গৌরীর উত্তরের অর্থ নিয়ে সে বেশী মাথা ঘামালে না।

ধনিষ্ঠা পুরুতঠাকুরের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'তেই সে জিজ্ঞাসা করলে—মা-জননী, আবাব কেন আমাকে স্মরণ করেছ? আবার কি নূতন ব্রত নিতে হবে? হিন্দু-শাস্ত্রের কোনো ব্রত কি তুমি বাকী রেখেছ?

ধনিষ্ঠা লজ্জিত হয়ে বললে—ব্রতের জন্যে নয়। একটা বিশেষ গোপন-কথা আপনাকে বলবার জন্যে ডেকেছি।

পুরুতঠাকুর আশ্চর্য্য হয়ে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। না জানি কি কথা সে শুনবে। বিস্ময়ে কৌতূহলে তার আয়ত চক্ষু ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছিল।

কথা বল্‌তে-বল্‌তে ধনিষ্ঠার কণ্ঠস্বর কুণ্ঠা ত্যাগ করে' কঠোর গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—এই গোপন কথা কেবল আমি জানি, আপনাকে জানাচ্ছি, আর তৃতীয় ব্যক্তি যদি কেউ জান্‌তে পারে তার জন্যে আপনি দায়ী হবেন। আপনি আমার এই গোপন কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্‌লে আমি পুরোহিত ত্যাগ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হবো না, আর……

পুরোহিত ভয় পেয়ে আম্‌তা-আম্‌তা কর্‌তে-কর্‌তে বলে' উঠ্‌ল—আমাকে অত করে' তোমার বল্‌তে হবে না মা, আমি কি……

ধনিষ্ঠা দৃঢ়স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়েছে; আমাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে; এর প্রায়শ্চিত্ত কি?

পুরোহিত বল্‌লে—এর প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য। ভোজনের পর মুখ প্রক্ষালন না করা পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদি অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজাতি-স্পর্শ ঘটে, তা হ'লে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। প্রাজাপত্য দ্বাদশদিবসীয় ব্রত। প্রথম তিন দিন কেবলমাত্র রাত্রিকালে বাইশ গ্রাস ভোজন; পরে তিন দিন দিবাকালে ছাব্বিশ গ্রাস মাত্র ভোজন; তার পরে তিন

দিন অযাচিতভাবে কারো কাছ থেকে ভোজ্য-বস্তু পেলে চব্বিশ গ্রাস মাত্র ভোজন; পরের তিন দিন উপবাস; উপবাসে অশক্ত হ'লে পয়স্বিনী ধেনু দান করতে হয়; তদভাবে ধেনু-মূল্য দেবার ব্যবস্থাও আছে।

ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করলে—মাথা মুড়োতে হবে কি?

ভট্টাচার্য্য বললে—না, স্ত্রীলোকের মস্তকমুণ্ডন করা বিধিসঙ্গত নয়—মিতাক্ষরা বলেছেন—'বিদ্বদ্-বিপ্র-নৃপ-স্ত্রীণাং নেষ্যতে কেশবাপনম্।' ভব-দেব ভট্ট বলেছেন—বপনং নৈব নারীণাম্।

মাথা নেড়া করতে হবে না জেনে ধনিষ্ঠার মন থেকে একটা মহাদুর্ভাবনা দূর হ'ল; গৌরী তাকে ছুঁয়ে দেওয়ার পরেই যেই তার মনে হয়েছিল, যে এই অনাচারের জন্যে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তখনই তার এ আশঙ্কাও মনে জেগে উঠেছিল যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লে তাকে মাথা নেড়া করতে হবে; প্রায়শ্চিত্ত চুপিচুপি করা যেতে পারে, কিন্তু নেড়া মাথা ত আর লুকিয়ে রাখা চলবে না; মাথা নেড়া করলে যে তাকে কুশ্রী দেখাবে, এজন্যে তার চিন্তা হয়নি, পাছে লোকে নেড়া মাথা করার কারণ জিজ্ঞাসা করে এই চিন্তাই তার প্রবল হয়ে আশঙ্কায় পরিণত হয়ে উঠেছিল; সে যে কঠোর নিষ্ঠার সহিত

হিন্দু বিধবার আচার রক্ষা কর্‌ছে এতে তার লজ্জা সঙ্কোচ বা গোপন কর্‌বার কোনো কারণই ছিল না, বরং এ সংবাদ প্রচার হ'লে তার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতিষ্ঠাই বেড়ে যেত, লোকের কাছে তার সম্মান অনেক বর্দ্ধিত হ'ত; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তার্হ অনাচার যার জন্যে ঘটেছে সেই গৌরী যে অনলের স্নেহপাত্রী।—গৌরী ছুঁয়েছে বলে' সে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছে জান্‌তে পার্‌লে অনল যদি ক্ষুণ্ণ হয়, মনে ব্যথা পায়, এই হয়েছিল তার ভয়। সেই ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধনিষ্ঠার মনের একটা ভার যেন নেমে গেল। ধনিষ্ঠা বল্‌লে—তার জন্যে যা-যা চাই সে-সব আপনি নিজে আনিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। কাল ভোরে এসেই আপনি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। আমি যে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি আর কেন কর্‌ছি তা আপনি ছাড়া আর কেউ জান্‌বে না।

পুরোহিত বল্‌লে—তা তা···আমাকে আর···তা হাঁ, ঐ-সব মেলেচ্ছ-টেলেচ্ছ নিয়ে ঘর করা কি তোমার পোষায়···

ধনিষ্ঠা দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—কি কর্‌ব বলুন, মাওড়া মেয়ে, তাকে যদি আমি না দেখি ত কে দেখ্‌বে···

পুরোহিত অম্‌নি গদ্‌গদকণ্ঠে বলে' উঠল—আহা

মার আমার কি দয়ার শরীর! মা যেন আমার সাক্ষাৎ জগদম্বা জগদ্ধাত্রী···

ধনিষ্ঠা পুরোহিতের কথা শোন্‌বার অপেক্ষা না করে' বল্‌লে—আপনি তা হ'লে এখন আসুন, আমার কাজ আছে।

ধনিষ্ঠা ফিরে এসে পড়্‌তে বস্‌ল। পড়া শেষ হ'লে অনল যখন বাড়ী যাবার জন্যে গৌরীকে কোলে করে' উঠে দাঁড়াল তখন ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—কাল সকালে আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে।

অনল জুতো পায়ে দিতে-দিতে বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

ধনিষ্ঠা মুখ না তুলেই সেই-রকম মৃদুস্বরে বল্‌লে—কাল আপনার মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল।

অনল হেসে বল্‌লে—আমি ত অন্নপূর্ণার সদাব্রতের নিত্য-নিমন্ত্রিত অতিথি! আমাকে আবার নূতন করে' নিমন্ত্রণ কর্‌বার কি দর্‌কার?

ধনিষ্ঠা মৃদু হেসে লজ্জিত ও নত মুখেই বল্‌লে—কাল আরো কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হবে কিনা···

অনল হাসিমুখেই বল্‌লে—আমাদের শাস্ত্রে বলে—বিশেষ পুণ্যের ফলে লোকের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়; সেটা

যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই গ্রামের ব্রাহ্মণদের দেখ্‌লে ; ব্রাহ্মণদের পুণ্যের জোরের পরিচয় কাল যে পাওয়া যাবে তার উপলক্ষ্যটা কি ?

ধনিষ্ঠা মুখ আর-একটু নত করে' বল্‌লে—উপলক্ষ্য পরকে খাওয়ানোর আনন্দ।

অনল হেসে বল্‌লে—আমরা ব্রাহ্মণেরা আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো পরকে খাওয়ানোর আনন্দের চেয়ে নিজে খাওয়ার আনন্দ কত বেশী !

ধনিষ্ঠা হাস্যোদ্ভাসিত-মুখ নত করে' নীরব হয়ে রইল। অনলের কৌতুকে তার মুখে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ফুটে উঠে ধনিষ্ঠার মুখে সলজ্জ আনন্দের আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ধনিষ্ঠাকে নীরব দেখে অনল গৌরীকে বল্‌লে—মা-মণি, তোমার মার কাছ থেকে বিদায় নাও।

গৌরী কলের পুতুলের মতন বলে' উঠ্‌ল—"মা ডিয়ার, গুড্‌ নাইট্‌!" সে মার কাছে এগিয়ে আর গেল না।

ধনিষ্ঠা লজ্জারুণ স্মিত মুখ গৌরীর দিকে তুলে লজ্জা-কুণ্ঠিত-স্বরেও পরিষ্কার অ্যাক্‌সেণ্ট্‌ দিয়ে ইংরেজিতে বল্‌লে—গুড্‌ নাইট্‌, মাই ডার্‌লিং গুড্‌ নাইট্‌!

গৌরীর সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্ত্তা বলায় ধনিষ্ঠার পঠিত ইংরেজির সামান্য জ্ঞান অপ্রত্যাশিত-রকম বর্দ্ধিত হয়েছে এবং উচ্চারণ সুশ্রাব্য হয়েছে দেখে খুশী হয়ে অনল প্রস্থান করলে।

*

* *

ধনিষ্ঠার আজ খাওয়াও নেই, আহ্নিক পূজাও নেই, কাল প্রায়শ্চিত্ত করে' শুদ্ধ হয়ে পূজা-আহ্নিক করবার অধিকার ফিরে পাবে; প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে উপবাসীই থাকতে হবে। তাই আজ তার আর কোনো কাজ নেই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থেকে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের দ্রব্যাদি এখনও এসে পৌঁছেনি। অনল চলে' গেলে ধনিষ্ঠা বাড়ীর পাশে একটি খোলা বারাণ্ডার ধারে গিয়ে চুপ করে' বসল। সে বসে'-বসে' দেখতে লাগল তার বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতাঘেরা উঁচু পাঁচিলের ওপারে সুবিস্তীর্ণ মাঠ; সবুজ মাঠের উপর শীত কালের পড়ন্ত-রৌদ্র ফিকে সোনালী আভা ছড়িয়ে দিয়েছে; এক পাল গরু নিবিষ্ট মনে খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে আর সৈন্যদলের সমতালে পা ফেলে চলে' যাওয়ার মতন একসঙ্গে অনেকগুলি ল্যাজ দুলিয়ে গায়ের মশা-

মাছি তাড়াচ্ছে ; মাঠের মাঝখানে পত্রহীন নিরাভরণ একটা শিমুল গাছের তলায় গুটি-কতক রাখাল ছেলে ডাণ্ডা-গুলি খেল্‌ছে ; মাঠটিকে চক্রাকারে ঘিরে রেলের লাইন উধাও হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে ; রেল-লাইনের ধারে-ধারে জোড়া-জোড়া লোহার খুঁটি আশ্রয় করে'-করে' টেলিগ্রাফের তার নীল আকাশের গায়ে আশ্‌মানি রঙের শাড়ির আঁজি-কাটা পাড়ের মতন দেখাচ্ছে ; একটা নীলকণ্ঠ পাখী তারের উপর চুপ করে' বসে' ছিল, একটা ফিঙে এসে তার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করাতেই নীলকণ্ঠ যেন বিরক্ত হয়ে তুটি নীল পাখা মেলে আকাশের একটি টুক্‌রার মতন ঠিক্‌রে উড়ে' গেল আর তার পাখার উপর পড়ন্ত রৌদ্র ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ল ; রেল-লাইনের ওপারে সর্‌ষে-ক্ষেতে হল্‌দে ফুলের ফরাস পাতা হয়েছে ; সর্‌ষে-ক্ষেতের পাশেই রেলের কুলিদের খান পাঁচ সাত নীচু-নীচু খোড়ো-ঘর, একখানা ঘরের চালের খানিকটা খড় ঝড়ে উড়ে' গেছে, সেখানটায় একখানা দর্‌মা চাপা দেওয়া রয়েছে ; একখানা ঘরের বেড়া নেই, কেবল খুঁটির মাথায় ঝুপ্‌সি তুখানা চাল আছে, সেইখানি ওদের গোয়াল-ঘর ; বাড়ীর পিছনে গোটা-কতক কলা-গাছ, ছিন্ন-বসন দরিদ্রের মতন শতছিন্ন পাতাগুলি শীতের হাওয়ায় হিহি

করে' কাঁপ্‌ছে ; কলা-গাছের পাশেই একটা কুল-গাছ ; কতকগুলি ছেলে ক্রমাগত লাঠি আর ঢিল ছুড়ে-ছুড়ে সেই কুল-গাছটির সহিষ্ণুতা আর দানশীলতার কঠোর পরীক্ষা কর্‌ছে ; সর্‌ষে-ক্ষেতের পাশেই গুটিকতক স্ত্রীলোক—একজন সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি হাতের নীচে হাত রাখ্‌ছে, ঐখানে বোধ হয় একটা কুয়ো আছে, ঐ কুয়ো থেকে ও জল তুল্‌ছে ; একটি মেয়ে ক্রমাগত ঝুঁক্‌ছে আর সোজা হচ্ছে—বোধ হয় সে কাপড় কাচ্‌ছে ; একটি মেয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এইবার সে ঝুঁকে একটা মাটির কলসী তুলে ডান কাঁখে কর্‌লে, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই কলসীর জলটা কপির ক্ষেতে ঢেলে দিলে, ক্রমাগতই জল ঢালা আর জল তোলা চল্‌ছে—এত পরিশ্রম করে' ওরা বাবুদেরকে দু-চার পয়সা দামের কপি খাওয়ায় ; কয়লার মতন কালো সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু এসে ক্ষেত্রে-জল-সেচনকারিণী মাতার কাপড় চেপে ধর্‌লে ; মা এই অল্প কারণেই বিরক্ত হয়ে শিশুর পিঠে এক কিল কষিয়ে দিলে ; ছেলেটিও অম্‌নি সেই ক্ষেতের মধ্যেই পা ছড়িয়ে বসে' পড়্‌ল, এবং দূর থেকে দেখ্‌তে এবং শুন্‌তে পাওয়া না গেলেও এটা অনুমান করা সহজ যে সে চীৎকারে গগন বিদীর্ণ কর্‌ছে ; ঝুপ্‌সি

ঘরের ভিতর থেকে স্বল্পবস্ত্রপরিহিত একটি পুরুষ হুঁকো হাতে করে' বেরিয়ে এল আর ছেলেটিকে নড়া ধরে' কোলে তুলে নিলে এবং তার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে' দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল; অল্পক্ষণ পরে ক্ষেত্রে জলসেচন সমাপ্ত করে' শিশুর মা শিশুর কাছে ফিরে এল এবং শূন্য কলসীটা মাটিতে নামিয়ে স্বামীর কোল থেকে ছেলেকে কোলে নিলে; শূন্য কলসীটা মুখ লুটিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌ল; সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' স্বামী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গৃহিণী গৃহে চলে' গেল। অল্পক্ষণ পরে একজন পুরুষ কাঁধের উপর একটি মাটির কলসা এক হাতে ধরে' অপর হাত একটি স্ত্রীলোকের কাঁধের উপর রেখে সেই কূয়োর ধারে এল—সে বোধ হয় অন্ধ, সেও বাড়ীর বা ক্ষেতের জন্য জল নিতে এসেছে! এইসব দেখে ধনিষ্ঠার মনটা গৌরীকে কাছে পাবার জন্যে উতলা হয়ে উঠ্‌ল; সে হতাশার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে শীতের সন্ধ্যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌ল। ছ'টার ট্রেন ঝড়ের মতন শব্দ তুলে চোখের সাম্‌নে দিয়ে ছুটে চলে' গেল; অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আলোকিত গাড়ীগুলি পরীস্থানের সৌন্দর্য্য-মায়া রচনা করে' অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

ধনিষ্ঠা অন্ধকারে একলা বসে'-বসে' ভাব্‌ছিল—আমার যদি একটা ছেলে কি মেয়ে থাকৃত! গৌরী যদি আমার মেয়ে হ'ত! গৌরী পরের মেয়ে হয়েছে, হোক, কিন্তু সে যদি মেলেচ্ছ না হ'ত! তা মেলেচ্ছ হয়েছে হয়েছে, তাকে আমি কখনই আমার কাছ-ছাড়া কর্‌তে পার্‌ব না।……

তার চিন্তায় বাধা দিয়ে মাধবী সেখানে এসে বলে' উঠ্‌ল—ও মা! আপনি এখানে বসে' রয়েছ, আমি সারা বাড়ী আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।……

ধনিষ্ঠা অন্ধকারের মধ্য থেকে উন্মনস্কভাবে বল্‌লে—কেন?

মাধবী বলে' উঠ্‌ল—রাত্তির হয়ে গেছে, পূজো আহ্নিক কর্‌বে কখন? দিনের বেলা খাওয়া হয়নি, শাগ্‌গির করে' কাপড় কেচে পূজো করে' নিয়ে কিছু খাবে চলো!

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—আজ আমি পূজোও কর্‌ব না, কিছু খাবোও না। বামুন-দিদিকে বল্‌গে আমার জন্যে আজ কিছুই কর্‌তে হবে না।

ধনিষ্ঠার উপোষ করা আজ নূতন নয়, কিন্তু পূজো বাদ দেওয়া নিতান্তই অভিনব ব্যাপার। তাই মাধবী

আশ্চর্য্য হয়ে বলে' উঠ্‌ল—সে কি মা! আজ পূজোও কর্‌বে না?

ধনিষ্ঠা শুধু বল্‌লে—না।

মাধবী অবাক্ হয়ে চলে' গেল। তার আর কথা জোগাল না।

ধনিষ্ঠাদের ঠাকুর-বাড়ীতে ঠাকুরের আরতি শেষ হয়ে কাঁসর-ঘণ্টার বাদ্য থেমে গেল, শঙ্খ বেজে উঠ্‌ল। শাঁখের শব্দ শুনে এক দল শেয়াল ডেকে উঠ্‌ল এবং শেয়ালের ডাক শুনে নানান্ দিক থেকে কতকগুলো কুকুর বিবিধস্বরে ডাক্‌তে আরম্ভ করে' দিলে। সে এক বিচিত্র সুর-সঙ্গত।

মাধবী আবার ফিরে এসে বল্‌লে—মেম্-দিদি-মণির জন্যে বিনোদা চারজন ঝি নিয়ে এসেছে।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—একটা আলো নিয়ে আয়, আর তাদেরও ডেকে নিয়ে এইখানেই আয়।

মাধবী চলে' গেল এবং ক্ষণকাল পরেই একটা তীব্রোজ্জ্বল আলো হাতে করে' সেইখানে ফিরে এল; তার পিছনে-পিছনে এল চারটি স্ত্রীলোক।

মাধবী আলোটা এনে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রাখ্‌লে। ধনিষ্ঠা সেই মেয়েগুলিকে অভ্যর্থনা করে' ডেকে বল্‌লে—এস।

ঝি-চারজন নিকটে এসে গড় হয়ে প্রণাম করে' ধনিষ্ঠার কাছ থেকে একটু তফাতে তটস্থ হয়ে বস্‌ল।

ধনিষ্ঠা তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে আরম্ভ করলে—তোমরা আমার কাছে থাক্‌বে? কি বলো? তা হ'লে সব কথাবার্ত্তা ঠিক করি।

—আপনি দয়া ছেদ্দা করে' ছিচরণে রেখ্‌লেই থাক্‌তে পারি।

—তোমাদের খাওয়া-পরা বাদে ছ'টাকা করে' মাইনে দেবো, তোমাদের সংসারের কোনো কাজ কর্‌তে হবে না। আমি একটি মেয়ে পুষ্যি নিয়েছি; সেটি আমাদের জাত নয়—সে মেমের মেয়ে। আমাদের হিন্দু-বিধবার ঘরে তাকে ত সব জায়গায় যেতে দেওয়া যায় না, সব-কিছু ছোঁয়া-নাড়া কর্‌তে দেওয়াও যায় না। সে ছেলে-মানুষ, তার ত এখনও জ্ঞানবুদ্ধি কিছুই হয়নি যে কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত বুঝ্‌তে পার্‌বে; তাই তাকে একটু আগ্‌লানো দর্‌কার; তোমাদের পালা করে' সমস্ত দিন এই কাজটি কর্‌তে হবে। তোমরা তাকে কেবল আদর-যত্ন করে' সাম্‌লে রাখ্‌বে, একটুও শাসন কর্‌তে পার্‌বে না। কেউ আমার মেয়েকে শাসন করেছ কি ভয় দেখিয়েছ যদি দেখি কি শুনি তা হ'লে তার চাকরি যাবে।......

—তা সব বিনোর কাছে শুনেছি মা, তুমি হচ্ছ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তোমার দয়ার শরীর !···

আগন্তুকদের স্তুতিবাদের প্রবাহে বাধা দিয়ে ধনিষ্ঠা বল্‌লে—মাধী, তুই এদের নিয়ে যা ; খাবার আর থাকবার ব্যবস্থা করে' দিস্—এরা বিনোদার ঘরেই ত শুতে পার্‌বে।

মাধবী বল্‌লে—হ্যাঁ, দরাজ ঘর, বিনোদা ত এক টেরে পড়ে' থাকে। এদের পাত্‌তে আর গায়ে দিতে কি দেবো ?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—আমি গিয়ে দেখে দিচ্ছি।

মাধবী ঝিদের বল্‌লে—তোমরা আমার সঙ্গে এস।

মাধবীর পিছন-পিছন পরিচারিকা চারজন চলে' গেল।

ক্ষণকাল পরেই মাধবী আবার ফিরে এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—অনেক ভারী করে' জিনিষ-পত্তর নিয়ে ভট্‌চায্যি-মশায় এসেছেন।

ধনিষ্ঠা কিছু না বলে' উঠে দাঁড়াল, এবং সেখান থেকে চল্‌ল। মাধবী লণ্ঠন তুলে নিয়ে তার সঙ্গে-সঙ্গে আলো দেখিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

*

* *

ধনিষ্ঠার প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গোপনে সাঙ্গ হ'য়ে গেল। বাড়ীর পরিজনেরা কেউ সন্দেহও কর্‌লে না যে এটা একটা প্রায়শ্চিত্ত-ব্যাপার; ধনিষ্ঠা নিরন্তর একটা-না-একটা পূজা-ব্রত কর্‌তেই আছে, এও তারই একটা মনে করে' কারো মনেই কোনো কৌতূহল জন্মেনি। ব্রাহ্মণেরাও যারা ভোজন করে' গেল তারাও উপলক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি, কারণ এমন সৌভাগ্য আজ-কাল তাদের প্রায়ই ঘটে' থাকে।

পাছে গৌরীর অসাবধানতায় ধনিষ্ঠাকে আবার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়, এবং বারম্বার প্রায়শ্চিত্ত লোকের কাছ থেকে গোপন করে' রাখ্‌তে না পারা যায় এই ভয়ে গৌরীকে নজরবন্দী করে' রাখ্‌বার ব্যবস্থা করা হয়েছে—চার চার জন দাসী সারা দিন তাকে চোখে চোখে রেখে পাহারা দিয়ে ফেরে; গৌরী যেখানে যায় তারা সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকে, গৌরী গণ্ডি-ডিঙোবার উপক্রম কর্‌লেই তারা পথ আগ্‌লে দাঁড়ায় এবং খেলা দিয়ে খেলনা দিয়ে কোলে তুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে তার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির

মধ্যে ফিরিয়ে আনে; গৌরী ঘুমিয়ে থাক্‌লেও দাসীরা তার কাছে পাহারা দিয়ে বসে' থাকে, সে যেন অতর্কিতে ঘুম থেকে উঠে কোনো অনাচার ঘটিয়ে না বসে।

গৌরী শিশু হ'লেও বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে তার বাবা আর মার স্নেহ-যত্ন অসীম হ'লেও তার স্বচ্ছন্দ-বিহারের চারিদিকে নিষেধের সীমা তাকে আবদ্ধ করে' রেখেছে। একদিকে স্নেহের প্রশ্রয়, অপর দিকে নিষেধের বাধা, এই দুই বিরুদ্ধশক্তির মাঝখানে পড়ে' গৌরীর স্বভাব সংগঠিত হ'তে লাগ্‌ল। গৌরী শান্ত, স্বল্পবাক্‌, চাপা, অথচ অভিমানিনী হ'য়ে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

*

* *

গৌরীর জন্যে কল্‌কাতার সাহেবের দোকান থেকে সাড়ে পাঁচ শ টাকা দাম দিয়ে বড় একখানা ঠেলা গাড়ী কিনে আনা হয়েছে। একদিন বিকালে গৌরী সেই ঠেলা-গাড়ীতে চড়ে' বেড়াতে বেরিয়েছে; একজন চাকর তার গাড়ী ঠেলে নিয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে আছে একজন দরোয়ান, গৌরীর খাস ঝি চার জনের একজন এবং পাহারাদারদের উপরও পাহারা দিবার জন্যে হুঁশিয়ার মাধবীকেও ধনিষ্ঠা পাঠিয়ে দিয়েছে। যেমন গাড়ীর

সাজসজ্জা বহুমূল্য, তেম্‌নি গাড়ীর আরোহীর সাজসজ্জাও বহুমূল্য সুসঙ্গত ও সুন্দর। গৌরীর সাম্‌নে গাড়ীতে কতকগুলি দামী পুতুল, ছোটো একটিন দামী বিস্কুট ও এক শিশি লজঞ্চুষ দেওয়া হয়েছে—রাস্তায় গিয়েও গৌরীর যেন কোনো বিষয়ে অভাব না হয়। গৌরী রামধনুর মতন সাতরঙ্গা রেশমী ছাতা মাথায় দিয়ে গাড়ীতে চল্‌তে-চল্‌তে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে' চারিদিকে দেখ্‌ছিল আর অন্যমনস্কভাবে কখনো বা একখানা বিস্কুট ও কখনো বা একটা লজঞ্চুষ মুখে দিচ্ছিল। ক্রমাগত বিস্কুট আর লজঞ্চুষ খেতে খেতে গৌরীর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। সে মাধবীকে বল্‌লে—মাধবী, আমি জল খাব।

জমিদারণীর পালিতা কন্যার ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে দাসী চাকর দারোয়ান সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল—বাড়ী থেকে এত দূরে এখন জল পাওয়া যাবে কোথায়?

মাধবী ভোলাবার স্বরে গৌরীকে বল্‌লে—বাড়ী ফিরে গিয়ে জল খেও, লক্ষ্মী দিদিমণি, কেমন?

গৌরী আপত্তির স্বরে বলে' উঠ্‌ল—আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে যে!

শান্ত গৌরীর স্বভাব ক্রমাগত বাধা ও নিষেধ সয়ে' সয়ে' এমন মৃদু ও ভীরু হ'য়ে উঠেছিল যে, তাকে আর-

একবার নিষেধ করলে প্রবল তৃষ্ণাও সে দমন করে' থাকতে পারত, কিন্তু মুনিবের আদুরে মেয়েকে একবারের বেশী বাধা দেবার সাহস চাকর-দাসীদের হ'ল না; তারা জলের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

গাড়ী-ঠেলা চাকর নফর মাধবীকে বললে—এখানে ত কোনো ভদ্দর লোকের বাড়ী নেই; এই ক'খানা বাড়ীর পরে চক্কত্তী-মশায়ের বাড়ী; সেখানে থেকে জল নিয়ে একটু খাইয়ে দাও না।

মাধবী চিন্তিত হ'য়ে বললে—খাইয়ে ত দেবো, কিন্তু কিসে করে' খাওয়াব?—ওরা কি গেলাস-বাটিতে একে জল খেতে দেবে?

গৌরীর ঝি বললে—মাটির ভাঁড় খুরি যদি না পাওয়া যায়, তা হ'লে আমি হাতে করে'ই খাইয়ে দেবো।

গৌরী এখন বাংলা কথা একটু-একটু বুঝতে পারছিল; সে তার পরিচারিকাদের কথাবার্তা অল্প-স্বল্প বুঝতে পেরে স্তব্ধ হ'য়ে গেল, সে কারণ বুঝতে না পারলেও এইটুকু আজকাল বুঝতে পারছিল যে, সে সকলের থেকে স্বতন্ত্র, লোকের তাকে ছুঁতে নেই, তার সর্ব্বত্র যেতে নেই, তার নিজের বাসন ছাড়া অন্যের বাসনে তার খেতে নেই, অন্যের বাসনে খেলে সেই বাসন ছুৎ হ'য়ে যায়

এবং সেগুলি ফেলে দিতে হয়, তার উচ্ছিষ্ট ছুঁলে লোকের নাইতে হয়। পরিচারিকাদের কথা শুনে তার পিপাসা দূর হ'য়ে গেল, কিন্তু শান্ত স্বল্পভাষিণী গৌরী মুখ ফুটে পরিচারিকাদের বল্‌তে পার্‌লে না তার আর জল খাবার দর্‌কার নেই, সে চুপ করে' বসে' রইল।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর সাম্‌নে গৌরীর গাড়ী দাঁড় করিয়ে মাধবী বাড়ীর ভিতরে গেল। তখন চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী পাঁচী নাম্নী কন্যার চুল বেঁধে দিচ্ছিল; সে মাধবীকে বাড়ীর ভিতরে আস্‌তে দেখেই পরম সমাদরের স্বরে বলে' উঠ্‌ল—এসো মাধী-দিদি, এসো। আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম তাইতে তোমার দর্শন পেলাম! আজ আমার কি ভাগ্যি!

মাধবী বল্‌লে—অমন কথা বোলোনি দিদি, ওতে যে আমার পাপ হবে। সারাদিন কাজের ঝঞ্ঝাটে থাকি, এমন একটু সময় পাই না যে এসে তোমাদের ছীচরণ দর্শন করি।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি পাঁচীর চুলের বিনুনি ফিরিয়ে খোঁপা বাঁধ্‌তে-বাঁধ্‌তে বল্‌লে—এসো বসো।

মাধবী বল্‌লে—আর বস্‌ব না দিদি, আমাদের কি ছাই বস্‌বার সময় আছে? মেম্‌-দিদিমণিকে নিয়ে আজ এই দিকে বেড়াতে এসেছিলাম...

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠ্ল—তোদের বিবির বাচ্চাটি কোথায়? একদিনও ত তাকে চোখে দেখ্লাম না। একদিন তাকে আন্তে পারিস্?

মাধবী বল্লে—সে ত তোমাদের বাড়ীর দরজায় গাড়ীতে বসে' আছে, তার জল-তেষ্টা পেয়েছে……

মাধবীর কথা সমাপ্ত হবার অপেক্ষা না করে'ই চক্রবর্ত্তী-গিন্নি মেয়ের খোঁপা-বাঁধা ছেড়ে এক ছুটে বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে গৌরীকে দেখ্তে লাগ্ল। সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচীও মার কাছে ছুটে গিয়ে দরজার সাম্নে দাঁড়িয়ে হাঁ করে' অবাক্ হয়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে রইল; তার আধ-ফেরানো অসম্বদ্ধ খোঁপাটা চল্কে কাঁধের উপর ঝুলে' পড়েছিল, কিন্তু সেদিকে মা বা মেয়ে কারো লক্ষ্যই ছিল না।

দু'জন লোক বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে এসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে অবাক্ হ'য়ে তাকে দেখ্ছে, এতে গৌরী অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্ছিল; সে মনে-মনে বল্ছিল—"এরা চলুক, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলুক, আমি জল খেতে চাই নে, জলতেষ্টা আমার পায় নি।" কিন্তু সে মুখ ফুটে একটি কথাও বল্তে পার্ছিল না, সে একবার করে' দর্শিকাদের দেখ ছিল আর পরক্ষণেই দৃষ্টি নত কর্ছিল।

মাধবী চক্রবর্ত্তী-গিন্নির কাছে ফিরে এসে বল্‌লে—মেম্‌-দিদিমণির তেষ্টা পেয়েছে, তাই তোমাদের বাড়ীতে একটু জল খাওয়াতে নিয়ে এসেছি।

মাধবীর এই কথা কানে না তুলে চক্রবর্ত্তী-গিন্নি বল্‌লে—তোরা মেম্‌-সাহেব ছোঁয়া নাড়া করে' সব জয়জয়-কার কর্‌ছিস্‌ ত?

মাধবী প্রতিবাদ করে' একটু গর্ব্ব-মিশ্রিত স্বরে বল্‌লে—আমাদের রাণী-মাকে কি তোমরা তেম্‌নি পেয়েছ? তাঁর আচার বিচার নিষ্ঠা কত!

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি প্রতিবাদ করে' বলে' উঠ্‌ল—আরে রেখে দে তোর আচার বিচার! সেই গপ্পে বলে না—আহা মা-ঠাক্‌রুণের কি নিষ্ঠে!—তাই আর কি!

মাধবী ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌ল—তোমরা কি আমাদের রাণী-মাকে তেম্‌নি ভাবো?

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—দেশসুদ্ধ লোক যা ভাবে তার আর কথায় কাজ কি? বড়লোক বলে' লোকে ভয়ে···

মাধবী চক্রবর্ত্তী-গিন্নির কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—ও-সব কথা থাক্‌। একটু জল দাও, দিদিমণিকে খাইয়ে নিয়ে যাই।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি জিজ্ঞাসা করলে—তোদের সঙ্গে গেলাস-বাটি কিছু আছে? তোদের মতন ত আমরা মেলেচ্ছর এঠো নিয়ে ঘটুঘটাতে পারব না—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের জাতের ভয় আছে।

মাধবী বিরক্ত হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—জাতের ভয় শুধু তোমাদেরই নয়, আমাদেরও আছে; মেম-দিদিমণির ঘর বিছানা বাসন চাকর দাসী সব আলাদা; চাকর-দাসীরাও ছোঁয়া-নাড়ার পর নেয়ে-ধুয়ে তবে নিজেরা খাওয়া-দাওয়া করে। মাটির নতুন শরা-টরা কিছু-একটা থাকে ত তাইতে করে' জল দাও।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে একখানা নূতন শরা নিয়ে ধুয়ে জল ভরে' নিয়ে এল! ছোঁয়া যাবার ভয়ে জলভরা শরাখানি মাধবীর সাম্‌নে দূরে রেখে দিয়ে সে হেসে বললে—আজকাল শরার দামও বড় আক্রা হ'য়ে গেছে—এক পয়সায় দুখানা বই শরা পাওয়া যায় না। তোমাদের রাণীমাকে বোলো আমার শরার দাম পাঠিয়ে দিতে খাজাঞ্চিকে যেন হুকুম দেন।

মাধবী জলের শরা তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলে' গেল—তা বলব।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নি মুখ শিঁটুকে বল্‌লে—ইস্! বড়লোকের

ঝি-মাগীদেরও দেমাক্ দেখ না! ওরা মনে করে ওরাও এক-একজন যেন এক-একটি নবাব কি বেগম! আয় পাঁচী, তোর চুলটা জড়িয়ে দিই। উনি এখনি কাছারী থেকে আস্‌বেন, ওঁর জল-খাবার তৈরী কর্‌তে হবে।

মাধবীর মন চক্রবর্ত্তী গিন্নির উপর বিরক্তিতে ভরে' উঠে ছিল, সে বাড়ী ফিরে গিয়ে চক্রবর্ত্তী-গিন্নির সব কথা ধনিষ্ঠাকে বল্‌তে একটুও দেরী কর্‌লে না।

ধনিষ্ঠা নীরবে সব কথা শুনে অনুত্তেজিত অথচ দৃঢ় স্বরে শুধু বল্‌লে—তুই চক্রবর্ত্তী-গিন্নিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লি-নে কেন, যে, তার বাড়ীর সমস্ত জিনিস কার দেওয়া আর কার পয়সায় কেনা?

ধনিষ্ঠা সেখান থেকে উঠে নিজের আপিস-ঘরে চলে' গেল এবং সে নিজের নাম-ছাপা কাগজ তিনখানা টেনে নিয়ে সদ্যশেখা বড় বড় অক্ষরে প্রথম কাগজখানায় লিখ্‌লে—

শ্রীযুক্ত ম্যানেজার-বাবুর সমীপে নিবেদন—

শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমি কল্যকার তারিখ হইতে বরখাস্ত করিলাম। নোটিসের বদলে এক মাসের বেতন তাঁহাকে অগ্রিম দিয়া কর্ম্ম হইতে বিদায় দেওয়া হউক।

শ্রী ধনিষ্ঠা দাসী

দ্বিতীয় কাগজখানিতে ধনিষ্ঠা লিখ্‌লে—

খাজাঞ্চির প্রতি—

আমার পালিতা কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবীকে জল খাইতে দেওয়ার জন্য একখানা শরার দাম মবলগে আধ পয়সা (৻২৷৷) শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুধন্যা দেবীকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিয়া রসিদ লওয়া হউক।

শ্রী ধনিষ্ঠা দাসী।

তৃতীয় কাগজখানিতে ধনিষ্ঠা লিখ্‌লে—

শ্রীযুক্ত কারকুমার প্রতি—

আমি গ্রাম-ভোজন করাইতে চাহি। সম্ভব হইলে কালই। ইহার আয়োজন করিয়া গ্রামের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে যেন নিমন্ত্রণ করা হয়—কেবল শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইবে না—ভবিষ্যতেও কখনো যেন ভ্রমক্রমেও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা না হয়।

শ্রী ধনিষ্ঠা দাসী।

তিনটি হুকুম লেখা হ'লে ধনিষ্ঠার টেবিলের উপরের ডাক-ঘণ্টা আজ বড় জোরে কড়া আওয়াজে বেজে উঠ্‌ল।

দু'জন চাকর দু'দিক থেকে দৌড়ে এল।

ধনিষ্ঠা তাদের একজনের হাতে হুকুম তিনখানা দিতে দিতে বল্‌লে—কাছারীর ছুটি এখনো বোধ হয় হয়ে যায় নি। এই তিনখানা চিঠি চট্‌ ক'রে' নিয়ে গিয়ে ম্যানেজার-বাবুকে দিয়ে আয়।

চাকর চিঠি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এই হুকুম তিনখানি পেয়ে অনল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে সাধনকে ডেকে সেই হুকুম তিনখানি দেখ্‌তে দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—চক্রবর্ত্তী মশায়, ব্যাপার কি?

সাধনের মুখ শুখিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল, সে বল্‌লে—আজ্ঞে আমি ত কিছু জানিনে, আমি ত সারাদিন কাছারীতেই আছি; আমার স্ত্রীর কোনো অপরাধে আমার উপর এই দণ্ডাদেশ হয়েছে।

অনল বুঝ্‌তে পার্‌লে গৌরীকে নিয়ে এই গণ্ডগোলটির সৃষ্টি। গৌরীকে উপলক্ষ্য করে' কারো কোনো অনিষ্ট হ'লে তার জন্যে লোকে তাকেই দায়ী করবে এই ভেবে অনল বল্‌লে—আমি কর্ত্রী-ঠাকরুণকে বলে' কয়ে এই আদেশ প্রত্যাহার করাতে চেষ্টা করব……

সাধন ব্যাকুল হ'য়ে হাত জোড় করে' বল্‌লে—দোহাই আপনার ম্যানেজার-বাবু, আমাকে রক্ষা করুন, ব্রাহ্মণস্ত

ব্রাহ্মণো গতিঃ ; আমার এই চাকরিটুকু গেলে ছেলেপিলে নিয়ে……

অনল চিন্তান্বিতভাবে বল্‌লে—আমাকে বেশী কিছু বল্‌তে হবে না, আমিও গরীব, অভাবের কষ্ট যে কী ভয়ানক তা আমি জানি। আমার যথাসাধ্য আমি আপনার জন্যে চেষ্টা করব। তবে এইটুকু মনে রাখ্‌বেন যে, আমিও চাকর, কর্ত্রীর হুকুম পালন করতে বাধ্য।

সাধনের মুখের উপর একসঙ্গে ক্রোধ অবিশ্বাস আর বিদ্রূপের ছায়া পতিত হ'ল, সে বল্‌লে—আপনি যা বল্‌বেন তাই হবে, আপনি জোর করে' বল্‌লে রাণী-মা আপনার কথা ঠেল্‌তে পার্‌বেন না।

অনল গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমি ত আপনাকে বলেইছি যে আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

সাধন আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অনল বল্‌লে—আমাকে আর-কিছু বল্‌বার আপনার দরকার নেই। আমি এখনি অন্দরে যাচ্ছি·· ···

অনল অন্দরে গিয়ে দেখ্‌লে পড়ার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ধনিষ্ঠা আর গৌরী বসে' আছে, ধনিষ্ঠার সাম্‌নে ইংরেজি বই এবং গৌরীর সাম্‌নে বাংলা বই খোলা আছে দেখে

অনলের মনে হ'ল তারা দুজনে দুজনকে পাঠের সাহায্য কর্‌ছিল, অনলকে আস্‌তে দেখেই তারা থেমেছে। অনলকে আস্‌তে দেখেই তারা দুজনে হাসিমুখে তার দিকে তাকালে ; অনলও হাসিমুখে এগিয়ে এসে তার নির্দ্দিষ্ট আসনে বস্‌ল। অনল বসে'ই বল্‌লে—পড়া আরম্ভ কর্‌বার আগে একটু বিষয়-কর্ম্ম আছে, সেটুকু সেরে ফেল্‌লে হয়।

বিষয়কর্ম্ম যে কি তা কতকটা বুঝ্‌তে পেরে ধনিষ্ঠা মুখ রাঙা করে' বল্‌লে—কি বলুন।

অনল গৌরীর দিকে ফিরে বল্‌লে—মা গৌরী, তুমি একটু খেলা করে' একটু পরে এসো, আমাদের এখন একটু অন্য কাজ আছে।

ধনিষ্ঠার মুখ আরো লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে মুখ ফিরিয়ে সেখানে উপস্থিত গৌরীর দাসীকে চোখের ইঙ্গিত করে' গৌরীকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে বল্‌লে।

গৌরী চলে' গেলে অনল বল্‌লে—আমি সাধন-বাবুর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।

ধনিষ্ঠা মাথা নত করে' বইয়ের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে মৃদুস্বরে বল্‌লে—কি বলুন।

অনল বল্‌লে—সাধন এমন কি অপরাধ করেছে যার

জন্যে বেচারার চাক্‌রি যায়? আপনার হুকুম দেখে আমার অনুমান হচ্ছে গৌরীকে নিয়ে একটা-কিছু কাণ্ড হয়েছে। গৌরীর জন্যে কারো অনিষ্ট হ'লে লোকে আমাকে দায়ী ও দোষী কর্‌বে। সুতরাং আমার জন্যে গৌরী-সংক্রান্ত অপরাধগুলি আপনাকে অনুগ্রহ করে' মার্জ্জনা কর্‌তে হবে।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' থেকেই মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—গৌরী কি শুধু আপনারই, আমার কেউ নয়?

অনল লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—গৌরী সম্পূর্ণই আপনার। কিন্তু লোকে অন্তরের সম্পর্ক অপেক্ষা জন্মগত সম্পর্কটাকেই বড় করে' দেখে,—যার জন্যে বামুনের ছেলে মূর্খ হয়ে'ও পূজ্য হয়, আর শূদ্রের ছেলে সুপণ্ডিত হ'য়েও উচিত সম্মান লাভ করে না।

ধনিষ্ঠা কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে মাথা তুলে বল্‌লে—সেই চিঠি তিনখানা আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন, আমি ভেবে চিন্তে যা হয় কর্‌ব।

অনল পকেট থেকে সেই তিনখানা হুকুম বার করে' ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রাখ্‌লে।

ধনিষ্ঠা হুকুম তিনখানির মধ্য থেকে সাধনকে বর্‌খাস্ত

করার হুকুমখানি তুলে' নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে বল্‌লে—কেবল আপনার খাতিরে সাধনকে তার চাকুরিতে বহাল রাখ্‌লাম; কিন্তু আর-দুটি হুকুম আমি প্রত্যাহার কর্‌তে পার্‌ব না, আপনি আমাকে প্রত্যাহার কর্‌তে অনুরোধ কর্‌বেন না।

অনল ধনিষ্ঠার দৃঢ়তা দেখে আর-কিছু অনুরোধ কর্‌তে পার্‌লে না, সে নীরবে অবশিষ্ট হুকুম দুখানি তুলে' পকেটে রাখ্‌লে।

শিক্ষক ও ছাত্রী উভয়ের মনের উপরেই অপ্রীতিকর চিন্তার ছায়াপাত হওয়াতে সেদিনকার পাঠ তেমন জম্‌ল না।

সাধনের প্রতি দণ্ডাদেশের খবর পরদিন সমস্ত গ্রামময় ছড়িয়ে পড়্‌ল। ভূতের ভয়ে গা যেমন ছম্‌ছম্ করে, সমস্ত গ্রাম তেম্‌নি একটা অব্যক্ত ভয়ে ও বিরক্তিতে ছম্‌ছম্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

দিন দুই পরে গ্রামের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে যেদিন নিমন্ত্রণ করা হ'ল সেদিন একেবারে উত্থানশক্তিরহিত দু-একটি রোগী ছাড়া আর সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে এল,—যাদের শরীর অসুস্থ, নিমন্ত্রণ খেলে পীড়া-বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তারা না এসে থাক্‌তে পার্‌লে না, পাছে

তাদের না-আসাটা সাধনের প্রতি সহানুভূতি বলে' বিবেচিত হ'য়ে তাদেরকেও সাধনের দলভুক্ত করে' ফেলে —পীড়া-বৃদ্ধির আশঙ্কার চেয়ে জমিদারণীর রোষের উৎ-পীড়ন-বৃদ্ধির আশঙ্কা তাদের কাছে প্রবলতর হ'য়ে উঠেছিল।

* *

সাধন চক্রবর্ত্তীর শাস্তিতে সমস্ত গ্রাম রোষে ক্ষোভে ভয়ে থম্‌থম্‌ করছিল। দুর্ব্বলের অবলম্বন নিন্দা কুৎসা করে' যে কেউ মনের ঝাল মিটিয়ে নেবে সে সাহসও কারো হচ্ছিল না। কিন্তু সকলেরই মনের মধ্যে বিচিত্র কল্পনায় অনল ও ধনিষ্ঠা কুৎসার কালীতে কলঙ্কিত হয়ে উঠছিল। সকলেরই দুর্দ্দম বাসনা অন্ততঃ ইঙ্গিতেও কথাটাকে প্রকাশ করে' মনটাকে একটু হাল্কা করে' নেয়; কিন্তু যার কাছে বল্‌বে সে যে কোনো সূত্রে সেই কথাটি অনল তথা ধনিষ্ঠার কানে পৌছে দেবে না তার বিশ্বাসই বা কি? কেউ কাউকে বিশ্বাস করে' কিছু বল্‌তে পারছিল-না বলে' কেউ সহজে নিশ্বাস ফেল্‌তেও পারছিল না।

সবচেয়ে রাগ হয়েছিল সাধন চক্রবর্ত্তীর। হবারই কথা। তারা ব্রাহ্মণ; ম্লেচ্ছকে যদি গেলাস-বাটিতে জল খেতে দিতে না পেরে থাকে তাতে তাদের এমন কি অপরাধ হয়েছে যে তার জন্যে তার চাক্‌রী যায়? হলোই বা সে ম্লেচ্ছ ছেলেমানুষ, ম্যানেজারের ভাইঝি, আর জমিদারণীর পোষ্যকন্যা।

সাধন নিজের স্ত্রীর কাছে প্রাণ খুলে যে-সব কথা চাপা-গলায় রোজই আলোচনা কর্‌তে আরম্ভ করেছিল, তার মধ্যে কল্পনা একেবারে উদ্দাম হয়ে তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছিল। তারা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল যে, অনলের সুপারিশেই সাধনের চাক্‌রীটুকু এখনো বজায় আছে।

অনল অথবা গৌরীকে দেখ্‌লেই একজন আর-এক-জনের দিকে অর্থভরা দৃষ্টিতে একবার তাকায়, একের চোখ থেকে চাপা হাসি অপরের চোখে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু কেউ একটু টুঁ শব্দও করে না।

সাধনের শাস্তিতে অনল অত্যন্ত কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করেছিল; কিন্তু সে যে সাধনের চাক্‌রীটি বজায় রাখ্‌তে পেরেছে, এই আত্মপ্রসাদে তা'র আত্মগ্লানি অনেকখানি চাপা পড়ে'ও গিয়েছিল।

ধনিষ্ঠাও রাগের ঝোঁকে জেদের বশে সাধনকে শাস্তি

দিয়ে বেশ স্বস্তি অনুভব করছিল না; সে কিছু শুনতে না পেলেও অনুমান করতে পারছিল যে, তার এই শাসনে গ্রামের আর কেউ না হোক তো অন্ততঃ সাধন সপরিবারে তার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে: এবং সাধনের পক্ষে যে গ্রামে আর একজনও নেই এও তো হ'তে পারে না। কিন্তু তার উপরে বিরক্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যে তার একটুও নিন্দা করছে না এইতেই ধনিষ্ঠার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যদি কেউ ঘৃণাক্ষরেও তার নিন্দা করত তা হ'লে তার কৃপা ও প্রসাদ পাবার লোভে সে খবর কেউ না কেউ ঠিক তার কানে পৌঁছে দিত; কিন্তু তা যখন আজ পর্যন্ত হয়নি তখন ধনিষ্ঠার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, হয় গ্রামশুদ্ধ সকলেই তার নিন্দায় যোগ দিয়েছে, নয়তো কেউই কিছু নিন্দা করছে না। সকলেই যদি নিন্দা থেকে বিরত হয়ে থাকে তা হ'লে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারের কারণ নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে দণ্ড পাবার ভয় ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। ধনিষ্ঠার এক-একবার মনে হ'তে লাগল অনলকে অথবা মাধবীকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ তার কিছু নিন্দা করছে কি না। কিন্তু তার অহঙ্কার তাকে সেই কৌতূহল প্রকাশ করতে বাধা দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু তার কৌতূহল

হয়েছিল বলে'ই তার মন সকলের আচরণ ও বচন-সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিল; সে জানলার খড়্খড়ির পাখী তুলে বাইরে পথের উপর দৃষ্টি পেতে বসে' বসে' সকলকে লক্ষ্য কর্‌ত; তার মনে হ'তে লাগ্‌ল লোকে গৌরীকে দেখ্‌লে হয় বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে, নয় মুখ টিপে হাসে, আর নয় তো তাকে পরিহার করে' তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে' চলে' যায়। কিন্তু ধনিষ্ঠা নিজের মনকে বোঝাতে লাগ্‌ল, তার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে বলে'ই সে নিজের সন্দেহ ও কল্পনাকে অপরের উপর আরোপ কর্‌ছে, বাস্তবিক কারো ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ধনিষ্ঠা যখন অপ্রকাশ্য কৌতূহলে ও সন্দেহে দোমনা হয়ে অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিল, তখন একদিন হঠাৎ তার কাছে গ্রামবার্ত্তা মূর্ত্তি ধারণ করে' এসে উপস্থিত হ'ল।

সেই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণী বিধবা বাস করে, সে গ্রামের ছেলেবুড়ো বৌ-ঝি সকলেরই সর্‌কারী জানো-দিদি। সে ঝাড়া চার হাত লম্বা, মোটা-সোটা, আঁটসাঁট, বলিষ্ঠ; মুখখানা তোলো হাঁড়ির মতন, ঠোঁটের উপর দিব্য গোঁফের সমারোহ, চিবুকে স্থানে স্থানে দু-এক গুচ্ছ দাড়িরও চিহ্ন দেদীপ্যমান; তার কণ্ঠস্বর

গম্ভীর কর্কশ; মেজাজ কড়া এবং স্পষ্টভাষিণী বলে' গ্রামে তার বিশেষ খ্যাতি আছে ও সেইজন্য সকলেই তাকে বেশ-একটু ভয় করে' চলে। তাকে দেখ্‌লেই মনে হয় ভগবান তাকে পুরুষ গড়্‌তে-গড়্‌তে রঙ্গ দেখ্‌বার খেয়ালে তাকে মেয়ে করেছিলেন। তার বয়স যে কত তা তার চেহারা দেখে আন্দাজ করা শক্ত; তার যে-রকম আঁটালো চেহারা,তাতে তাকে পঞ্চাশের বেশী বয়সের মনে করা কঠিন; কিন্তু নিজে সে কখনো বয়সের হিসাব না দিলেও গ্রামের বৃদ্ধতম লোককেও নাম ধরে' ডাকে এবং সকলকেই সে হ'তে দেখেছে ও কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছে এমন খবর সে প্রায়ই কারণে-অকারণে ঘোষণা করে' থাকে। তাই সে সকলেরই জানো-দিদি, সম্ভ্রম ও ভয়ের পাত্রী। তার জানো নামটি জানকী অথবা জাহ্নবী বা জানোয়ার কোন্ শব্দের অপভ্রংশ তা শব্দতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় হ'লেও গ্রামের লোক তা নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামায়নি, তারা আচণ্ডাল ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানো-দিদি বলে'ই নিশ্চিন্ত। জানো-দিদি ব্রাহ্মণ বলে' সকলের পূজনীয়া, সকলের চেয়ে বয়সে বড় বলে' মাননীয়া, স্পষ্টবাদিনী রুক্ষপ্রকৃতি বলে' বিভীষণা। জানো-দিদি বিধবা নিঃসন্তানা নিরাত্মীয়া; লোকে বলে

তার হাতে বেশ দু-পয়সা পুঁজি আছে, এবং কতকগুলি শিষ্য-সেবক থাকাতে তার একার খোরাক-পোশাকের জন্য কিছুই ভাবতে হয় না; তার বাড়ীটি নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমির উপর, সুতরাং জমিদারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। এইসব কারণে জ্ঞানো-দিদি ভয় কাকে বলে তা জানে না; সে সকলের কাছে সমান মুখফোঁড় আর বে-পরোয়া, জমিদারকে পর্য্যন্ত সে উচিত কথা শুনিয়ে দিতে পারে বলে' জোর গলায় স্পর্দ্ধা করে' বেড়ায়। এ-হেন জ্ঞানো-দিদি কিছুদিন গ্রামে অনুপস্থিত ছিল—শিষ্য-বাড়ী ও তীর্থস্থান পর্য্যটনে বেরিয়েছিল। একদিন বিকালে ধনিষ্ঠা গৌরীকে নিয়ে পড়তে বস্‌বার আয়োজন করছে, এমন সময় বিপুল-কলেবরা জ্ঞানো-দিদির আবির্ভাব হ'ল; প্রয়াগ থেকে সদ্য প্রত্যাগমনের সাক্ষীস্বরূপ তার প্রকাণ্ড মাথাটি নেড়া; মাথায় কাপড় নেই; যেন কোনো পালোয়ান কুস্তির আখড়ায় এসে অবতীর্ণ হচ্ছে।

জ্ঞানো-দিদিকে দূর থেকে আস্‌তে দেখেই ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। জ্ঞানো ধনিষ্ঠাকে প্রথম সম্ভাষণ করে' বল্‌লে—ঐ দূর থেকেই পেন্নাম করো, যে মেলেচ্ছ নিয়ে জয়-জয় করছ।

ধনিষ্ঠা জ্ঞানো-দিদির প্রথম সম্ভাষণেই বুঝতে পার্‌লে

যে জাঁদ্‌রেল জ্ঞানো-দিদি যুদ্ধার্থিনী হয়েই তার বাড়ীতে শুভাগমন করেছেন। দর্পিতা ধনিষ্ঠার প্রফুল্ল মুখ তৎ-ক্ষণাৎ কঠোর হয়ে উঠ্‌ল, সে গম্ভীরভাবে বল্‌লে—আমি প্রণাম কর্‌তে উঠিনি জ্ঞানো-দিদি, মাথা কি যার-তার কাছেই নোয়ানো যায়!

এতবড় স্পর্দ্ধার কথা জ্ঞানো-বামনীর মুখের সাম্‌নে কেউ কখনো বল্‌তে সাহস করেনি, তাই সে এই কায়েতনীর কথা শুনে একেবারে থ হয়ে গেল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ দমে' থাক্‌বার পাত্রী নয়, সে হুতুমথুমো পাখীর মতন গম্ভীর গলায় বলে' উঠ্‌ল—তা তুমি আজ কাল যে-রকম বিবি সাহেব হয়ে উঠেছ, তাতে তোমার কাছে বেরাহ্মন-কন্যাও যে-সে হবেই তো? সেদিনকের একরত্তি মেয়ে, গাল টিপ্‌লে দুধ বেরোয়, উনি চান জ্ঞানো-বামনীকে ডিঙিয়ে চল্‌তে! ওলো ছুঁড়ি, তোর শ্বশুরকে আমি হ'তে দেখেছি·········

ধনিষ্ঠা এবার হেসে বল্‌লে—তাতে কি? ঘুঘুডাঙার অশথ-গাছটাও ত অনেক-কেলে, অনেককেই ও হ'তে দেখেছে; তা হ'লে ত তাকেও পেন্নাম কর্‌তে হয়।

জ্ঞানো বলিল—এও তোমার মেম-সাহেবের মতন কথা হলো। আশদ-গাছ হলেন সাক্ষাৎ ভগমান, বিষ্টুর

অবতার; তাকে পেন্নাম কর্‌লে উচ্ছন্ন যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে যে! তা বলি নাত্‌-বৌ, এত অহঙ্কার দপ্পহারী সন না। একে ভরা যৈবন, তায় এক্সার টাকা হাতে পড়েছে, ধরাখানাকে শরাখানা ভাব্‌চ। কিন্তু ভগমান্‌ তো আর সাধন চক্কত্তী নয় যে তোমার চোখ-রাঙানীতে ভয় পাবে! জানো-বামনীই ডরায় না! তা দপ্পহারী মধুসূদন ত অনেক দূরের কথা!

সাধন চক্রবর্ত্তীর উল্লেখ শুনে ধনিষ্ঠা কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌ল; তার মনে হ'ল এই সব-জান্তা জানোর কাছ থেকে গাঁয়ের অনেক খবর শুন্‌তে পাওয়া যাবে; তাই সে জানোর অভিসম্পাত গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে হেসে বল্‌লে—তা জানো-দিদি, এতদিন পরে তীর্থিধম্ম করে' এলে, সেই-সব কথা বলো শুনি; তা না বাড়ীতে পা দিয়েই গাল-মন্দ দিতে সুরু কর্‌লে। তা আমাকে গাল দিয়ে আর কর্‌বে কি? আমার না স্বামী, না পুত্তুর। বিষয়? সেও তো আমার নয়—যাঁর বিষয় তিনি উইল করে' রেখে গেছেন—আমি যদি পুষ্যিপুত্তুর না নিই, তা হ'লে সমস্ত বিষয় দিয়ে এই গাঁয়ে ছেলেদের কলেজ, মেয়ে-স্কুল, হাঁস্‌পাতাল, অন্নছত্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে; পুষ্যিপুত্তুর আমি নেবো না; যাঁর সম্পত্তি তাঁর ইচ্ছা-অনুসারে খয়রাত কর্‌বার আয়োজন

হচ্ছে—তুমি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব খবরই জানো, এও শুনেছ বোধ হয়।

জানো অনুভব করতে লাগল, আজ তার যাত্রাটা বড় অশুভক্ষণে হয়েছে; সে বার-বার এই একরত্তি মেয়ের কাছে হেরে যাচ্ছে। সে একটু দমা স্বরে বললে—হ্যাঁ তা তো সবই শুনেছি। দান ধ্যান বেরতো ধর্মও খুব করছ শুনছি; কিন্তু তার সঙ্গে আবার মেলেচ্ছ ছোঁয়া-নাড়া করছ, কেউ যদি তোমার মতন মেলেচ্ছ যজাতে না পারছে তাকে অপমান করছ, এ-সব কি ভালো হচ্ছে ভাই?

ধনিষ্ঠা হেসে বললে—জানো-দিদি, তোমার তিরস্কার আর উপদেশ তো অল্পক্ষণে শেষ হবে না, তা একটু বসলে হ'ত না?

জানো যখন কথা বলে, তখন মনে হয় সে যেন এক-মুখ খাবার চিবতে-চিবতে কথা বলছে; সে ভারী গলায় বললে—তুমি তোমার বাড়ীময় যে মেলেচ্ছ মেড়ে রেখেছ তা বসি কেমন করে' ভাই, আমাদের তো ইহকাল-পর-কালের ভয় আছে।

ধনিষ্ঠা প্রফুল্লমুখে বললে—কিন্তু ম্লেচ্ছ-মাড়া বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তো আছ, বসলেই কি যত দোষ? মাধী, জানো-দিদিকে পুজোর ঘর থেকে একখানা আসন এনে বসতে দে।

মাধবী আসন আন্‌তে গেল। ধনিষ্ঠা জ্ঞানোকে আগ বাড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরঘরের দালানে চল্‌ল। মাধবী আসন এনে পেতে দিলে। জ্ঞানো আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এ-আসন সেই মেয়েটা ছোঁয়-টোঁয়নি তো?

ধনিষ্ঠা কিছু বল্‌বার আগেই মাধবী বলে' উঠ্‌ল—না গো না। শুধু কি তোমারই জাতধম্ম আছে, আর সবাই খুইয়ে বসেছে! কোমর বেঁধে যাকে নিন্দে কর্‌তে এসেছ তার দিকে একবার চেয়ে দেখো দেখি—কি ছিরি, কি হয়েছে! বের্‌তো উপোষ আর দিনে-রাতে দশ বার চান কর্‌তে-কর্‌তে যে শরীর পাত কর্‌ছে তাকে নিন্দে কর্‌তে একটু মুখে আট্‌কায় না!

জ্ঞানো আজকে পদে-পদেই অপ্রতিভ হচ্ছে; তবু সে ভ্রূকুটি করে' বল্‌লে—ওরে বাস্‌ রে! একেবারে ডাল-কুত্তা! মাধী তুই খাসা খোসামোদ কর্‌তে শিখেছিস্‌।

মাধবী ঝঙ্কার দিয়ে বলে' উঠ্‌ল—এর আর খোসা-মোদ কি? সত্যি কথা বল্‌লে আবার খোসামোদ করা হয় নাকি? গাঁয়ের কোন্‌ চোখখেকো চোখখাকী মিথ্যে বল্‌বে বলুক দেখি!

মাধবীর কথায় ধনিষ্ঠা লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে গম্ভীর

কঠোরস্বরে বল্‌লে—মাধী, তুই এখান থেকে যা।………
জানো-দিদি, তুমি বোসো।

মাধবীর চলে' যাবার কোনো লক্ষণ না দেখে জানো তার দিকে চেয়ে বল্‌লে—বলি ও বড়-মানুষের ঝি, শুধু আমায় বস্‌তে দিলে, তোমার মুনিবকে একটা কিছু বস্‌তে দাও।

মাধবী মাথা দুলিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বল্‌লে—মুছ! কাকে বস্‌তে দেবো আমার মাথা আর মুণ্ডু। শয্যে ত্যাগ করে' বসে' আছেন! বিধবা তো ঢের লোক হয়, কিন্তু……

ধনিষ্ঠা ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে মাধবীর দিকে চেয়ে রূঢ়স্বরে বল্‌লে—মাধী, আমি বল্‌ছি তুই এখান থেকে যা।

মাধবী ধনিষ্ঠার মুখ দেখে আর সেখানে থাকৃতে সাহস পেলে না, সে প্রস্থান কর্‌লে।

ধনিষ্ঠা জানোর সাম্‌নে মাটিতে বস্‌ল।

জানোর মন ধনিষ্ঠার কৃচ্ছ্রব্রতের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে নরমস্বরে বল্‌লে—তা নাত-বৌ, এত কাণ্ড কর্‌ছ যদি তবে ঐ একটু খুঁত কেন রেখেছ ভাই?

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' মাটিতে আঙুল বুলোতে-

বুলোতে বল্‌লে—কি করবো বলো জানো-দিদি, মেয়েটা মাওড়া, ওকে আমি না দেখ্‌লে শুন্‌লে.........

জানো ধনিষ্ঠার কথা শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে'ই বলে' উঠ্‌ল—তা মেয়েকে দেখ্‌ছ দেখো, কিন্তু মেয়ের জেঠাকে নিয়ে অত মাতামাতি করাটা কি ভালো হচ্ছে? তোমার সকল ব্রতের প্রধান দানের পাত্তর ঐ অনল; তোমার ম্যানেজার ঐ অনল; তোমাকে পড়াবার ম্যাষ্ট্যার ঐ অনল! ঐ অনল ছোঁড়া ছাড়া কি দেশে আর লোক নেই; মেমের মেয়েটা অনলকে বলে বাবা, আর তোমায় বলে মা...এই বা কেমন ধারা?

জানো ধনিষ্ঠার মুখের ভাব দেখ্‌বার ও বক্তব্য শোন্‌বার জন্যে চুপ করলে। কিন্তু ধনিষ্ঠা মুখ খুব নীচু করে' নীরবে যেমন বসে' ছিল তেম্‌নি বসে' রইল। তার মুখ গম্ভীর চিন্তাকুল হয়ে উঠেছিল।

ধনিষ্ঠাকে নিরুত্তর নতমুখী দেখে জানো মনে মনে খুশী হয়ে উঠ্‌ল এই ভেবে যে মুখরা দর্পিতা ধনিষ্ঠাকে সে এইবার কাবু করে' এনেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—লোকে তোমাদের ভয় করে। একজন জমিদারণী মুনিব, আর-একজন ম্যানে-

জার; তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বল্‌তে লোকের সাহসে কুলোয় না। তার পর আবার সাধন চক্কত্তীর অবস্থা দেখে সবাই আরো ভড়্‌কে গেছে। কিন্তু লোকের মুখই যেন বন্ধ করলে, মন তো আর তোমাদের শাসন মান্‌বে না।······

জানো আবার চুপ করলে, যদি ধনিষ্ঠা কিছু বলে। ধনিষ্ঠাকে তখনো নিরুত্তর নতমুখী দেখে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—তুমি মেয়েমানুষ, তায় বিধবা, তোমার আবার লেখাপড়া শেখ্‌বারই বা কি দরকার······

ধনিষ্ঠা এবার কথা বললে—জমিদারীর কাগজপত্তর···

জানো ধনিষ্ঠার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—জমিদারীর কাগজ-পত্তর দেখাশোনা সই করা তো রাজকুমারের আমলেও তুমিই করেছ, তখন তো লেখা-পড়া না জানাতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

ধনিষ্ঠা আবার নীরব হয়ে মুখ নত করে' বস্‌ল।

জানো বল্‌তে লাগ্‌ল—লোকে তো বল্‌তে পারে না, কিন্তু সবাই মনে করছে, তোমার এইসব বেরুতো-ফেরুতো হয়েছে শাগ দিয়ে মাছ ঢাকা······

এই সময় গৌরী সেইখানে ছুটে এসে মা বলে' ধনিষ্ঠাকে ডেকেই জানোকে দেখে থম্‌কে দাঁড়াল। সঙ্গে-

সঙ্গে গৌরীর পাহারাওয়ালী দাসী ছুটে এসে তাকে ধরে' ফেল্‌লে, যদিও তখন তাকে ধর্‌বার আর কোনো দর্‌কার ছিল না।

ধনিষ্ঠার কানে সেই একাক্ষর ডাকটি এসে পৌঁছতেই তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, সে গৌরীর সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বল্‌লে—ডোণ্ট্ কাম্ হিয়ার ডার্লিং, হিয়ার্‌'স্ এ স্কেয়ার-ক্রো!

গৌরী ভয়ে ভয়ে জানোর দিকে এক-একবার তাকাতে তাকাতে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, হু ইজ্ হি?

ধনিষ্ঠা জানোর দিকে না তাকিয়ে গৌরীকে যেন অন্য কথা বল্‌ছে এম্‌নি ভাব দেখিয়ে বল্‌লে—ইট ইজ নট হি ডার্লিং, ইট ইজ্ শি!

এই কথা বলেই কৌতুকভরে ধনিষ্ঠা খিলখিল করে' হেসে উঠল। কিন্তু মার অমন হাসি সত্ত্বেও গৌরী হাস্‌তে পার্‌লে না, তার শিশুমনে প্রশ্ন উঠ্‌তে লাগ্‌ল নেড়া-মাথা বিপুল-বপু ঐ ব্যক্তি কেমন করে' শি হ'তে পারে? তার স্বল্প অভিজ্ঞতায় সে যত স্ত্রীলোক দেখেছে, কারো সঙ্গে তো এর একটুও সাদৃশ্য সে খুঁজে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ছিল না।

গৌরীর ঝি গৌরীকে বল্‌লে—ঠাকুর-ঘরের দালানে আমাদের উঠ্‌তে নেই, চলো আমরা খেলিগে।

গৌরী আড়চোখে জানোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখান থেকে চলে' গেল।

গৌরীর দাসীর কথা শুনে জানো বুঝ্‌তে পার্‌লে যে গৌরীকে ঠাকুর-দালানে উঠ্‌তে দেওয়া হয় না। সেদিক্ থেকে ধনিষ্ঠাকে কিছু বল্‌বার মতন খুঁত না পেয়ে সে বল্‌লে—তুই তো একেবারে মেমের মতন ইংরিজি বল্‌তে শিখেছিস, নাত-বৌ! এইবার বিয়ে কর্‌লেই হয়।

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় ও রাগে লাল হয়ে উঠ্‌ল, সে আত্মসম্বরণ করে' কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ, শীগ্‌গিরই হবে জানো-দিদি, স্বয়ম্বরা হয়ে বর ঠিক করে' রেখেছি··· তোমার নাত-জামাইকে তোমার মনে ধর্‌বে তো?

জানো ঢং করে' বল্‌লে—তা আর মনে ধর্‌বে না ভাই, অমন সোনার চাঁদ নাত-জামাই······

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—বরের নাম তো মুখে আন্‌তে নেই, তবু তোমাকে চুপিচুপি বলি······

জানো মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—সে আর বল্‌তে হবে না ভাই, জানাই আছে······

ধনিষ্ঠা কৌতুকহাস্যে ঝলমল কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—জানা আছে তো নিশ্চয়ই। তাতে আবার তোমার নাম জানো—তুমি জানো না কি? তবু তোমায় বলি—তার নাম যম! এ নাত-জামাইকে কি মনে ধর্‌বে তোমার?

জানো ছুঁদে দজ্জাল হ'লেও তার একটি দুর্ব্বলতা ছিল, সে যমের নাম বর্‌দাস্ত কর্‌তে পার্‌ত না। সে সকলের চেয়ে বয়সে বড় হ'তে চাইত, কিন্তু মর্‌তে চাইত না, সে যেন অমর। তাই সে ধনিষ্ঠার কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে' উঠে বল্‌লে—তুই যার নাম কর্‌লি শীগ্‌গির তার বাড়ী যা······

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—স্বয়ম্বরা হয়ে তো বসে' আছি; বর এলেই ঘর-বসত কর্‌তে যাবো। তুমি আমায় বরের বাড়ী রাখ্‌তে যাবে তো?

জানো আসন ছেড়ে উঠে পড়ে' সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে চেঁচাতে লাগ্‌ল—সেই চুলোর দোরে তোর সাতগুষ্টি যাক, যারা তোর ভালোবাসার তারা তোর সঙ্গে যাক·········.

জানো চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠার মুখ আবার গম্ভীর চিন্তাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সে যেখানে বসে' ছিল সেইখানে বসে'ই রইল।

খানিকক্ষণ পরে মাধবী এসে খবর দিলে—মা, ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা ভারী গলায় বল্‌লে—তাঁকে বল্‌গে আমার যেতে একটু দেরী হবে।

মাধবী শঙ্কিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ধনিষ্ঠার দিকে চেয়ে চলে' গেল, সে ভাব্‌লে—নিশ্চয় ঐ জানো-বাম্‌নী কিছু বলে' গেছে। আচ্ছা আমি দেখে নেবো মন্দা মাগী কতবড় দজ্জাল।

মাধবী চলে' যেতেই ধনিষ্ঠা ঠাকুর-ঘরে ঢুকে চোখ বুজে হাত জোড় করে' স্তব্ধ হয়ে বস্‌ল।

*

* *

পনেরো বিশ মিনিট পরে ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরকে যখন গড় হয়ে প্রণাম কর্‌লে তখন তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজলও ঠাকুরঘরের মেঝের উপর গড়িয়ে পড়্‌ল। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে জোর করে' প্রসন্নতা টেনে এনে তার মুখ উজ্জ্বল করে' তুল্‌লে। তার পর সে যেখানে অনল গৌরীকে পড়াচ্ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত

হল। অনল তার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ধনিষ্ঠা একমুখ হেসে বল্‌লে—জানো-দিদি এসেছিল তাই পড়্‌তে আস্‌তে দেরী হয়ে গেল।

অনল হেসে বল্‌লে—দেরী করে' আসার জন্যে আমার ছাত্রীর জরিমানা মাপ করে' দেওয়া গেল; কিন্তু দেরী করার জন্যে তাঁকে কন্‌ফাইণ্ড্ থাকৃতে হবে। কেমন?

অনলের এই ঘনিষ্ঠভাবের কথায় ধনিষ্ঠা লজ্জা পেয়ে চুপ করে' গেল, অনলও তার লজ্জায় লজ্জা বোধ কর্‌লে। কিন্তু তাদের দুজনকে রক্ষা কর্‌লে গৌরী। সে খিলখিল করে' বলে' উঠ্‌ল—বাবা, আজ একটা স্কেয়ার-ক্রো দেখেছি, সেই 'আজব দেশ' বইয়ের কাগ-তাড়ুয়া; ওটা অর্দ্ধেক হি, অর্দ্ধেক শি!

অনল মনের অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধনিষ্ঠার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে—এ যে কমলাকান্তের সমস্যা দেখ্‌ছি—চন্দ্র, তুমি হি না শি! সেই কাগতাড়ুয়া পদার্থটি কি?

ধনিষ্ঠা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বল্‌লে—জানো-দিদিকে দেখে ঐ কথা বল্‌ছে।

অনল ধনিষ্ঠার কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌ল।

গৌরী অনলের হাসিতে উৎসাহিত হয়ে বলে' উঠ্‌ল—বাবা, মা সেই কাগতাড়ুয়াটার কাছে বসে' ছিল…

অনলকে বাবা সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী মা বলে' ধনিষ্ঠার উল্লেখ করাতে ধনিষ্ঠার আবার মনে পড়্‌ল জানোর কথা এবং অমনি তার মুখ আরক্ত ও কর্ণমূল উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল; পাছে অনল, তার কাছে অকারণ, ধনিষ্ঠার এই লজ্জার বিকাশ দেখ্‌তে পায়, সেই আশঙ্কায় ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে গৌরীকে বল্‌লে—নাও গৌরী, তোমার গল্প রাখো; পড়ে' নাও, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে……

ধনিষ্ঠার এই কথায় অনলের মনে পড়্‌ল সন্ধ্যাকালে ধনিষ্ঠা জপ পূজা কর্‌তে ব্যাপৃত হয়। তাই সে বল্‌লে—আজ দেরী হয়ে গেছে, আজ না হয় পড়া বন্ধ থাক……

কথা বল্‌তে বল্‌তে অনল ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থাম্‌ল, তার মনের মধ্যে ঈষৎ আশা ও গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল যে ধনিষ্ঠা এখনি পড়া বন্ধ কর্‌তে চাইবে না, সে অনলের কথায় আপত্তি করে' তাকে আরো কিছুক্ষণ থাক্‌তে বল্‌বে। কিন্তু অনল অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে ধনিষ্ঠা কিছুমাত্র আপত্তি ত তুল্‌লেই না, বরং তার মুখে সম্মতির স্মিতহাস্য ফুটে উঠ্‌ল। অনল ক্ষুণ্ণ মনে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল।

অনল ধনিষ্ঠাকে তখনও নীরব থাকতে দেখে সেও নীরবে যেখানে জুতো খুলে রেখে এসেছিল সেইখানে গেল, এবং যেদিকে সে এসেছিল সেইদিকে জুতোর মুখ ফিরানো ছিল বলে' সে সেইদিকে ফিরে জুতো পরতে লাগ্‌ল। এতে সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেই দাঁড়িয়েছিল। ধনিষ্ঠা মুখ তুলে অনলের দিকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং অনল জুতো পরা শেষ করে' গমনোদ্যত হতেই ধনিষ্ঠা কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গিয়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বল্‌লে—দেখুন,............

অনলের পিঠের অর্দ্ধেকটা ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেছিল; সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে তার মুখের দিকে চাইল।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—কাল থেকে আমার পড়ার আর সুবিধা হবে না.........

অনল বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে ধনিষ্ঠার মুখের উপর উৎসুক দৃষ্টি ফেলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল—সে ভেবে পাচ্ছিল না ধনিষ্ঠার অকস্মাৎ পাঠ বন্ধ করার কি কারণ হতে পারে—তার কি কোনো ত্রুটি বা অপরাধ ঘটেছে?

অনলের মনের আশঙ্কা মুখে ফুটে উঠ্‌তে দেখেই বোধ হয় ধনিষ্ঠা বল্‌লে—আমার ব্রত নিয়ম পূজো অর্চ্চা নিয়ে

আমি আর পড়াশুনার সময় পাই না ; তাতে লেখাপড়াও হয় না, পুজো অর্চ্চারও ব্যাঘাত ঘটে। ইহকাল ত খুইয়ে বসে'ই আছি, দেখি পরকালে এর চেয়ে কিছু সুবিধা হয় কি না.........

এ কথার উত্তরে অনল আর কি বল্‌বে ? যুবতী সুন্দরী ধনশালিনী ধনিষ্ঠার মুখে এই নির্ব্বেদ হতাশার উক্তি শুনে অনলেরও অন্তর দুঃখভারাতুর হয়ে উঠ্‌ল। সে বিষণ্ণ-বদনে চলে' যাবার উপক্রম কর্‌ছে, ধনিষ্ঠা আবার বল্‌লে —সমস্ত দিন আপিসের খাটুনির পর পড়াতে আপনারও খুব কষ্ট হয়.........

অনল তো এতদিন এ খবর জান্‌ত না, সেই কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আশু সম্ভাবনাতেও সে বিশেষ আনন্দ অনুভব কর্‌লে না। সে উদাসনেত্রে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—গৌরীকে পড়াবার জন্যে স্কুলের হেড্‌মাষ্টার আর হেড্‌পণ্ডিত দুজনকেই কাল থেকেই নিযুক্ত করে' দেবেন............

এবার অনল কথা বল্‌লে—গৌরীর জন্যে আর পৃথক্ মাষ্টারের কি দরকার, আমিই তো......

ধনিষ্ঠা অনলের কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—আপনি

তো দেখ্‌বেনই ; কিন্তু আজকাল বিষয়-সম্পত্তির নতুন ব্যবস্থা করা নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাক্‌বেন ; আমাদের জন্যে গৌরীর লেখাপড়ার কোনো ব্যাঘাত হতে দেওয়া উচিত হবে না। গৌরীর মাষ্টারদের মাইনে আমি আমার মাস-হারা থেকে.........

অনল লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—মাষ্টারের মাইনে দেওয়ার কোনো কথাই আমার মনে হয় নি। গৌরী আপনার মেয়ে.........

ধনিষ্ঠার মুখের উপর দিয়ে একটা লাজের আভা খেলে গেল।

অনল বল্‌তে লাগ্‌ল—আপনি যা আদেশ কর্‌বেন তাই হবে।

ধনিষ্ঠা একটু চুপ করে' থেকে বল্‌লে—জমিদারীর কাগজ-পত্তর সই করাবার জন্যে আপনাকে আর কষ্ট করে' আস্‌তে হবে না......

এই কথা বলে' ফেলেই ধনিষ্ঠার মনে হল এটা যেন নিষেধের আদেশের মতন শোনাল ; তাই সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—আপনি প্রধান ম্যানেজার, আপনি কাগজপত্তর সই করাতে আসেন এটা ভালো দেখায় না ; ও কাজটাও কাল থেকে পেশকার হরকান্ত-বাবুকে কর্‌তে বল্‌বেন......

হরকান্ত ধনিষ্ঠার শ্বশুরের আমলের অতিবৃদ্ধ কর্ম্মচারী ;

ধনিষ্ঠার সাবধানতা সত্ত্বেও অনলের মনে হ'ল কাল থেকে এ বাড়ীতে তার কি প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে নাকি।

অনলের মুখের উপর সন্দেহের ছায়াপাত হতে দেখেই ধনিষ্ঠা অনুমানে তার মনের ভাব বুঝে নিয়ে বল্লে—কেবল যে-সব কাগজপত্তর আমাকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার মনে করবেন সেইগুলি আপনি নিজে নিয়ে আসবেন—আর আমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আপনাকে খবর পাঠালে আপনি অনুগ্রহ করে' একবার পায়ের ধূলো দেবেন·········

ধনিষ্ঠার এই কথা শুনে অনলের মনের সন্দেহ অনেকখানি দূর হয়ে গেল ; তার মন আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

ধনিষ্ঠাকে চুপ করে' যেতে দেখে অনল "যে আজ্ঞে" বলে' প্রস্থান করলে।

অনল চলে' যেতেই ধনিষ্ঠার বুক ঠেলে চোখ ফাটিয়ে কান্না ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিল। সে জোর করে' কান্না চেপে কম্পিতকণ্ঠে গৌরীকে বল্লে—মা মণি, তুমি খেয়ে শোও গে যাও ; আমি পূজো করে' আসি······

গৌরী নীরবে ঘাড় নেড়ে তার দাসীর সঙ্গে তার ঘরে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে লুটিয়ে পড়্‌ল। আজ জ্ঞানোর কথায় সে জান্‌তে পেরেছে তার এতদিনকার অনাবিষ্কৃত মনের অবস্থা। তার যে কেন কান্না আস্‌ছে এ কথা মনে কর্‌তেও তার লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল, তাই সে গোপনেও কাঁদ্‌তে পার্‌ল না, নিজের লজ্জাতেই সে নিজেকে সম্বরণ করে' নিলে।

কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে থেকে মাধবীর কথা ধনিষ্ঠার কানে গেল—মা, পুরুত-ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুরের আরতির সময় বয়ে যাচ্ছে যে!

ধনিষ্ঠা ধড়মড করে' উঠে আবার গড় হয়ে ঠাকুরকে একটি প্রণাম কর্‌লে এবং উঠে দরজার খিল খুলে দরজা খুলে দিলে।

পুরোহিত আর মাধবী দেখ্‌লে প্রশান্ত দেবীপ্রতিমার মতন ধনিষ্ঠা ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল কর্‌ছে। সে যে কি কঠোর শাস্তি আজ নিজেকে দিয়েছে তার কেউ একটু আভাসও টের পেলে না।

ধনিষ্ঠা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুরোহিতকে প্রণাম করে' বল্‌লে—ঠাকুর মশায়, আমি এ বছর সাবিত্রী-ব্রত নেবো।

পুরোহিত বল্‌লে—তা বেশ। কিন্তু তার তো মা এখনো অনেক দেরী আছে, সে তো সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে…

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' বল্‌লে—হ্যাঁ তা জানি ; তবু আপনাকে আগে থাকৃতেই বলে' রাখ্‌লাম।

পুরোহিত এ কথার উত্তরে কি যে বল্‌বে ঠিক করৃতে না পেরে কিছু একটা বল্‌তে হবে বলে'ই বল্‌লে—তা আমি এ কথা মনে রাখ্‌ব মা।

ধনিষ্ঠা ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে' গেল।

পুরোহিত ঠাকুরের আরতি করৃবে বলে' ঠাকুর-ঘরে ঢুক্‌ল।

*

* *

অনল ধনিষ্ঠার কাছ থেকে এসেই স্কুলের হেড্‌-মাষ্টার আর হেড্‌-পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করৃতে গেল ; সে জানৃত ধনিষ্ঠা যা বলে তাই তার আদেশ, এবং সে আদেশের নড়চড় প্রায়ই হতে দেখা যায় না। অনল তাঁদের বল্‌লে—এতদিন আমিই রাণীর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে পড়াতাম ; রাণী আর কাল থেকে পড়্‌বে না…বড়লোকের

সখ দু' দিনেই মিটে গেল, তাই তাঁর হুকুম হয়েছে গৌরীর শিক্ষার ভার অনুগ্রহ করে' আপনাদের নিতে হবে...

অনল গৌরীর শিক্ষক নিযুক্ত করে' বাসায় ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রেই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে কাল থেকে রাণী আর অনলের কাছে পড়্‌বেন না। অনলের কাছে ধনিষ্ঠার পড়ার ব্যাপারটা গ্রামের সকল লোকের মনে এমনি একটা প্রবল কৌতুকের প্রধান ঘটনা হয়েছিল। কিন্তু যে যার কাছ থেকে এই খবরটা শুন্‌লে তাকে কেবল অর্থভরা দৃষ্টিতে একবার বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই নিরস্ত থাকৃতে হল, বক্তা বা শ্রোতা কেউ রসালাপের বিলাস সম্ভোগ কর্‌তে সাহস কর্‌তে পার্‌লে না। কেবল সাধন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খবর শুনে মুচ্‌কি হেসে চাপা গলায় বল্‌লে—এত শীগ্‌গির পিরীত চটে' গেল ?

সাধন বিদ্যাসুন্দর থেকে পদ্য আওড়ে বল্‌লে—

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥"

খবরটা জানোর কানেও গেল। সে ধনিষ্ঠার উপর চটে' গিয়ে কি বলে' তার কুৎসা রটাবে তারই গল্প রচনায় প্রবৃত্ত ছিল; কিন্তু এই খবরে তার সব কল্পনা ভেস্তে গেল।

সে মনে মনে বুঝ্‌তে পার্‌লে তারই কথার অপ্রত্যাশিত ফল এই আকস্মিক ব্যাপার। যদি গ্রামের লোকের সন্দেহ সত্য হত তা হলে ধনিষ্ঠার মতন কড়া ও বেপরোয়া স্বাধীনা জমিদারনী আর নিরাত্মীয় নিরাতঙ্ক ম্যানেজার অনল কখনো এত সহজে বিচ্ছেদ ঘটাতে স্বীকৃত হত না। জানো ধনিষ্ঠার উপর রাগ ভুলে গিয়ে গাঁয়ের লোকদের উপর চটে' গেল ; সে নিজের মনে মনে বল্‌লে—গাঁয়ের লোক-গুলোর এমন পাজি পচা মন যে এমন লোকদেরও মন্দ সন্দেহ করে! হোক না একবার সকাল, কাল আমি সব মুখপোড়া মুখপুড়ীদের মজা টের পাইয়ে দেবো না!

ধনিষ্ঠা প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান সমাপন করে' পূজা কর্‌তে বসে, এবং সূর্য্যোদয়ের পর গৌরীর জাগ্‌বার সময় হলে সে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনার পরদিন প্রভাতে সে যখন ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন অন্য দিনের চেয়ে বিলম্ব হয়ে গেছে ; সে বাইরে এসে দেখ্‌লে মাধবী তাদের পড়্‌বার জায়গায় বিছানা পাড়্‌ছে। ধনিষ্ঠা মাধবীকে ডেকে বল্‌লে—মাধী, আজ থেকে এখানে আর বিছানা পাড়্‌তে হবে না…

ধনিষ্ঠার কথার আওয়াজ শুনে মাধবী তার দিকে

চোখ ফিরিয়েই কপালে করাঘাত করে' ক্ষুব্ধ স্বরে বলে' উঠ্‌ল— আঃ আমার পোড়া কপাল! ও করেছ কি?

ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি স্খলিত ঘোম্‌টা মাথায় তুলে দিয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে মাধবীর আক্ষেপকে চাপা দিয়ে নিজের পূর্ব্বারব্ধ কথার জের টেনে বল্‌লে—আজ থেকে আমি আর পড়্‌ব না। গৌরীকে স্কুলের মাষ্টার-মশায়রা পড়াতে আস্‌বেন; বার-বাড়ীর সিঁড়ির উপরের ঘরটা গৌরীর পড়ার ঘর হবে…

মাধবী ধনিষ্ঠার কথা শুনেও না শোনা ভাবে পাড়া-বিছানা তুলে ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌লে—তুমি কী কাণ্ডখানা করেছ মা? অমন রেশমের মতন চুলগুলো কোন্ প্রাণে তুমি কেটে ফেল্‌লে?

ধনিষ্ঠা ঈষৎ হেসে বল্‌লে—গৌরীর চুল বাঁধ্‌বার গুছি নেই…

মাধবী আবার কপালে করাঘাত করে' বল্‌লে—আমার মাথা আর মুণ্ড! কাকে বোকা বোঝাচ্ছ মা! মেম-দিদি-মণির চুল হল কটা ভুট্টার কেশরের মতন, আর তোমার চুল হল কালো রেশমের ঝালরের মতন; তোমার চুলের গুছি দিয়ে মেম-দিদিমণির চুল বিননী কর্‌লে দিব্যি শঙ্খচূড় সাপের মতন দেখ্‌তে হবে!

কাল জানো ধনিষ্ঠাকে তার মনেরও অগোচর অনলের প্রতি প্রসক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে ধনিষ্ঠা সমস্ত রাত জেগে নিজের অন্তরের অনুসন্ধান আর হৃদয়ভাবের বিশ্লেষণ করেছে; সেই সূত্রে তার হঠাৎ মনে হল প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে গিয়ে সে চুল কাট্‌তে হবে বলে' ভয় পেয়েছিল সেও তো ঐ অনলের কাছে তাকে কুশ্রী দেখাবে মনে করে'। তা হলে জানো যে সন্দেহ প্রকাশ করে' গেছে তা তো সত্য। এই কথা মনে হতেই রাত্রেই ধনিষ্ঠা বিছানা থেকে উঠে কাঁচি দিয়ে সমস্ত চুল গোড়া থেকে পুঁচিয়ে কেটে ফেল্‌লে। নিজের মনের কাছেও অস্বীকৃত সেই লজ্জার কথা চাপা দেবার জন্যে ধনিষ্ঠা হেসে মাধবীর কথার জবাব সেরে দিয়ে বল্‌লে—তুই বার-বাড়ীর রাস্তার ধারের কোণের গোল ঘরটায় আমার পূজো কর্‌বার সব জোগাড় করে' দিস। আমি আজ থেকে সেই ঘরে পূজো কর্‌ব···

মাধবী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন, ঠাকুর-ঘরে কি হল?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—পূজারী-ঠাকুর যখন পূজো করেন তখন আমি ত সে ঘরে পূজো কর্‌তে পারি না; অনেক সময় আমি পূজো কর্‌তে বস্‌তে না বস্‌তে তিনি এসে পড়েন, আমাকে তাড়াতাড়ি···

মাধবী বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—এর নাম তোমার তাড়াতাড়ি পুজো সারা। সেই ভোরবেলা ঠাকুর-ঘরে ঢোকো আর সাতটা-আটটা বাজ্‌লে বেরোও; তার পর আবার দুপুরবেলা আছে, সন্ধ্যাবেলা আছে···

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—ভগবানকে ডাকার কি সময় অসময় আছে রে! তাঁকে অষ্টপ্রহর···

মাধবী মাথা নেড়ে বল্‌লে—তাইতে লেখাপড়া পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে একেবারে সারাক্ষণ ঐ এক পূজা-অর্চ্চা নিয়েই থাক্‌তে হবে! আহার নিদ্রা তো ত্যাগ করেইছ, একটু সময় তবু লোকে বাইরে দেখ্‌তে পেত, এখন থেকে আর······

ধনিষ্ঠা মাধবীর বক্‌নি থামিয়ে সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে বল্‌লে—দেখিগে গৌরীর মুখ ধোওয়া জামা পরা হয়েছে কি না······দেখ্‌ মাধী, আমার ঘরের পাথরের ঘড়ীটা পুজোর ঘরে দিস······

মাধবী নিজের মনে গজর গজর করে' বকৃতে বকৃতে বল্‌তে লাগ্‌ল—যাই দেখি গে, বামুন-দিদির নাওয়া হয়েছে কি না; পুজোর জো করে' রাখাই গে······এখন আলাদা ঘরে পুজোর জো হবে, সে ঘর থেকে তো টেনে বার করাই দায় হবে······এমন অত্যাচারে শরীর আর

কদিন টিকবে? মানুষের শরীর তো!………ঢের ঢের বিধবা দেখেছি, কিন্তু এমন করে' আপনা থেকে সোয়ামীর জন্তে দগ্ধে' মরতে কাউকে দেখিনি; এর চেয়ে যে সহ-মরণে পুড়ে মরা ছিল ভালো……পূজোর ঘরে আবার ঘড়ী! ঘড়ীর দিকে খেয়াল থাকবে কিনা……

*

* *

ধনিষ্ঠা নূতন পূজার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে' পূজায় বসেছে। গৌরী মায়ের পূজা শেষ হবার আশায় বার বার এসে রুদ্ধ দরজার বাইরে থেকে ফিরে গেছে, দরজা ঠেলে মাকে ডাকতে তার খুবই ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে পূজার ঘরের দরজা ছুঁতে সাহস করে নি।

ধনিষ্ঠা জপ পূজা স্তবপাঠ করে'ও কিছুতেই মন থেকে অনলের চিন্তা দূর করতে পারছিল না; তার কেবলই মনে হচ্ছিল অন্যদিন এতক্ষণ তিনি এসে পড়াতে বসতেন; আমি পড়া বন্ধ করাতে তিনি না জানি কি মনে করেছেন; এখন তিনি বাসায় একলাটি কি করছেন; এই যে সময়টা তিনি পড়ানোর কাজে ব্যয় করতেন, এখন থেকে সেটা কি কাজে লাগাবেন? পড়বেন বোধ হয়। একা তিনি, বিয়ে করেন না কেন? তা হলে তো তাঁকে দেখবার

শোন্‌বার একজন লোক হয়। নিজে উদ্‌যোগ করে' বিয়ে কর্‌তে বোধ হয় ওঁর লজ্জা কর্‌ছে; কোনো দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু কি তাঁর কেউ নেই যে ওঁকে বিয়ে কর্‌তে অনুরোধ কর্‌তে, জেদ কর্‌তে পারে? আমি অনুরোধ কর্‌ব? কেন কর্‌ব, আমি তাঁকে বিয়ে কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ব কোন্ অধিকারে আর তিনিই বা আমার অনুরোধ শুন্‌বেন কেন? আমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে আরো কত লোকের হয় তো বিয়ে হয় নি, কিম্বা স্ত্রী মারা গেছে, তাদের তো আমি অনুরোধ কর্‌তে যাই নি, তবে এঁকেই বা অনুরোধ কর্‌ব কেন? দেশে শুনি লোকের ভয়ানক কন্যাদায়; এমন কন্যাদায়গ্রস্ত লোক কি দেশে কেউ নেই যে এমন সৎপাত্রকে জেদ করে' কন্যা সম্প্রদান করে?

এই কথা মনে হতেই ধনিষ্ঠার কেমন একটা অস্বীকৃত আতঙ্ক উদয় হল—যদি বাস্তবিকই কেউ তাকে জেদ করে' ধরে' বসে আর তিনি বিয়ে করেন? এই আশঙ্কা মনে উদয় হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিলে—"বিয়ে যদি করেন সে ভালোই তো।" কিন্তু এত-দিন অনল যে বিয়ে করে নি তার জন্যে একটু ক্ষীণ আনন্দের আভাস ও ভবিষ্যতে বিয়ে করার সম্ভাবনার ভয় তার মনের কোণে গোপন হয়ে থেকে গেল।

ধনিষ্ঠা এই চিন্তা থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে ভাবতে লাগল গৌরী আজ নতুন মাষ্টারের কাছে পড়ছে, তার না জানি কেমন লাগছে! এতদিন সে নিজের জেঠার কাছে পড়েছে, পড়ার সঙ্গে স্নেহ মিশ্রিত থাকাতে পড়ার কঠোরতা সে কখনো অনুভব করে নি; আজ নিঃসম্পর্কীয়ের কাছে পড়তে তার কেমন লাগছে? খুব খারাপ লাগছে—নিশ্চয়ই...আজ আবার তার মা তার সঙ্গে নেই। ওঁর মতন অমন সুন্দর করে' আর কেউ পড়াতে পারবে কি? উনি কী চমৎকার পড়াতেন! এই অল্প কদিনেই আমরা হেসে খেলে কত কি শিখেছি...যদি আরও কিছুদিন পড়তে পেতাম...... যাক গে আমি বিধবা মানুষ, বেশী লেখাপড়া শিখে কি করব......সেই সময়টাতে ভগবানের নাম করলে পরকালের কাজে লাগবে......

ধনিষ্ঠা খুব তাড়াতাড়ি ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগল।

পাথরের ঘড়ীতে তীক্ষ্ণ মধুর শব্দে টং করে' একটা বাজল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ধনিষ্ঠা ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখলে সাড়ে দশটা বাজল। অমনি সে তাড়াতাড়ি জপ সাঙ্গ করে' প্রণাম করে' উঠল এবং জানলার কাছে গিয়ে বসে' খড়খড়ির একটি পাখী তুলে বাইরে দেখতে লাগল।

সেই ঘরের সাম্‌নেই সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রকাণ্ড বড় উঠান; কল দিয়ে ছাঁটা ঘাস একখানি দামী বনাতের ফরাসের মতন দেখাচ্ছে; সেই ঘাসের বুকের উপর দিয়ে লাল শুর্কী-ফেলা আঁকা-বাঁকা পথ; উঠানের মাঝখানে একটি তেকোণা ছোট্ট বাগান পাতা-বাহার আর ফুলের গাছে সুসজ্জিত হয়ে আছে; বাগানটির সীমার তিন দিকে ফুল-কাটা বেঁটে বেঁটে লোহার খুঁটি পোঁতা আছে ও খুঁটিতে খুঁটিতে কালো রং করা মোটা লোহার শিকল মালার মতন লম্বিত আছে; বাগানটির মাঝখানে শ্বেত-পাথরে বাঁধানো একটি ছোট চৌবাচ্চা আছে, তাতে লাল-মাছ খেলা করে' বেড়ায়। এই উঠানের এক পাশে ঠাকুর-বাড়ী, আর এক পাশে কাছারী-বাড়ী, সাম্‌নে খুব উঁচু দেউড়ি—তার ভিতর দিয়ে পথ সোজা নদীর দিকে চলে গেছে। দেউড়ির দুপাশে দুটি দীর্ঘিকা, দীঘির জলে দলে দলে হাঁস চর্‌ছে। দেউড়ির সাম্‌নে পথের দুধারে দুটা বলরামচূড়া গাছের শীর্ষ দেখা যাচ্ছে। দেউড়ির ভিতর দিয়ে ঝড়, ঝাড়্‌দার, তুফানী দপ্তরী আর আশাতুল্লা ফরাস কাছারীতে এল—সাড়ে দশটার সময় ভৃত্যদের আস্‌তে হয়; ১১টার সময় বাবুরা আসে, তার আগে চাকরেরা এসে ঘর-দোর

ঝেড়ে, ফরাস টেবিল চেয়ার সাফ করে', পেন্সিল কলম কেটে, দোয়াতে কালী ভরে' কাজের আয়োজন সব ঠিক করে' রাখে, যেন বাবুরা এসেই কাজে নিযুক্ত হতে পারে। ভাণ্ডারী মুকুন্দ বন্ধ দরজার তালাগুলো প্রকাণ্ড এক গোছা চাবি নিয়ে ক্রমে ক্রমে খুলে দিতে লাগ্‌ল, ঝড়ু ঝাড়ন দিয়ে ধূলা ঝাড়্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল; দপ্তরী পেন্‌সিল কলম পরীক্ষা করে' দেখ্‌ছে আর যেটি মনে হচ্ছে ভোঁতা হয়েছে সেইটে একটু একটু চেঁছে দিচ্ছে অথবা ষ্টীল্-পেনে নূতন নিব পরিয়ে দিচ্ছে। ক্রমে আরও ভৃত্যেরা এসে একে একে কর্ম্মে নিযুক্ত হতে লাগ্‌ল।

ধনিষ্ঠা এইসব দেখ্‌ছে আর এক-একবার ঘড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। পৌনে এগারোটা। বৃদ্ধ মহীপৎ সিং তার শুভ্র চাপ দাড়িকে বেলাতটে-আছড়ে-পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন মোচড় দিতে দিতে ঠাকুরবাড়ীর দিক্ থেকে এসে কাছারীর ছড়-দেওয়া বড় বড় থামওয়ালা বারান্দার উপর উঠ্‌ল—এই মহীপৎ সিং অনলের আপিসের দ্বারবান্। তাকে দেখেই ধনিষ্ঠার চিত্ত কেন উতলা হয়ে উঠ্‌ল। সে আবার ঘড়ীর দিকে ফিরে দেখ্‌লে তখনও এগারোটা বাজ্‌তে দশ মিনিট বাকী। মহীপৎ সিং অনলের আপিস-ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার উর্দ্দির চাপকান হাত

দিয়ে চেপে চেপে চোস্ত কর্‌তে মনোনিবেশ করেছে। ধনিষ্ঠা বুঝ্‌লে সে তার প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা কর্‌ছে। এগারোটা বাজ্‌তে আট মিনিট। জমানবিশ রমানাথ-বাবু আর মহাফেজ ঈশান-বাবু ছাতা মাথায় দিয়ে আপিসে এলেন; শুমারনবীশ তাহের-উদ্দিন মুন্সি, খাজাঞ্চিখানার মোহরের কিফায়েৎ হোসেন একসঙ্গে এসে কাছারীবাড়ীর সিঁড়িতে উঠ্‌ছেন, পিছনে এসে উপস্থিত হলেন খাজাঞ্চি পরাণ-বাবু, পোদ্দার লক্ষ্মীদাস, সেহানবিশ সমরেশ-বাবু। সময় যত এগারোটার ঘনিষ্ঠ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল কর্ম্মচারী-দের ভিড়ও তত বাড়্‌তে লাগ্‌ল, একে একে দুয়ে দুয়ে তিনে তিনে সব এসে কাছারিতে উঠ্‌ছে। কিন্তু ম্যানে-জারের তো এখনো দেখা নেই। তিনি সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম-চারী, তিনি বোধ হয় পরে আসেন। কিন্তু তিনি তো অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তিনি তো দেরী করে' আস্‌বার লোক নন। তবে কি তিনি এসে গেছেন, সে তাঁকে দেখ্‌তে পায় নি। এই সম্ভাবনার শঙ্কা মনে হতেই ধনিষ্ঠার মন কেমন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তবু সে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এপাশ ওপাশ যতদূর দেখা যায় ঝুঁকে ঝুঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল কোথাও অনলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কি না। বৃদ্ধ পেশ্‌কার হরকান্ত-বাবু অতি জীর্ণ ময়লা তালি-দেওয়া

শাদা কাপড়ে ছাওয়া একটি ছাতা কাঁধে করে' স্থবির শরীর নিয়ে এলেন। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। হরকান্ত-বাবুর দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়েই ধনিষ্ঠা দেখলে দীর্ঘোন্নত সরল-শরীর অনলকান্তি অনল কাছারীতে আসছে! তার মাথায় ছাতা নেই, রোদ লেগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কুঞ্চিত কেশের তলায় কালো রেশমের ঝালরের মুখে মুক্তার থরের মতন কপালের উপর স্বেদবিন্দু রৌদ্রালোকে চকচক করছে। তার পিছনে পূরণচাঁদ পাঠক অনলের আর্দ্দালী একটা ষ্টিলের ডেস্‌প্যাচ বক্স্ আর তার উপরে কাগজপত্রের কতকগুলো ফাইল চাপিয়ে কাঁধে করে' আসছে। অনল কাছে আসতেই দেউড়ীর পাহারা-ওয়ালা কটিলম্বিত কোষবদ্ধ তরবারি মুহূর্ত্তমধ্যে অর্দ্ধমুক্ত ও পুনঃ-কোষবদ্ধ করে' বাঁ হাতে তরবারি চেপে থেকে ডান হাত উল্টে কপালের পাশে উত্তানভাবে ঠেকিয়ে রীতিমত সামরিক কায়দায় সেলাম করলে। অনল কাছারী-বাড়ীর নীচে যেতেই মাল্‌খানার পাহারাওয়ালা হঠাৎ টহলানো থেকে সমুখ ফিরে থমকে দাঁড়াল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কাঁধ থেকে সঙ্গীন-গোঁজা বন্দুক নামিয়ে সাম্‌নে মাটির উপর ঠেকিয়ে খাড়া করে' ধরলে এবং অনল তার সাম্‌নে থেকে সরে' যেতেই সে আবার বন্দুক তুলে দুবার দুহাতে লুফে কাঁধে

রেখে আগের মতন মাল্‌খানার মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া দরজার সাম্‌নে টহলাতে লাগ্‌ল। অনলকে আস্‌তে দেখেই যে যেখানে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল সে সেই কর্ম্ম ক্ষণকালের জন্য বন্ধ রেখে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল এবং অনল যার যার সাম্‌নে দিয়ে বা দৃষ্টিপথ দিয়ে যেতে লাগ্‌ল সেই সেই ঝুঁকে ঝুঁকে প্রণাম সেলাম নমস্কার নিবেদন কর্‌তে লাগ্‌ল। অনলের এই সম্মান দেখে ধনিষ্ঠার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। ধনিষ্ঠা বসে' বসে' তন্ময় হয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল অনল নিজের আপিস-ঘরের সাম্‌নে যেতেই মহীপৎ সিং ঈষৎ নত হয়ে প্রভুকে সেলাম কর্‌লে। অনল প্রত্যেকের অভিবাদন প্রত্যর্পণ কর্‌তে কর্‌তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। মাল্‌খানার সাম্‌নের পাহারাওয়ালা পেটা-ঘড়ীতে জোড়া জোড়া ঘা ঘন ঘন দিয়ে এগারোটা বাজালে।

ধনিষ্ঠা এইবার উঠ্‌বে-উঠ্‌বে মনে কর্‌তে কর্‌তেও জান্‌লার ফাঁকে চোখ পেতে বসে'ই রইল কেন তা নিজেও ঠিক স্পষ্ট জানে না, হয় তো অনলকে আর-একবার দেখ্‌তে পাবার ইচ্ছা তখনো তার মনের তলে গোপন হয়ে ছিল। মিনিট পাঁচেক পরে অনল আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধনিষ্ঠার মুখ আবার উৎফুল্ল, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ল।

অনল এক-একবার প্রত্যেক ঘরে-ঘরে গিয়ে কে এসেছে না-এসেছে দেখে আবার ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুক্‌ল। এইবার ধনিষ্ঠা উঠে পড়্‌ল এবং বেরুবে বলে' ঘরের দরজা খুল্‌তে গেল।

দরজা খুলেই ধনিষ্ঠা দেখ্‌লে দরজার সাম্‌নে দরজা থেকে দূরে দালানের রেলিঙে ঠেস দিয়ে গৌরী চুপ করে' বসে' আছে, তার পাশে বসে' আছে তার দাসী। ধনিষ্ঠা গৌরীকে দেখেই হাসিমুখে স্নেহভরা স্বরে বলে' উঠল—কি মা, ওখানে বসে' কি হচ্ছে ?

দাসী বল্‌লে—মাষ্টার-মশায় পড়িয়ে চলে' গেলেন আর দিদিমণি তখন থেকে ঠায় এখানে এসে বসে' আছেন ......কত বল্‌লাম যে খাবে চলো, খেলা করিগে চলো, তা নড়্‌ল না......

দাসীর কথা শুন্‌তে শুন্‌তেই ধনিষ্ঠা ব্যগ্র পদে অগ্রসর হয়ে এসে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে গাল টিপে আদর করলে এবং হেসে বল্‌লে—মরে' যাই আমার বাছা রে !

গৌরী ম্লান মুখে কাতর স্বরে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করলে—মা, তুমি এতক্ষণ কেন পূজো করো ?

বালিকার এই প্রশ্নেও ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল, সে গৌরীকে বুকের মধ্যে সবলে চেপে ধরে' বল্‌লে

—পূজো ত করি ছাই! পূজো করতে চাই, হয় না মা। আমি যে মহাপাপিষ্ঠা!

দাসী বলে' উঠ্‌ল—তুমি যদি পাপিষ্ঠি মা, তবে পুণ্য-বতী কে? তুমি যে কি তা দেশের সবাই জানে।

ধনিষ্ঠা হতাশাভরা উদাস স্বরে বলে' উঠ্‌ল—সব লোক-দেখানো ভড়ং রে, সব লোক-দেখানো ভড়ং! আমি যে কী তা অন্তর্যামী জানেন!

ধনিষ্ঠার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাধবী হনহন করে' সেইদিকে আস্‌ছিল; সে বারান্দার বাঁক ফিরেই ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' দাঁড়িয়ে আছে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাতের উল্টা পিঠ আঙুল মুড়ে গালে ঠেকিয়ে ঘাড় কাত করে' বিস্ময় জানিয়ে বলে' উঠ্‌ল—মা, দিব্যি আক্কেল তো তোমার! তিন প্রহর বেলায় তো পূজোর ঘর থেকে বেরুলে! তার পর বেরুতে না বেরুতে সবাইকে ছুঁয়ে নেড়ে ঠিক করে' রেখেছ! খাওয়া-দাওয়া আজ তা হলে শিকেয় তোলা রইল।

গৌরী মাধবীর ভাব দেখে ও কথা শুনে ভয়-সঙ্কুচিত ম্লান মুখে কাতর মৃদু স্বরে বল্‌লে—মা, আমি তো তোমায় ছুঁইনি, তুমি কেন আমাকে কোলে নিলে?

গৌরীর ম্লান মুখের কাতর কথা ধনিষ্ঠার বুকে গিয়ে বাজ্‌ল, সে ব্যথিত হয়ে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' বল্‌লে —বেশ করব, 'মা, আমি তোমাকে বুকে চেপে ধরব, তোকে বুকে চেপে না ধর্‌লে বুক যে আমার ভেঙে যাবে।

মার মুখে এই কথা তাকেই আদর মনে করে' বালিকা গৌরীর মনের গ্লানি অনেকখানি কমে' গেল বটে, কিন্তু মাধবীর ভাবভঙ্গী ও কথা তার কোমল মনে বিদ্ধ হয়ে রইল যে তার মাকে তার ছোঁয়া অত্যন্ত অন্যায়।

গৌরীকে নীরব দেখে ধনিষ্ঠা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে —আজ নতুন মাষ্টার-মশায়ের কাছে পড়্‌লে, গৌরী? কেমন লাগ্‌ল?

গৌরী ধনিষ্ঠার বুক থেকে মাথা তুলে ধনিষ্ঠার মুখ দেখ্‌বার চেষ্টায় মাথাটিকে একটু পিছন দিকে হেলিয়ে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বল্‌লে—আমার একটুও ভালো লাগল না। বাবা আর কেন পড়াবে না মা? তুমি কেন পড়্‌তে গেলে না?

ধনিষ্ঠা দাসীদের সাম্‌নে গৌরীর মুখে একই কথার মধ্যে অনলকে বাবা ও তাকে মা সম্বোধন কর্‌তে শুনে লজ্জা অনুভব কর্‌লে; তার মন এখন অনল সম্বন্ধে সজাগ

হয়ে উঠেছে বলে' সে গৌরীর কথা যেভাবে অনুভব করলে, অশিক্ষিত ও গৌরীর ঐরূপ সম্বোধনে অভ্যস্ত দাসীরা সেভাবে মোটেই শোনেনি। ধনিষ্ঠা লজ্জিত হাসি হেসে গৌরীকে বল্‌লে—উনি নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন, পড়াবার সময় হয় না। আর আমি বুড়ো মানুষ আর কত কাল পড়্‌ব? আজ থেকে আমি তোমার কাছে পড়্‌ব। তুমি যা পড়ে' আস্‌বে তাই আমাকে পড়াবে। আমি তোমার ছাত্রী হব। কেমন?

ধনিষ্ঠার এই প্রস্তাবে উৎফুল্ল হয়ে গৌরী বল্‌লে—সে বেশ হবে মা। আমি হব তোমার মাষ্টার!

ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—অনেক বেলা হয়েছে, চলো, খাবে চলো।

*

* *

বিকাল বেলা ধনিষ্ঠা গৌরীর কাছে বাস্তবিকই পড়্‌তে বস্‌ল। পড়্‌তে-পড়্‌তে যেই চারটে বাজ্‌ল ধনিষ্ঠা অম্‌নি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। সে হেসে গৌরীকে বল্‌লে—মাষ্টার

মশায়, এইবার তোমার পোড়োকে ছুটি দিতে হবে। তুমি খেলা করো গে, আমি কাজ করি গে।

গৌরী মার সঙ্গে পড়া-পড়া খেলাই করছিল; সেই খেলা ছেড়ে অন্য খেলা করতে যেতে তার মন সরছিল না; কিন্তু প্রতিবাদ করতে অনভ্যস্ত সে একবার মার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে সেখান থেকে উঠে চলে' গেল।

গৌরী চলে' যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠাও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং গৌরীর সঙ্গে-সঙ্গেই সে নিজের আপিস-ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে।

আপিস-ঘরে এসে সে চেয়ারের উপর চুপ করে' বসে' রইল। রোজ চারটার সময় অনল জমিদারীর কাগজপত্র দেখাতে শোনাতে সই করাতে নিয়ে আসত। ধনিষ্ঠা তাকে আসতে নিজে বারণ করেছে। আজ হয়তো নিয়ে আসবে হরকান্ত পেশ্‌কার, কিন্তু ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে এই আশা এক-একবার উঁকি মারছিল যে এমন হয়তো কোনো কাজ থাকবে যা হরকান্তকে দিয়ে বলে' পাঠালেই চলবে না, অনলকে নিজে আসতে হবে। আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল, আজ তিনি কিছুতেই আসবেন না; কাল তাঁকে আসতে বারণ করেছি, বিশেষ কাজ থাকলেও আজ তিনি কিছুতেই আসতে পারবেন না।

চারটে বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেল। ঘড়ীর দিকে চেয়েই ধনিষ্ঠার মনে হ'ল আজ তিনি কখনই আস্‌বেন্‌ না; তিনি এলে কখনোই এত বিলম্ব হ'ত না—তিনি এতদিন এসেছেন একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় চারটেতে; তাঁর সব কাজ একেবারে ঘড়ী-ধরা। আজ নিশ্চয়ই হরকান্তের শুভাগমন হবে।

এত লোক থাক্‌তে সে ঐ মোটা কালো অতিকুর্বির জড়ভরত হরকান্তকে দিয়ে তার কাছে কাগজপত্র পাঠাতে বলেছিল কেন? ওর চেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি কি তার সেরেস্তায় কেউ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, হরকান্তের চেয়ে যে-কেউ সুদর্শন। কিন্তু সে বেছে-বেছে হরকান্তের আগমনই বাঞ্ছা করেছিল এইজন্যে যে অভিনন্দকও হরকান্তকে নিয়ে কোনোরকম কুৎসা রটাবার কল্পনা মনের কোণেও স্থান দিতে পার্‌বে না।

চারটা বেজে কুড়ি মিনিট। খান্‌সামা এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—পেশ্‌কার মশায় এসেছেন।

অনলের আগমনের ক্ষীণ আশা ধনিষ্ঠার মন থেকে খান্‌সামার কথার ফুৎকারে উড়ে গেল। সে উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস চেপে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে খান্‌-সামাকে বল্‌লে—নিয়ে এস।

কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে হরকান্ত পেশ্‌কার প্রস্থান কর্‌লে ধনিষ্ঠা উঠে গিয়ে তার নূতন পূজার ঘরে খড়্‌খড়ির ফাঁকে চোখ দিয়ে বস্‌ল—এইবার আপিসের ছুটি হবে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাছারীর পেটা ঘড়ীতে পাঁচটা বাজ্‌ল। কর্ম্মচারীরা দলে-দলে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল এবং উঠানে নেমে নানান্‌ দিকে চলে' যেতে লাগ্‌ল। সকলে চলে' গেলে পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিটের সময় অনলের চাপ্‌রাসী মহীপৎ সিং দরজার সাম্‌নে তার বস্‌বার টুল ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে পার্‌লে যে অনলও তা হ'লে আপিসঘরের ভিতরে চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। মিনিট খানেক পরেই অনল ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, মহীপৎ সিং সেলাম করে' তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। অনলের পিছনে-পিছনে তার আর্‌দালী সকালবেলার মতন ডেস্‌প্যাচ বকসের উপর কাগজের নথি ফাইল চাপিয়ে চল্‌ল। আবার সকাল বেলার মতন মাল্‌খানার পাহারাওয়ালা বন্দুক নামিয়ে ম্যানেজার-সাহেবকে সম্মান দেখালে, দেউড়ির পাহারা-ওয়ালা কিরীচ অর্দ্ধমুক্ত করে' ফৌজী কায়দায় কুর্ণিশ কর্‌লে।

আজ থেকে ধনিষ্ঠার এই ধরা-বাঁধা কাজ হ'ল—

সকাল থেকে দশটা পর্য্যন্ত পূজো জপ করা, এগারোটার সময় কর্ম্মচারীদের কাছারীতে আসা দেখা; দুপুর বেলা গৌরকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, বিকালে গৌরীর কাছে পড়া, অঙ্ক কষা, চারটের সময় অনল আস্‌বে আশা করে' প্রতীক্ষা করা এবং হরকান্তের আবির্ভাবে মনমরা হয়ে জমিদারীর কাগজে দস্তখৎ করা; আবার তার পর পূজার ঘর থেকে আপিসের ছুটির পর কর্ম্মচারীদের প্রস্থান পর্য্যবেক্ষণ করা। রোজই হরকান্তই আসে; সেই এসে বলে —ম্যানেজার বাবু আপনাকে বল্‌তে বলেছেন..... ......, অথবা ম্যানেজার-বাবু এই কাগজগুলো আপনাকে বিশেষ করে' দেখে হুকুম দিতে বলেছেন......, কিন্তু ম্যানেজার-বাবুর স্বয়ং আসার আবশ্যক একদিনও কি হ'তে নেই? ধনিষ্ঠা যতই হরকান্তের কুশ্রী চেহারা দেখে ততই তার মনের সাম্‌নে অনলের অনলপ্রভ দিব্যসুন্দর কান্তি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে-ফুটে ওঠে।

প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় দশ দিন কেটে গেল; অনল একদিনও আসা আবশ্যক মনে করলে না। ধনিষ্ঠা মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। সে নিজের কাছেও ঠিক স্বীকার কর্‌তে চায় না যে সে অনলের অনুরাগিণী; অথচ অনল যে তার কাছে না এসে বেশ

নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পারৃছে, এতে যে ক্লেশ অনুভব করৃছিল; সে কি অনলের কাছে এমনই তুচ্ছ যে তার আস্‌বার উপায় থাকা সত্ত্বেও অনল এই কদিনের মধ্যে একবার আসার তাগাদা অনুভব করেনি; অথবা অনলও তারই মতন ঔৎসুক্যের আগ্রহের বেদনা বোধ করৃছে, কিন্তু সে বীরপুরুষ, সকল দুঃখ অভাব সে যেমন অম্লান-বদনে বহন করেছে এই বেদনাও সে তেম্‌নি সহজে সহ্য করৃছে। এই কথাটাই ধনিষ্ঠার মনে খুব সঙ্গত বলে' মনে হ'ল এবং দুঃখের মধ্যেও সে আনন্দ অনুভব করৃতে লাগ্‌ল এই ভেবে যে অনলও তারই মতন বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করৃছে এবং অনল সাধারণ পুরুষের চেয়ে চরিত্রবলে শ্রেষ্ঠ, সে বীরপুরুষ; সে যদিই অনলকে দেখে একটুও মুগ্ধ হয়ে থাকে তবে সে অপাত্রে তার শ্রদ্ধা সমর্পণ করে-নি।

অনল যখন কিছুতেই কোনো কাজের উপলক্ষ্যেই আসে না, তখন ধনিষ্ঠার ইচ্ছা হ'তে লাগল যে সেই কোনো উপলক্ষ্যে অনলকে একদিন ডেকে পাঠাবে। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যটি কি হবে? ধনিষ্ঠা হাজার-রকম প্রয়োজন উদ্ভাবন করৃলে, কিন্তু সব-কটাই তার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল—তার মনে হ'তে

লাগ্‌ল, এইরকম কোনো উপলক্ষ্যে অনলকে ডেকে পাঠালে সে অনলের কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়ে' যাবে।

বৈষয়িক কর্ম্ম-উপলক্ষ্যে অনলকে আহ্বান করার সুযোগ না দেখ্‌তে পেয়ে ধনিষ্ঠা পাঁজি দেখ্‌তে বস্‌ল, যদি কোনো পার্ব্বণ-উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে পারা যায়। এটা অগ্রহায়ণ মাস; এ-মাসে কোনো পূজা ব্রত নেই; পৌষ মাসেও না—একেবারে পৌষ মাসের শেষে দধি-সংক্রান্তি ব্রত তার করতে হবে। অগ্রহায়ণ মাসে অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত বা পাষাণচতুর্দ্দশী ব্রত নূতন নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এইসব নূতন ব্রত নিয়ে তার নিজের কষ্ট স্বীকার করা ছাড়া আর কিছু লাভ হবার তো সম্ভাবনা নেই; ব্রত-উপলক্ষ্যে আর-দশজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনল খেতে আস্‌বে আর খেয়ে দক্ষিণা নিয়ে চলে' যাবে—এতে চোখের দেখা ছাড়া একটি কথা কইবারও সুযোগ ঘটবে না। চোখের দেখা তো সে রোজই দেখ্‌ছে—এ না হয় দূর থেকে দেখ্‌ছে, আর দক্ষিণা দেবার সময় সে নিকটে গিয়ে দেখ্‌তে পাবে এইমাত্র তো তফাৎ। ব্রতের দান-সামগ্রী আর তো সে অনলকেই কেবল দিতে পার্‌বে না, অনলকে ব্রতের প্রধান দান দেওয়াতে যখন কথা হয়েছে, তখন এবার থেকে অনলকে বেশী-কিছু দেওয়া উচিত হবে

না ; অনলই যদি লাভবান্ না হয় তবে মিছামিছি আর কোন্ লোকের ঘর ভরাবার জন্যে সে কষ্ট করে' নূতন ব্রত নিতে যাবে ? সে অপেক্ষা করে'ই দেখ্‌বে কতদিনে অনল নিজে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে।

*

* *

পূজোর ঘর থেকে খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়ে ফুলের মতন দুটি চোখের দৃষ্টি অনলের আসা-যাওয়ার পথের উপর সকাল-বিকাল পেতে রেখে ধনিষ্ঠার দেড় মাস কেটে গেল ; অনল একদিনও ধনিষ্ঠার সঙ্গে একটা কাজের কথার পরামর্শ কর্‌তেও এল না। সমস্ত গ্রাম বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে স্তব্ধ হয়ে উঠেছিল। জানো সবাইকে বলে' বেড়াচ্ছিল—"তবে যে তোরা ভালোমানুষের নামে বড় কলঙ্ক দিয়ে বেড়াচ্ছিলি, এবার বল্ কি বল্‌বি ?" সাধনের মতন কারো কিছু বল্‌বার থাক্‌লেও কেউ সাহস করে' বল্‌তে পার্‌ছিল না ; সবাই নিরুত্তরে শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়িই কর্‌ছিল। কিন্তু তা'রাও নিজের অন্তরের মধ্যেও ঠিক সাড়া পাচ্ছিল না যে মনে-মনেও বলে ধনিষ্ঠা ও অনলের মনোমালিন্য ঘটেছে ; অনলের ভাইঝি গৌরীর

আদরের এতটুকুও হ্রাস হয়নি, ম্যানেজার অনলের প্রতাপও একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি ; অথচ অনাবিষ্কৃত একটা ঘন রহস্য যে অনল ও ধনিষ্ঠার মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে এটাও অস্বীকার করবার জো নেই।

পৌষ মাসের শেষে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিন দধি-সংক্রান্তির ব্রত। তার আগের দিন ধনিষ্ঠা তার ব্রত-পূজা-পার্ব্বণের ব্রাহ্মণ পরিচারক প্রাণকৃষ্ণকে ডেকে বল্‌লে —কেষ্ট ঠাকুর, গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে' এস, কাল আমার এখানেই তাঁরা অনুগ্রহ করে' পৌষপার্ব্বণ করবেন।

প্রাণকৃষ্ণ ধনিষ্ঠার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে —গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে হবে ?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—হ্যাঁ।

প্রাণকৃষ্ণ একটু ইতস্তত করে' জিজ্ঞাসা করলে—সাধন চক্রবর্ত্তী মশায়কেও ?

ধনিষ্ঠা নিজের পূর্ব্ব কঠিন আচরণের কথার উল্লেখে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, কাউকে বাদ দিয়ে কাজ নেই ; তবে সবাইকে বলে' দিয়ো, আমার বাড়ীতে ভোজন করতে যে-ব্রাহ্মণের আপত্তি আছে তিনি যেন কেবল-মাত্র জমিদারের খাতিরে খেতে এসে নিজের ধর্ম্ম

নষ্ট না করেন। তা'তে আমি একটুও অসন্তুষ্ট হবো না। এ-কথাটা সবাইকে তুমি বেশ করে' বুঝিয়ে বলে' দিয়ো।

প্রাণকৃষ্ণ "যে আজ্ঞে" বলে' চলে' গেল।

অনল যখন শুনলে যে এবার সাধনেরও নিমন্ত্রণ হয়েছে তখন সে একটা প্রচ্ছন্ন গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ অনুভব করলে।

সাধন নিজের গৃহিণীকে বললে—বড়লোকদের লীলা-খেলা বোঝা ভার!

পরদিন প্রত্যূষে উঠে ধনিষ্ঠা নিজের হাতে নানাবিধ পিঠে প্রস্তুত করতে লেগে গেল—মুগশাউলী, রসবড়া, গোকুল-পিঠে, পাটি-সাপটা, গোল-আলুর পিঠে, রাঙা আলুর পিঠে, চিড়ার পিঠে, ক্ষীরের মালপো; ব্রাহ্মণীকে দিয়ে সরু-চাকলি, আস্কে-পিঠে, চালের গুঁড়োর সিদ্ধ পিঠে প্রস্তুত করাতে লাগল। তার এত আয়োজনের তলায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল গ্রামের সকল ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্যসঞ্চয়ের লোভের ছদ্মবেশে একটিমাত্র ব্রাহ্মণের পরিতোষ।

ব্রত সাঙ্গ হলে ধনিষ্ঠা ব্রাহ্মণভোজন দেখবে বলে' নীচের তলায় যেখানে ব্রাহ্মণেরা ভোজনে বসেছে তারই সামনের উপরের এক ঘরে এসে খড়খড়ির পাখী তুলে দাঁড়াল। সে চারি দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে

লাগ্‌ল, কিন্তু যাকে দেখ্‌তে চায় তাকে কোথাও দেখ্‌তে পেলে না; তখন সে সেই জানলা থেকে সরে' অপর জানলায় গেল; দেখ্‌লে অনন্ত সকলের সঙ্গে খেতে বসেছে বটে, কিন্তু এক-টেরে একটা থামের আড়ালে, সেই জানলা থেকে তার শরীরের আভাস-মাত্র দেখা যাচ্ছে। ধনিষ্ঠা সেই ঘরের প্রত্যেক জানলায় গিয়ে নানান্‌ দিক্‌ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কোথাও থেকে অনন্তকে স্পষ্ট দেখা যায় কি না। বৃথা চেষ্টা। থামটা দুর্লঙ্ঘ্য আড়াল করে' আছে। তখন ধনিষ্ঠার রাগ হ'তে লাগ্‌ল অনন্তের উপর—সে কেন এত জায়গা থাক্‌তে ঐ কোণে আড়ালে বস্‌তে গেল। ধনিষ্ঠার ইচ্ছার যদি ধাক্কা দেবার শক্তি থাক্‌ত, তা হ'লে ঐ থামটা তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হয়ে গুঁড়িয়ে যেত। সে যে ভোর-বেলা থেকে এত পরিশ্রম করে' নিজের হাতে এত পিঠাপুলি প্রস্তুত করলে, তা যার ভোগের জন্যে তাকেই সে দেখ্‌তে পেলে না, এমনই তার দুরদৃষ্ট!

ব্রাহ্মণদের ভোজন হয়ে গেল। প্রাণকৃষ্ণ সকলকে অন্দর ও সদরের মধ্যবর্ত্তী দালানে ডেকে নিয়ে এলে, রাণী-মা সকলকে নিজের হাতে ভোজন-দক্ষিণা দিবেন।

ধনিষ্ঠা এসেই সঙ্কুচিত দৃষ্টি চকিতে একবার সকল ব্রাহ্মণের মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে দেখ্‌লে, ম্যানেজার

হ'লেও অনল প্রায় সকলের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। ধনিষ্ঠা এক-একখানি নূতন পাথরের রেকাবিতে ফল উপবীত ও দধিপূর্ণ বাটি নিয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেবে; প্রাণকৃষ্ণ একখানি রেকাব তুলে ধনিষ্ঠার হাতে দিলে। সাধন চক্রবর্ত্তী ধনিষ্ঠার নজরে ভালো করে' পড়বে বলে' সকলের আগে সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে ধনিষ্ঠার হাত থেকে দক্ষিণা নিতে অগ্রসর না হয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে অনলকে ডাক্‌লে—ম্যানেজার-বাবু, আগিয়ে আসুন, রাণী-মা দক্ষিণা দিচ্ছেন।

অনল একজনের সঙ্গে কথা বল্‌ছিল, সে সাধনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বল্‌লে—আপনাদের দক্ষিণান্ত আগে হয়ে যাক, আমার পালা.........

সাধন ব্যস্তভাবে বলে' উঠ্‌ল—আরে মশায়, এও কি একটা কথা হ'ল, আপনি থাক্‌তে অগ্রণী কি আর-কেউ হওয়া সাজে.........

অমনি আর দশ জনে বলে' উঠ্‌ল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি হলেন গিয়ে সকলের প্রধান, সকলের মাথার মণি......

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল; অত শীতের দিনেও তার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিলে; তার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল।

আর আপত্তি করা অশোভন হবে মনে করে' অনল হাসিমুখে বল্‌লে—"আমাকে আপনারা অগ্রদানী না করে' ছাড়্‌বেন না!" তার পর সে এগিয়ে এসে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে ছুহাতের অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল। অনলের অঞ্জলি-বদ্ধ হাত দেখে ধনিষ্ঠার মনে হ'ল যেন অনল-শিখা তাকে দগ্ধ কর্‌বার জন্যে লকলক করে' তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে; ধনিষ্ঠা চোখ তুলে অনলের মুখের দিকে আর তাকাতে পার্‌লে না, সে নতনয়নে কম্পিত-হস্তে অনলের হাতের উপর থালা রেখে দিলে।

তার পর প্রাণকৃষ্ণ একে-একে তার হাতে দক্ষিণার থালা তুলে-তুলে দিতে লাগ্‌ল, আর ধনিষ্ঠা কলের পুতুলের মতন সেগুলি তার সাম্‌নে প্রসারিত এক-এক ব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করে' দিলে; সে একবারও চোখ তুলে দেখ্‌লে না যে কার হাতে সে দক্ষিণা দিচ্ছে।

*

*

সাধন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ম্যানেজার বলে' অনলকে সর্ব্বাগ্রে দক্ষিণা নিতে অনুরোধ করেছিল কি ধনিষ্ঠার প্রিয়পাত্র বলে' তাকে অগ্রণী হ'তে বলেছিল, এই সন্দেহে ধনিষ্ঠার অন্তর নিরন্তর পীড়িত হচ্ছিল; সে যতই

ভাব্‌ছিল, ততই ব্রাহ্মণদের কথার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ইঙ্গিত তার মনের সাম্‌নে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল। এক-একবার ধনিষ্ঠা লজ্জায় অপ্রতিভ হচ্ছিল, আবার এক-একবার সে সকলকে উপেক্ষা-অগ্রাহ্য করে' নিজেকে অহঙ্কারের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কর্‌ছিল—"বলুক গে যে যার খুশী, আমি কি কাউকে ভয় করি, না কারো তোয়াক্কা রাখি। আর আমি তো কিছু অন্যায় অপকর্ম্ম করিনি যে লজ্জা পাবো।" কিন্তু তখনই আবার তার মনে হচ্ছিল—"স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে ভালো লাগাও যে অপরাধ!" ধনিষ্ঠা নিজের মনেও অনলের প্রতি তার মনের ভাবকে ভালোবাসা বল্‌তে সঙ্কোচ বোধ করে' ভালো লাগা বল্‌লে। পরক্ষণেই সে আবার এই ভেবে সান্ত্বনা খুঁজ্‌লে যে—বাঃ রে! ভালো লোককে ভালো লাগ্‌বে না!

ধনিষ্ঠার মন অনলের চিন্তায় যখন একেবারে পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে তখন একদিন মাধবী এসে তাকে হাস্‌তে-হাস্‌তে উৎসাহে ব্যস্ত হ'য়ে খবর দিলে—মা গো মা, ননী ঘটক ম্যানেজার-বাবুর···

মাধবীর কথার এইটুকু শ্রবণ করে' ছুটে গিয়ে ধনিষ্ঠার বুকে এমন জোরে ধাক্কা দিলে যে তার সর্ব্বাঙ্গের শিরা-উপশিরা ঝিনঝিনিয়ে উঠ্‌ল, মাধবীর কথার শেষটুকু,

"বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিল," সে আপনি আন্দাজ করে' নিতে পেরেছিল। ধনিষ্ঠার মনের উপর দিয়ে চকিতে চিন্তার ঝড় বয়ে গেল—"উনি যদি বিয়ে করেন তাতে আমার কি, বিয়ে নাই যদি করেন তাতেই বা আমার কি? কেন তিনি চির-জীবনটা একলা থাকবেন, কিসের জন্যে?" এই কথা মনে ভাবলেও ধনিষ্ঠা তার ম্যানেজারের বিয়ের খবরে মুখে কিছুমাত্র উৎসাহ বা সন্তোষ দেখাতে পারলে না, সে চুপ করে' মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাধবী বলতে লাগল—কেতনপুরের জমিদারের মেয়ে, বেশ ডাগর, সুন্দর; তারা খুব সুন্দর সুচ্ছিরি একটি পাত্তর চায়। তা আমাদের ম্যানেজার-বাবুর মতন সুন্দর পাত্তর আর পাবে কোথায়? মেয়েও ভালো, ঘরও ভালো, এ বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত ....

মাধবীর কথার এই "হ'লে হ'ত" শব্দটি সম্ভাবনাকে নিরস্ত করে' দিতেই ধনিষ্ঠার মন প্রফুল্ল ও শ্রবণ উৎসুক হয়ে উঠল, তখন সে হেসে কথা বলতে পারলে—কিন্তু হ'ল না কেন?

মাধবী বললে—ম্যানেজার-বাবু এই বলে' ননী ঘটককে ফিরিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কখনো বিয়ে করবেন না···

ধনিষ্ঠার মন অকস্মাৎ অকারণ আনন্দে যেন নৃত্য

করে' উঠ্‌ল। মাধবী বল্‌তে লাগ্‌ল—ম্যানেজার-বাবু বলেছেন—কে একজন অচেনা লোক বাড়ীতে এসে মেম দিদিমণিকে যদি দেখ্‌তে না পারে ··· ···

ধনিষ্ঠার মনটা আবার দমে' গেল—ও! এইজন্যে তিনি বিয়ে করবেন না? ভাইঝির কষ্ট হবার ভয়ে? আর-কিছুর জন্যে নয়?

এই আর-কিছুটা যে কি তা তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই রয়ে' গেল, মনের সাম্‌নে সেটাকে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে সে দিলে না।

এই সংবাদ পাওয়ার পর অনলের সঙ্গে দেখা কর্‌বার বাসনা ধনিষ্ঠার মনে প্রবল দুর্দম হয়ে উঠ্‌ল। সে পরদিন সকাল বেলা উঠেই অনলকে বলে' পাঠালে—যদি আপনার অবকাশ থাকে তা হ'লে আজ বিকালে যখন হয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।

আজও ধনিষ্ঠা পূজার ঘরে বসে' বসে' খড়্‌খড়ির পাখীর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে অনলকে আপিসে আস্‌তে দেখ্‌লে—আজ অনলকে যেন আরো ভাস্বর বলে' বোধ হ'ল; অনল বিয়ে কর্‌তে চায় না পিতৃমাতৃহীন ভাইঝির পাছে কোনো ক্লেশ হয় এই সুদূর সম্ভাবনার কল্পনার ভয়ে! এ কী কম আত্মত্যাগ, সাধারণ সংযম,

সামান্য স্নেহপরায়ণতা? অনলের ভাইঝির সকল ভার তো স্বেচ্ছায় সানন্দে ধনিষ্ঠা গ্রহণ করেছে, অনল তো অনায়াসেই ভাইঝির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ঘর-কন্না পাত্‌তে পারত; তবু যে সে অস্বীকার কর্‌ছে এ কি ভাইঝির প্রতি অত্যধিক স্নেহ-মমতার পরিচয়, না তদতিরিক্ত আর-কিছু, যা সে প্রকাশ করে' বল্‌তে পারে না বলে'ই ভাইঝির বেনামিতে বিয়ে কর্‌তে আপত্তি কর্‌ছে? এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ধনিষ্ঠার মনে উদয় হ'তেই তার বুকের রক্তে ঢেউ খেলে উঠ্‌ল, আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

বিকাল বেলা হরকান্ত পেশ্‌কার কর্ত্রীকে দিয়ে সই করাবার কাগজপত্র বুঝে নিতে ম্যানেজারের কাছে গেল। অনল একটা কাগজে কি লিখ্‌তে-লিখ্‌তে মাথা না তুলেই বল্‌লে—একটা বিশেষ কাজের জন্যে আজ একবার আমাকে রাণীর কাছে যেতে হবে, আমিই চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়ে আস্‌ব, আপনাকে আর কষ্ট করে' যেতে হবে না।

"যে আজ্ঞে" বলে' হরকান্ত নিষ্ক্রান্ত হ'তেই অনল ঘণ্টা বাজিয়ে তার দ্বারবান্‌কে ডাক্‌লে। মহীপৎ সিং ঘরে এসে দাঁড়াতেই একটা কাগজ-পত্রের ফাইল তার হাতে দিতে-দিতে অনল বল্‌লে—অন্দরে নিয়ে যেতে হবে।

অনল অন্দরের উদ্দেশে রওনা হ'ল, পিছনে-পিছনে চল্‌ল মহীপৎ সিং।

ধনিষ্ঠা এই সময়টিতে অনলের শুভাগমন দর্শন কর্‌বার প্রতীক্ষাতে তার পূজার ঘরের জান্‌লায় চোখ দিয়ে বসে' ছিল। চারটের আগে থেকে প্রতি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে'-করে' সে দেখ্‌লে, হরকান্ত ম্যানেজারের ঘরে গেল; অমনই আশঙ্কায় তার বুক দুরুদুরু করে' উঠল—তা হ'লে আজও হরকান্তেরই আবির্ভাব হবে! হরকান্ত অতি অল্পক্ষণ পরেই খালি-হাতে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজেদের আপিস-ঘরে চলে' গেল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে মহীপৎ সিং তার টুল ছেড়ে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল; এ দেখে ধনিষ্ঠার মন আশায় দুলে উঠ্‌ল। অল্পক্ষণ পরেই অনল বেরিয়ে অন্দরের দিকে রওনা হ'ল, তার পশ্চাতে কাগজ-পত্রের ফাইল নিয়ে আস্‌ছে মহীপৎ সিং। এই বহু-প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখে ধনিষ্ঠা প্রফুল্লমুখে তাড়াতাড়ি উঠে নিজের অপিস-ঘরে গিয়ে চুপ করে' বস্‌ল। অল্পক্ষণ পরেই তার খান্‌সামা এসে তাকে তার জানা-খবর জানালে—ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

প্রতিদিনের বাঁধি বুলি "নিয়ে এস" বল্‌তে আজ ধনিষ্ঠার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল।

অনল এসে ঘরে প্রবেশ কর্‌লে।

প্রায় দু মাস অসাক্ষাতের পরে আজ উভয়ে পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে দুজনেরই কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, যেন আজ তাদের আবার নূতন করে' পরিচয় হচ্ছে, নিত্যকার দর্শনের সেই শিক্ষক-ছাত্রীর সহজ ঘনিষ্ঠতা কেউ আর প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছিল না।

জমিদারী-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র দেখা-শোনা ও সই করা হয়ে গেল, কিন্তু দুজনের কেউই এ কথা উত্থাপন কর্‌তে পার্‌লে না যে, ধনিষ্ঠার আহ্বানে অনল আজ তার কাছে এসেছে। সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে আর যখন ধনিষ্ঠার কাছে থাক্‌বার কোনো প্রয়োজনই রইল না, তখন অনল কাগজ-পত্র তুলে নিয়ে গমনোদ্যত হ'ল ; তখনও সে মনে কর্‌ছিল যে এইবার ধনিষ্ঠা তাকে তার আহ্বানের প্রয়োজনের কথা বল্‌বে। সে যখন দ্বারের কাছে পর্য্যন্ত চলে' গেল তখনও ধনিষ্ঠা তাকে কিছু বল্‌লে না দেখে সে হতাশ হ'ল, অথচ কৌতূহলের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠাতে সে ধনিষ্ঠার আহ্বানের কারণ না জেনেও যেতে পার্‌-ছিল না! অনল মনে কর্‌লে, ধনিষ্ঠা হয়তো ভুলেই গেছে যে তারই আহ্বানে আজ অনল এসেছে। কিন্তু ধনিষ্ঠা সে-কথা মোটেই ভোলেনি। সে অনলকে, কাছে

এনে দেখ্‌বার আগ্রহে যে অছিলা করে' তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, অনল কাছে আসাতে সেই প্রয়োজন এমন অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি হাস্যকর বলে' তারই মনে হ'ল যে সে-কথা সে উত্থাপন কর্‌তেই পার্‌লে না। অনল যখন তার আহ্বানের কথা উত্থাপন না করে'ই চলে' যেতে উদ্যত হ'ল তখন ধনিষ্ঠা যেন স্বস্তি বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল—যাক্ তাকে অনলের কাছে সেই হাস্যজনক প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌তে হ'ল না।

অনল দরজা পেরিয়ে গিয়েও যখন দেখ্‌লে, ধনিষ্ঠা তাকে ফিরে ডাক্‌লে না, তখন সে নিজেই আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল এবং যেন সে ভোলা কথা স্মরণ হওয়াতে ফিরে এসেছে এম্‌নিভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন? কোনো কাজ ……

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল,—মনে অভিমান ক্রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌ল—ওগো অম্‌নি কি কাউকে ডাক্‌তে নেই? কিন্তু সে মুখে মৃদু নম্রস্বরে বল্‌লে—কাজ তেমন কিছু নয়……গৌরীর বিয়ের জন্যে একটি পাত্র……

ছ' বছরের মেয়ের বিয়ের জন্যে পাত্র! কথাটা বল্‌তেই ধনিষ্ঠার কানে নিজের কথাই যেন বিদ্রূপের মতন বাজ্‌ল—এই কথা বল্‌তে অনলকে ডেকে আনা

যে কত বড় স্পষ্ট ছলনা তা ধনিষ্ঠার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। অনলও বোধ হয় ধনিষ্ঠার ছল বুঝ্‌তে পেরেছিল, নইলে সে ধনিষ্ঠার ঐ অসম্ভব প্রস্তাবে হেসে না উঠে গম্ভীর হয়ে থেকেই বল্‌লে—যে আজ্ঞে, আমি ননী-ঘটককে বলে' দেবো খুঁজ্‌তে থাক্‌বে।

অনলের এই উত্তরে ধনিষ্ঠা আরামও অনুভব কর্‌লে—যাক্, তা হ'লে তার প্রস্তাবটা অনলের কাছে নিতান্ত হাস্যকর হয়-নি; আবার সে অস্বস্তিও বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল—এমন অসম্ভব প্রস্তাবে অনল না হেসে, আপত্তি না করে' গম্ভীর হয়ে যে সম্মত হ'ল এতে সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল, তার তুচ্ছ ছলনা নিশ্চয়ই অনলের কাছে ধরা পড়ে' গেছে। ধনিষ্ঠা এই ভেবে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—গৌরীর বিয়ে এখনি দেবো না; কিন্তু সদ্‌ব্রাহ্মণের সদাচারী একটি ছেলে দেখে তো গৌরীকে সম্প্রদান কর্‌তে হবে; সে-রকম পাত্র সহসা পাওয়া কঠিন হ'তে পারে। তাই মনে কর্‌ছিলাম একটি ভালো ছেলের সন্ধান পেলে তাকে মানুষ করে' তোল্‌বার ভারও আমরা নিতে পারি···ছেলেটি সৎবংশের সৎপাত্র হওয়া চাই, আর কিছু দেখ্‌বার দর্‌কার নেই।

অনল কেবলমাত্র বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

অনল ঘর থেকে চলে' গেলে ধনিষ্ঠার মুখ টক্‌টকে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, তার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে—আমি মরে' গেলেও আর কোনো দিন ওঁকে ডেকে পাঠাবো না; উনি নিজে থেকে যদি কখনো আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসেন তো আস্‌বেন, নইলে এই শেষ।

শেষ কথাটি মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধনিষ্ঠার দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়্‌ল, মুখ মলিন হয়ে গেল।

*

* *

কিছুদিন পরে একদিন বিকাল-বেলা ধনিষ্ঠা তার পূজার ঘরের জান্‌লায় গিয়ে বসে' পথের উপর চোখ পেতে অনলের আপিসের ছুটির পর বাড়ীতে ফিরে যাবার সময় তাকে একবার দেখ্‌বার প্রতীক্ষা কর্‌ছে, এমন সময় মাধবী ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এসে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে ধনিষ্ঠাকে বল্‌লে—মা গো মা, মেম-দিদিমণির বাবা,.........

মাধবীর কথার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে ধনিষ্ঠা তার দিকে

চোখ ফিরিয়েই তার ব্যস্ত ভাব দেখে' আর তার প্রথম কথাটুকু শুনেই অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌ল; গৌরীর বাবা তো অনল—তাঁর সম্বন্ধে কি কথা মাধবী অমন ব্যস্ত হয়ে বল্‌তে এসেছে? তিনি কি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন?—এই ভেবে তার মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল এবং পরক্ষণেই আবার তার মনে হ'ল তাঁর কি কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে, তাই মাধবী এমন শশব্যস্ত হ'য়ে সংবাদ দিতে এসেছে? অমনি তার মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠ্‌ল। এক নিমেষের মধ্যে ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে দিয়ে আনন্দ ও আশঙ্কা বিদ্যুৎ-চমকের মতন বয়ে' গেল। পর-মুহূর্ত্তেই মাধবীর কথার শেষাংশ শুনে সে স্থির কর্‌তে পার্‌লে না যে, সেই সংবাদে সে সুখী হবে কি দুঃখিত হবে।

মাধবী তার কথা শেষ করে' বল্‌লে—বিলাত থেকে ফিরে এসেছে ·········একেবারে সায়েব মা, বেহেড মাতাল!

ধনিষ্ঠা এই কথা শুনে কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে বলে' উঠ্‌ল—বলিস্ কি? কোথায় আছে সে? উনি······ম্যানেজার বাবু কোথায়?

মাধবী বল্‌লে—আমি কাছারী থেকে শুনে এলাম—

অনিল কাকা-বাবু কাছারীতে এসেছিল; ম্যানেজার-বাবু তাকে নিয়ে সকাল-সকাল বাড়ী চলে' গেছেন।

এতবড় একটি নূতন অপ্রত্যাশিত বিশেষ খবর শোনার ফলে ধনিষ্ঠার মনে যে-সব চিন্তা আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল, সে-সবের উপরে সাগর-তরঙ্গের মাথায় ফেনের মতন ভেসে উঠ্‌ল—উনি কাছারী থেকে বাড়ী চলে' গেছেন, আজ আর তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না।

এই চিন্তার পরেই আবার তার মনে হ'লো—এত বড় একটা অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্য ব্যাপার যখন ঘটল, তখন উনি নিশ্চয় আমাকে সমস্ত ঘটনা বল্‌তে আস্‌বেন।

ধনিষ্ঠা সমস্ত বিকাল-বেলাটা উৎসুক হয়ে অনলের আগমনের প্রতীক্ষা করে' মুহূর্ত্ত গুণে-গুণে ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌ল; সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি হ'ল; তবু অনলের দেখা নেই। অনলের উপর তার ভয়ানক রাগ হতে লাগ্‌ল—তিনি এই খবরটাও আমাকে দেওয়া আবশ্যক মনে কর্‌লেন না? আমি অন্য কারো মুখে এই খবর শুনে যে উৎসুক হয়ে থাক্‌ব এটাও কি তাঁর খেয়াল হচ্ছে না? ওঁর পারিবারিক খবর আমার জান্‌বার দর্‌কার কি, মনে করে' যদি না এসে থাকেন তো ভারি অন্যায় করেছেন? গৌরী কি শুধু ওঁর? গৌরীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই?

তবে যে তিনি একদিন বলেছিলেন—গৌরী সম্পূর্ণই আপনার! সে কি তবে……

ধনিষ্ঠার মনে আসছিল—"সে কি তবে মুনিবকে খুশী করবার জন্যে চাকরের মন-রাখা কথা?" কিন্তু এই চিন্তার ক্ষীণ আভাস মনে হ'তেই সে কুন্ঠিত হয়ে অপরাধীর ভাবে তাড়াতাড়ি সে চিন্তা চাপা দিয়ে মনে মনে বললে—আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা! গৌরীর সুখ-দুঃখ যে আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তা কি উনি অতবড় বুদ্ধিমান্ হয়েও বুঝতে পারেন না?

ধনিষ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে বসে' রইল, তার আজ পূজাতে বসতেও মন সরছিল না।

গৌরী বেড়িয়ে ফিরে এল। এসেই সে ধনিষ্ঠাকে দেখেই বলে' উঠল—মা, আমার বাবা ফিরে এসেছে, সবাই আমাকে বললে……

তাকে মা সম্বোধনের পর অনিলকে বাবা বলে' গৌরী যখন উল্লেখ করলে, তখন কথাটা গিয়ে ধনিষ্ঠার কানে বাজল, তার মনে বিসদৃশ ঠেকল। তার মনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে এই চিন্তাও বয়ে গেল যে আর-একদিন গৌরী তাকে মা বলে' ডেকেই অনলকে

বাবা বলে' ডেকেছিল, এবং তাতে কী সুখকর মধুর লজ্জাই না তার সারা হৃদয়-মন ছেয়ে ফেলেছিল!

ধনিষ্ঠাকে চুপ করে থাকতে দেখে' গৌরী জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মা, আমার তো দুটো বাবা হ'ল, বাবা বলে' ডাকলে কোন্ বাবা উত্তর দেবে?

ধনিষ্ঠা একটুখানি ম্লানভাবে হেসে বললে—যিনি আজ এলেন, ইনিই তোমার বাবা; আর উনি তোমার··· ধনিষ্ঠার গলার কাছে কথাটা যেন আটকে গেল; সে যেন তার একটা অতি গোপন সুখের গলা টিপে শ্বাস রোধ করে' তাকে মারতে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে শক্ত হয়ে নিয়ে বললে—জ্যেঠামশায়।

গৌরী জোরে ঘাড় নেড়ে বললে—না, আমি বাবাকে জ্যেঠামশায় বলতে পারবো না, বাবাকে বাবাই বলব; আর এ বাবাকে বলব পাপা—আমি তো ওকে পাপাই বলতাম:

ধনিষ্ঠা যেন জটিল সমস্যার সহজ মীমাংসা শুনে আরাম অনুভব করে' বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ, তাই বোলো।

ধনিষ্ঠা অনেক রাত পর্য্যন্ত মনে করতে লাগল যে এইবার হয়তো অনল আসবে। কিন্তু যখন রাত দশটা বেজে গেল, তখন সে হতাশ হয়ে সন্ধ্যাপূজা করতে গেল।

পরদিন সকাল-বেলাটাও অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কেটে গেল। অনলের আপিসে আস্‌বার সময় ধনিষ্ঠা তার নির্দ্দিষ্ট জান্‌লায় গিয়ে বস্‌ল; সে দেখ্‌লে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনল আপিসে এল। ধনিষ্ঠা মনে করেছিল, মৃতমল্ল ভাইকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে অনলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল দেখ্‌তে পাবে; কিন্তু অনলকে দেখে তার যেন বোধ হ'ল সহজগম্ভীর অনল আরো গম্ভীর বিমর্ষ চিন্তাকুল হয়ে উঠেছে। শুধু কাছারীর উঠানের পথটুকু অতিক্রম কর্‌তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ই ধনিষ্ঠা অনলকে দেখ্‌লে, এবং তার মধ্যেও সব সময় অনলের মুখ সে সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পায়নি, কখনো মুখের একাংশ দেখেছে, কখনো বা কেবল মাথার পিছন দিক্‌টাই দেখ্‌তে পেয়েছে; তাই সে সন্দিহান হয়ে রইল, যে, তার যে মনে হ'ল অনল গম্ভীরতর বিমর্ষ চিন্তাকুল হয়ে আছে, সেটা সত্য, না দূর থেকে দেখার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র।

ধনিষ্ঠা চিন্তাকুল ও কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কোনো রকমে সমস্ত দিনটা কাটালে; কিন্তু যখন বিকালেও তার কাছে কাগজপত্র সই করাতে হরকান্ত এল, তখন ধনিষ্ঠার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল; তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে আজ হয়তো অনল নিজে চিঠিপত্র সই করিয়ে নিতে

আস্‌বে ; তা না আসাতে হতাশার পীড়া তাকে অস্থির করে' তুল্‌লে, অনলের উপর তার রাগ হতে লাগ্‌ল, মনে কর্‌তে না চাইলেও মনে হতে লাগ্‌ল অনল যেন তাকে ইচ্ছা করে' অবহেলা কর্‌ছে। বারম্বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে যখন দেখ্‌লে কাছারীর ছুটি হব-হব হয়ে এসেছে, তখন সে আর অপেক্ষা করে' থাকৃতে পার্‌লে না ; যদিও সে কিছুদিন আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিল—"আমি মরে' গেলেও আর কোনোদিন ওঁকে ডেকে পাঠাব না ; উনি নিজে থেকে যদি কখনো আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসেন তো আস্‌বেন, নইলে এই শেষ," তথাপি সে সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একজন চাকরকে বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবুকে দৌড়ে গিয়ে বলে' আয়, বাড়ী যাবার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে' যাবেন।

কাছারীর ছুটির পর অনল ধনিষ্ঠার অন্দরে এসে তার কাছে নিজের আগমন-বার্ত্তা পাঠালে। ধনিষ্ঠা অনলের আগমনের জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিলো, কিন্তু তবু চাকর এসে খবর দিতেই তার মুখের গৌরবর্ণে একটু লালের ছোপ বুলিয়ে গেল, হৃদয়ে রক্তধারা একটু দ্রুততালে আনা-গোনা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। অনল এসে গম্ভীর মুখে

নমস্কার করে' দাঁড়াল ; ধনিষ্ঠা মাথা ঝুঁকিয়ে যুক্তকরের উপর ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—বসুন।

অনল গম্ভীরমুখেই বল্‌লে—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন……

ধনিষ্ঠা একখানা চেয়ারের পিঠ ধরে' চেয়ারখানাকে একটু সরিয়ে তাতে বস্‌ল। অনলও তার সাম্‌নের এক চেয়ারে বস্‌ল। মুহূর্ত্তকাল উভয়েই নীরব। ধনিষ্ঠা অনলকে ডেকে এনেছে ; ধনিষ্ঠারই আগে আহ্বানের প্রয়োজন ব্যক্ত করে' বলা উচিত ; অনলও বোধ হয় তাই আশা কর্‌ছিল ; কিন্তু ধনিষ্ঠাকে নীরব থাক্‌তে দেখে অনলই নীরবতা ভঙ্গ করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

ধনিষ্ঠার মুখ আবার গোলাপী হয়ে উঠ্‌ল ; সে মাথা নীচু করে' আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির গোছা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লে——হ্যাঁ। অনিল ঠাকুর-পো নাকি ফিরে এসেছে ?

ধনিষ্ঠা তার স্বামী বেঁচে থাক্‌তেই স্বামীর প্রিয়পাত্র অনিলকে ঠাকুর-পো বলে'ই ডাক্‌ত, যদিও মাঝে-মাঝে সে স্বামীর কাছে অনিলের নাম কর্‌তে হলে তাকে সতীন বলে' উল্লেখ কর্‌ত। পুরাতন অভ্যাস-বশেই আজও

ধনিষ্ঠা অনিলকে ঠাকুর-পো বল্‌লে। কিন্তু বলে'ই তার মুখ অত্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে নত চোখের কোণ দিয়ে অনলকে একবার দেখে নিলে।

অনল ধনিষ্ঠার মুখের শ্রী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করে' গম্ভীরমুখে শুধু বল্‌লে—হ্যাঁ।

অনল আরও-কিছু বল্‌বে এই আশায় ধনিষ্ঠা অনলের মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু অনল গম্ভীর হয়ে মুখ একটু ফিরিয়ে বসে' রইল। ধনিষ্ঠা অনলের গাম্ভীর্য্য দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগ্‌ল ; সে যে অনলকে ডেকে এনেছে তা কি ঐ এক হ্যাঁ শোন্‌বার জন্য ! কিন্তু ডেকে যখন সে এনেছে,তখন অনল কথা না বল্‌লেও তাকে কথা বলাবার জন্য ধনিষ্ঠাকে তো কথা বল্‌তে হবে। সে সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—অনিল-ঠাকুরপোর বৌ যে চিঠি লিখেছিল তা একেবারে আগাগোড়া মিথ্যা ?

ধনিষ্ঠা বল্‌তে যাচ্ছিল গৌরীর মা, কিন্তু তা সে বল্‌তে না পেরে বল্‌লে অনিল-ঠাকুরপোর বৌ। গৌরীর মা তো সে-ছাড়া আর কেউ নয় ; গৌরী যে অপরের মেয়ে এ চিন্তাও সে মনে স্থান দিতে পারে না।

ধনিষ্ঠার প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অনল বল্‌লে—এখন তো দেখ্‌ছি সে চিঠি মিথ্যা ; কিন্তু সে

চিঠি সত্য হলেই ভালো হত। সেই চিঠিকে সত্য ভেবে যে কষ্ট পেয়েছিলাম, এখন সেই চিঠিকে অসত্য দেখে ততোধিক কষ্ট পাচ্ছি।

যে ভাই অনলের প্রাণতুল্য প্রিয়, যার জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে' অনল মহত্ত্বের ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছে, অনল সেই ভাইয়ের জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্লাঘ্য বিবেচনা করছে যে কতবড় দুঃখে, তা ধনিষ্ঠা বুঝতে পারলে; নিষ্কলুষ-চরিত্র সুসংযতস্বভাব অনল ভাইয়ের অনাচার দেখে যে কতবড় দুঃখিত হয়েছে, তা বুঝতে পেরে ধনিষ্ঠাও ব্যথিত হ'ল। সে ম্লান-মুখে মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—শুনলাম সে খুব মাতাল হয়ে এসেছে।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—শুধু মাতাল হ'লে তো তাকে পশু বলে' তার অনাচার ক্ষমা করতে পারতাম; কিন্তু এ যে একেবারে দানব হয়ে ফিরেছে। ওর কথা যে আমি কেমন করে' আপনাকে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না—ও আমার লজ্জা, আমার স্বর্গগতা মায়ের লজ্জা, আমার পিতৃপিতামহদের লজ্জা, ও আমার গৌরীর লজ্জা!

ধনিষ্ঠা গম্ভীর স্বল্পবাক্ অনলের মুখে এই ভাবোচ্ছ্বাসের কথা শুনে কাতর-দৃষ্টিতে অবাক্ হয়ে অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনল ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—অনিল বিলাতে গিয়ে মদ খেতে ধরে' আনুষঙ্গিক নানা অনাচারে ডুবে গিয়েছিল; মাত্‌লামির ঝোঁকে নিজের সকল কুকীর্ত্তিই সে ব্যক্ত করে' ফেলেছে। অনাচারের ফলেই গৌরীর জন্ম হয়। কিন্তু গৌরীর জননী……

অনল ধনিষ্ঠার সাম্‌নে অনিলের স্ত্রীকে গৌরীর মা বল্‌তে পার্‌লে না, তার মুখে বাধ্‌ল, তাই সে বল্‌লে—গৌরীর জননী ছিল সাধ্বী, সে অনিলকে ভালোবেসে পতি-ভাবেই তাকে আত্মদান করেছিল; কিন্তু এই পাষণ্ডটা এমনই নরাধম যে, স্ত্রীর ভালোবাসার সুযোগ পেয়ে তার উপর অত্যাচার কর্‌ত; সে বেচারা নিজে লোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে' বা দোকানে চাকরী করে' স্বামী ও কন্যাকে পালন কর্‌ত, আর এ, স্ত্রীর কষ্টের উপার্জ্জন অনাচারে অপব্যয় কর্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ত না।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—আপনি তো ওকে মাসে-মাসে অনেক টাকা পাঠাতেন।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে না যে সেও অনিলকে অনলের জন্যেই মাসে-মাসে অনাচারের খরচ জুগিয়ে এসেছে।

অনল বল্‌তে লাগ্‌ল—হ্যাঁ, আমি যা পাঠাতাম আর

আপনি তাকে যা দিতেন, তা হাতে পড়্বামাত্রই সে জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, অনাচারে উড়িয়ে দিয়ে রিক্তহাতে বাড়ীতে এসে স্ত্রীর উপর জুলুম কর্‌ত। নিজেকে আর নিজের কচি মেয়েকে পাষণ্ডের উৎপীড়ন থেকে বাঁচাবার জন্যে সে-বেচারী প্রাণপণ পরিশ্রম করে' উপার্জ্জন কর্‌ত স্বামীর অনাচারের খরচ জোগাবার জন্যে। শেষে এক জায়গায় জুয়া খেলে অনেক বেশী টাকা ধার করে' ফেলে ; সেই টাকার মহাজন টাকা আদায় কর্‌তে এলে অনিল তার সঙ্গে মারামারি করে' তাকে প্রায় খুন করে' ফেলে। সেই সময় সে তার স্ত্রীকে মারের ভয় দেখিয়ে মিথ্যা করে' নিজের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে আমাকে চিঠি লেখায় ; মৎলব ছিল টেলিগ্রাফে তাড়াতাড়ি টাকাটা গিয়ে পড়্‌লে সে সেই টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে' ফেল্‌বে। কিন্তু আমার পাঠানো টাকা গিয়ে পৌঁছানোর আগেই ওকে পুলিসে গেরেপ্তার করে' নিয়ে গিয়ে হাজতে আটুকে রাখে। ইতিমধ্যে টাকাটা গিয়ে গৌরীর জননীর হাতে পড়ে। সে-বেচারী পশু-স্বভাব স্বামীর বন্দী-অবস্থার সুযোগ পেয়ে মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে পালিয়ে আস্‌ছিল ; পথে সে মারা পড়ে, এ পর্য্যন্ত আর এসে পৌঁছতে পারে-নি—এমনি মরণাপন্ন দশা হয়েছিল তার

স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে। ওদিকে ওর জেল হয়েছিল। জেল থেকে খালাস হয়ে ও নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে। সে যুদ্ধের সৈনিক ছিল বলে' গভমের্ণ্ট্‌ থেকে ওকে পাথেয় দিয়ে দেশে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা কোনো খবর পাবার পূর্ব্বেই ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে।

অনল অনিলের ইতিহাস বলে' চুপ কর্‌ল। ধনিষ্ঠার মনে হতে লাগ্‌ল যে তার কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি যে বল্‌বে তা ভাব্‌তে গিয়ে তারও আর-কিছু বলা জোগালো না। ক্ষণকাল চুপ করে' বসে' থাকার পর অনল উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠাও উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—এখনও ওর বয়স অল্প, আপনার কাছে থাক্‌লে ওর স্বভাব শুধ্‌রে যাবে।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—কতদিনে শোধ্‌রাবে ভগবান্‌ জানেন; কিন্তু এখন তার পশু-প্রকৃতি দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে—লোকে যে বল্‌ছে ও আমার ভাই তাতে আমার লজ্জা আর কষ্ট হচ্ছে খুবই, কিন্তু ওকে যে গৌরীর বাবা বলে' লোকে পরিচয় দিচ্ছে এ আমার মর্ম্মান্তিক হচ্ছে—দেব-নির্ম্মাল্যের মতন পবিত্র সুন্দর গৌরীর বাবা এই নর-পশু!

ধনিষ্ঠা এর উত্তরে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, সে সজল দৃষ্টি তুলে একবার অনলের মুখের দিকে তাকালে। অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে' গেলো।

অনল ধনিষ্ঠার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ধনিষ্ঠা গৌরীর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলে—বাবা, আমার পাপা এসেছে! আমি তাকে দেখ্‌ব। সে আমাকে দেখ্‌তে এল না?

গৌরীর কথা শুনে ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল এবং দেখ্‌লে অনল গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌ছে—হ্যাঁ, সে দেখ্‌তে আস্‌বে বৈ কি। সে অনেক দূর থেকে এসেছে কি না, তাই তার শরীরটা তেমন ভালো নেই।

গৌরী বল্‌লে—তবে আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে চলো না।

অনল বল্‌লে—আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্য একদিন নিয়ে যাব।

অনল গৌরীকে কোলে করে'ই চল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে ধনিষ্ঠা তাদের পিছনে ঘরের দরজার সাম্‌নে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে। অনল গৌরীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্‌লে—তুমি তোমার মা'র কাছে যাও।

গৌরী ছুটে ধনিষ্ঠার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, এখন তোমাকে ছোঁব ?

ধনিষ্ঠা নত হয়ে গৌরীকে কোলে তুলে নিলে।

তাই দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনল সেখান থেকে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে তার পিতার প্রসঙ্গ ভুলিয়ে দেবার জন্যে বল্‌লে—মা-মণি, চলো, তোমার জন্যে একটা নতুন জিনিস রেখেছি।

গৌরী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি মা ?

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—আগে বল্‌ব না, দেখ্‌বে চলো।

গৌরী কৌতূহলে নির্বাক্ হয়ে রইল। ধনিষ্ঠা তাকে কোলে করে' নিজের আপিস-ঘরে ফিরে গিয়ে আঁচল থেকে চাবি নিয়ে একটা দেরাজ খুল্‌লে এবং দেরাজের টানা টেনে বার করে' তার ভিতর থেকে সুন্দর এক-ছড়া মুক্তার মালা তুলে' গৌরীর গলায় পরিয়ে দিলে।

গৌরী আনন্দে উৎফুল্ল মুখে বলে' উঠ্‌ল—বাঃ! বেশ সুন্দর!

ধনিষ্ঠা গৌরীকে বুকে চেপে বল্‌লে—আমার গৌরী আরো সুন্দর!

গৌরী ধনিষ্ঠার বুকের মধ্যে চাপা থেকে তার মুখ

দেখ্‌তে পাচ্ছিল না; সে মাথা একটু পিছন দিকে হেলিয়ে ধনিষ্ঠার মুখ দেখ্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে—মা, তুমি গয়না পরো না কেন?

ধনিষ্ঠা গৌরীর দুই হাত নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—এই যে আমার গহনা! তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার অলঙ্কার!

গৌরী মার স্নেহসুখে মার বুকে লগ্ন হয়ে চুপ করে' রইল।

* *
*

অনল বাড়ীতে ফিরে যেতেই অনিল মদ্যপানে অবশ-চরণে তার কাছে এসেই স্খলিতবচনে বল্‌লে—দাদৃ-প্রবর! ......

অনল ব্যথিত ও বিরক্তস্বরে বল্‌লে—অনিল, আমাকে অপমান কর্‌তে তোমার লজ্জা বোধ হয় না?

অনিল দুবার টলে' নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—এতে আবার অপমান কিসে হ'ল? ভ্রাতৃ শব্দের প্রথমার একবচনে হয়

ভ্রাতা, কিন্তু অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস হ'লে ভ্রাতৃই থেকে যায়; তেমনি দাদৃ শব্দ থেকে হয়েছে দাদা, সমাসে দাদৃই থাকবে। ভ্রাতৃ শব্দের সম্বোধনে হয় ভ্রাতঃ; দাদৃ শব্দের সম্বোধনে হবে দাদঃ। সেটা শুন্‌তে খারাপ লাগল—সর্ব্ব-দক্ষগজসিংহ মলমের কথা মনে পড়ে' যায়; তাই সম্মান দেখিয়ে সমাস কর্‌লাম দাদৃপ্রবর, কিনা দাদার মধ্যে সেরা দাদা! আর সেটা হ'ল কিনা তোমার কাছে অপমান!

অনল ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে—মনুষ্যত্বের লেশমাত্র অবশেষ থাকলে তুমিও ঐ রকম কথাকে অপমানজনক মনে করতে।

অনিল বল্‌লে—মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন তখন মনুষ্যত্ব কাড়ে কোন্ শালা! ভগবানেরও ক্ষমতা নেই।

অনল একবারে মর্ম্মাহত হয়ে নীরবে সেখান থেকে চলে' যাবার উপক্রম কর্‌লে। অনিল টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে তার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—কতকগুলো বাজে বকিয়ে পালালে তো চল্‌বে না। কাজের কথাটা বলাই হয়নি—আমার কিছু টাকা চাই।

অনল অনিলের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—তোমাকে আমি এক পয়সা দেবো না; তোমার খাওয়া-পরার যা-কিছু দর্‌কার হবে আমি কিনে দেবো।

অনিল বল্‌লে—বেশ, তবে আমাকে ডজন-খানেক হুইস্কির বোতল আনিয়ে দাও।

অনল বল্‌লে—ঐটি পাবে না।

অনিল বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লে—ঐ তো! নিজের কথা ঠিক রাখ্‌তে পারো না! আবার মনুষ্যত্বের বড়াই করো! এখনি যে বল্‌লে আমার খাওয়া-পরার যা-কিছু দর্‌কার সব কিনে দেবে!

অনল বল্‌লে—বিষ খেতে চাইলে তো বিষ কিনে দিতে পারি না।

অনিল ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌লে—মদ বুঝি বিষ! অমৃত! অমৃত! সুধা! স্বর্গে দেবতারা যা খায়! আগে আমাদের দেশের ঋষিরা যে সোমরস পান কর্‌তেন! আর এ হচ্ছে গিয়ে পরম পবিত্র বিশুদ্ধ দ্রাক্ষারস!

অনল আবার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—মাতালের সঙ্গে বক্‌বার অবকাশ আমার নেই। যাও, ঘরে গিয়ে শোও গে।

অনিল বল্‌লে—বা রে! টাকা দেবে না তো আমার নেশা ছুটে যাবে যে! টাকা না দাও আমি তোমার সব জিনিস বেচে-বেচে মদ খাব।

অনিল এই বলে' খপ করে' হাত বাড়িয়ে অনলের

আমার বুকের উপর লম্বিত সোনার চেনটা চেপে ধর্‌লে। অনলও তৎক্ষণাৎ অনিলের হাত এমন জোরে টিপে ধর্‌লে যে বলিষ্ঠ অনলের টিপনে কৃশকায় অনিল ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আঃ দাদা, হাত ভেঙে দেবে নাকি, ছাড়ো ছাড়ো, বড্ড লাগ্‌ছে।

অনলের হাতের চাপে অনিলের হাতের মুষ্টি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অনল অনিলের হাত ছাড়িয়ে ফেলে সেখান থেকে দ্রুত চলে' গেল।

অনিল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনেই বল্‌লে—জানি টাকা দেবে না, তাই আগে থাক্‌তেই বুদ্ধি করে' রূপোর ডিবেটা হাতিয়ে রেখেছি। যাই সেটাকেই বিক্রমপুর পাঠিয়ে আসি। কিন্তু কোনো শালা কি আমার কাছ থেকে জিনিস কিন্‌তে চায়? মাটির দরে ছেড়ে দিতে চাইলেও শালারা বলে ম্যানেজার-বাবু টের পেলে ফ্যাসাদে পড়্‌তে হবে। ড্যাম্‌নেড্‌ টাইর‍্যাণ্ট আর অ্যারাণ্ট্‌ কাউআর্ড্‌স্‌।

অনিল টল্‌তে টল্‌তে চলে' গেল। রাত্রে আহারের পর অনলকে পান দেবার সময় তার পরিচারিকা হরির মা রূপার পানের ডিবাটা কোথাও খুঁজে পেলে না। অনল শুনে কেবল বল্‌লে—সে আর

খুঁজ্‌তে হবে না। আজ থেকে আমি আর পান খাব না।

সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে সেই ডিবে কোথায় গেছে।

পরদিন সকাল-বেলা গৌরীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরে এসে মাধবী হাঁপাতে হাঁপাতে ধনিষ্ঠাকে বল্‌লে—ওমা, মাগো, কাল রাত্তিরে ম্যানেজার-বাবুর রূপোর ডিবে চুরি গেছে; ম্যানেজার-বাবু তাই শুনে চাকর-দাসী কাউকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করে' হরির মাকে বলেছে—আজ থেকে আমি আর পান খাব না। এ যে চোরের উপর রাগ করে' ভুঁইয়ে ভাত খাওয়া হ'ল!

ধনিষ্ঠা নির্বাক্ হয়ে একবার মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নত কর্‌লে; তার মনে যে সন্দেহ হ'ল তা সে দাসীর কাছে ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লে না।

মাধবী ধনিষ্ঠাকে নিরুত্তর দেখে আবার বল্‌লে—আজ সকালে বাজারে ঢেঁড্‌রা পিটে দিয়েছে ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে সব জিনিস-পত্তর নিলাম হবে আর কাঙালী-বিদায় হবে। ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে লোকে-লোকাকীর্ণি হয়েছে দেখে এলাম।

এবারে ধনিষ্ঠা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—অনিল-ঠাকুরপো কোথায়?

মাধবী বল্লে—তিনি কাল রাতের গাড়ীতেই কল্‌কাতা চলে' গেছে। হরির মা তাকে বলেছিল—'এত রাত্রে কল্‌কাতা যাবার কি দরকার হ'ল?' তাতে তিনি উত্তর করেছিল—এখানে ধেনো মদ ছাড়া পাওয়া যায় না, ধেনো তিনি খেতে পারে না। তাই কল্‌কাতা গেছে হুস্কি না কি বলে মা বিলিতী মদ কিনে আন্‌তে।

ধনিষ্ঠা মুখে আর কিছু বল্‌লে না, কিন্তু তার মনে হ'ল —অমন লোকের ভাই এমন হ'তে পার্‌লে কেমন করে'?

অনল কেবলমাত্র পরিধেয় খানকয়েক মোটামুটি কাপড় চাদর জামা মাত্র রেখে বাড়ীর আর সব জিনিস বিক্রী করে' ফেল্‌লে; জুতো ছাতা তৈজসপত্র থেকে আরম্ভ করে' খাট পালং দেরাজ আল্‌মারি যা যেখানে ছিল কিছুই সে রাখ্‌লে না। সমস্ত বিক্রী করে' যে টাকা পেলে তা থেকে চাকর-দাসীদের মাইনে আগাম চুকিয়ে দিয়ে বাকী টাকা কাঙালীদের মধ্যে নিঃশেষে বিতরণ করে' দিলে। এ একেবারে সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ!

যখন কাঙালী-বিদায় হচ্ছে, তখন অনিল কল্‌কাতা থেকে মদ কিনে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। ব্যাপার দেখে সে মনে মনে বল্‌লে—আমাকে একটা টাকা দিতে পারেন না, এদিকে নবাবী করে' কাঙালী-বিদায় করা হচ্ছে!

কাল আমি সিন্দুক না ভাঙি তো আমার নাম অনিল নয়!

অনিল বাড়ীতে এসে অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে সব শূন্য! যে সিন্দুকে অনিলের টাকা ঘড়ি আংটি ইত্যাদি দামী জিনিস থাকৃত, তার পূর্ব্ব-অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র মাটির বুকে দাগ পড়ে' আছে, সিন্দুক প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্ধান করেছে। অনিল অনলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দাদা, জিনিসপত্তর সব কোথায় গেল?

অনল তার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বল্‌লে—বিক্রী করে' ফেলেছি।

অনিল আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন?

অনল গম্ভীরভাবে বল্‌লে—কাঙালীদের দান কর্‌ব বলে'।

অনিল ব্যঙ্গভরা স্বরে বল্‌লে—ভাইকে কিছু দেবার বেলা যত কৃপণতা, আর যত রাজ্যের কাঙালীদের ডেকে এনে টাকা বিলিয়ে ফোতো নবাবী করা হ'ল!

অনল এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে' গেল।

অনিলকে হরির মা এসে ডাকৃলে—ছোট-বাবু, জল খাবে এস।

কল্‌কাতা থেকে এসে অনিলের ক্ষুধা পেয়েছিল। সে হরির মার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দেখ্‌লে একখানা ফাটা পিঁড়ি পেতে কলার পাতা পেড়ে জলখাবার আর একটা মাটির গেলাসে জল দিয়েছে। এ দেখেই তো অনিলের গা জলে' উঠল, সে কর্কশ স্বরে বল্‌লে—এ আবার কি ঢং! আমি কি হাড়ি না বাগ্‌দী যে আমাকে এ রকম করে' জল খেতে দেওয়া হয়েছে।

অনিল লাথি মেরে জলের গেলাস উল্টে খাবার ছড়িয়ে ফেল্‌লে।

অনল সেখানে এসে অনিলের কাণ্ড দেখেও তাকে কিছু না বলে' হরির মাকে বল্‌লে—হরির মা, ছোট-বাবু নিজে কিছু খেতে না চাইলে আর খেতে দিয়ো না। আমাকে খেতে দাও।

অনিল ক্রোধে ও নেশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চীৎকার করে' বল্‌লে—আমি ও মালায় ভাঁড়ে খেতে পার্‌ব না।

অনল শান্তস্বরে বল্‌লে—ভাঁড় মালা ছাড়া আমার বাড়ীতে আর কোনো পাত্র নেই যখন, তখন হয় ঐ পাত্রে খেতে হবে, নয় উপোষ কর্‌তে হবে।

অনিল নিরুপায় হয়ে রাগে গরগর কর্‌তে কর্‌তে

চলে' গেল; সে স্থির কর্‌লে যে খুব খানিকটা মদ ঢেলে মনের সব ক্ষোভ ভাসিয়ে দেবে।

নিজের ঘরে ঢুকেই সে স্তম্ভিত হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল—তার বড় সাধের হুইস্কির বোতলগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে' আছে, আর ঘরে মদের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বেগে অনলের কাছে ফিরে এসে চীৎকার করে' ডাক্‌লে—দাদা!

এই ডাকটা ক্রোধের গর্জ্জন অপেক্ষা শোকের আর্ত্ত-নাদের মতনই বেশী শোনালো।

অনল তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে বল্‌লে—আমার মদের বোতলগুলো কে ভাঙ্‌লে?

অনল শান্ত স্বরে বল্‌লে—আমি।

অনিল গর্জ্জন করে' উঠ্‌ল—এ ভারি অন্যায়!

অনল আবার শান্ত স্বরে বল্‌লে—মদ খাওয়া আরো অন্যায়; যে মদকে ঘৃণা করে তার বাড়ীতে মদ এনে রাখা ততোধিক অন্যায়।

অনিল চীৎকার করে' উঠ্‌ল—তোমার মাথা ভেঙে ফেলে ঐ রকম রক্ত গড়িয়ে দিতে পার্‌লেও আমার রাগ যায় না।

অনল হেসে বল্‌লে—রাগ যখন যাবেই না, তখন মাথা ভেঙেও তো কোনো লাভ নেই।

অনিল অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে ব'লে উঠল—যাও, তোমার হাসি ভালো লাগে না।

অনল এবার কাতর স্বরে বললে—এ হাসি নয় ভাই, হাসি নয়! লোহা যখন বেশী তেতে ওঠে, তখন লাল হয়, আরো তাত্‌লে শাদা হয়; তেমনি দুঃখ বেশী হ'লে কান্না আসে, আরো বেশী হ'লে কান্না হাসির রূপ ধরে!

অনিল বিরক্ত হয়ে চলে' যেতে যেতে বললে—রেখে দাও তোমার ও-সব ন্যাকামি কবিত্ব।

*

* *

পরদিন সকাল-বেলা অনিল অনলকে বললে—দাদা, আমাকে একশো টাকা দিতে হবে।

অনল গম্ভীর অথচ শান্ত ভাবে বললে—তোমায় তো বলেছি তোমার হাতে আমি এক পয়সা দেবো না।

অনিল ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—আচ্ছা, মাসকাবারে যখন মাইনে নিয়ে আস্‌বে তখন আমি একশো টাকা কেড়ে নেবোই নেবো।

অনল শান্ত স্বরে বললে—আজ থেকে নিত্যকার খরচের মতন টাকা প্রত্যহ খুচ্‌রা খুচ্‌রা নিয়ে আস্‌ব, বাকী টাকা খাজাঞ্চীখানাতেই জমা থাকবে।

অনিল তবুও দমে' না গিয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, তুমি না দাও, তোমাকে যে দিচ্ছে তার কাছ থেকেই আদায় করে' আন্‌ব।

অনল এবার ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে ব্যগ্র স্বরে বল্‌লে—খবরদার অনিল, স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে মাত্‌লামি কোরো না। আমার উপর তুমি যা খুশী উপদ্রব কোরো, আমি সহ্য কর্‌ব; কিন্তু অপরের উপর উপদ্রব আমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ব না।

অনিল বল্‌লে—তবে আমাকে একশো টাকা দেবে বলো।

অনল চুপ করে' কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লে—আচ্ছা, আমি একটু ভেবে বিকাল-বেলা বল্‌ব।

অনিল খুশী হয়ে চলে' গেল। অনল পূজা-আহ্নিক কর্‌তে বস্‌ল। সেদিন সে কাতর হয়ে সাশ্রুনয়নে ভগবানের কাছে অনিলের শুভমতির জন্য দীর্ঘকাল প্রার্থনা কর্‌লে।

অনল কাছারী চলে' গেলে অনিল ভাব্‌লে—দাদা টাকা দেয় ভালোই; উপরন্তু বৌদিদির কাছ থেকে কিছু আদায় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে মন্দ কি?

অনিল ছেলেবেলা থেকেই ধনিষ্ঠার স্বামীর সঙ্গে তার বাড়ীতে যেত, ধনিষ্ঠাকে সে বৌদিদি বলে' ডাক্‌ত;

ছেলেবেলার পরিচয়ের অধিকারে এবং বর্ত্তমান ম্যানেজারের ভাই ও গৌরীর পিতা হওয়ার সম্পর্কের জোরে সে অবাধে ধনিষ্ঠার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌লে। ধনিষ্ঠা তখন সবেমাত্র পূজার ঘর থেকে অনলকে কাছারীতে আস্‌তে দেখে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর গৌরীও পণ্ডিত মশায়ের কাছে লেখাপড়া শেষ করে' মার কাছে এসেছে, এমন সময় সেখানে অনিল এসে উপস্থিত হয়ে নেশা-জড়িত স্বরে বল্‌লে—কি বৌ-দিদি, ভালো আছ তো?······

অনিল মাঝে এসে পড়াতে ধনিষ্ঠা স্বামীকে কখনো প্রাণ ভরে' কাছে পায়নি, অনিল আর থিয়েটার নিয়ে তার স্বামী দিবা-রাত্রি উন্মত্ত হয়ে থাক্‌ত, ধনিষ্ঠার ভাগ্যে স্বামী-সঙ্গ দুর্লভ হয়ে উঠেছিল; এজন্য ধনিষ্ঠা কখনো অনিলকে সুনজরে দেখ্‌তে পারেনি, অনিলকে দেখ্‌লে—এমন কি তার নাম শুন্‌লে ধনিষ্ঠার গা জ্বলে' যেত। এই অনিল মধ্যে কিছুদিন অনলের ভাই হয়ে ধনিষ্ঠার কাছে নূতন ভাবে পরিচিত হওয়াতে তার প্রতি ধনিষ্ঠার বিরাগ অনেকখানি হ্রাস হয়ে গিয়েছিল; তার পর গৌরীর পিতা বলে'ও অনিলের স্মৃতিটার তিক্ততা অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার অনিল

অনলের সাক্ষাৎ মনস্তাপের রূপ ধরে' এসে ধূমকেতুর মতন আবির্ভূত হয়েছে, এই অনিলের জন্য অনল সর্ব্বস্বান্ত হ'ল বারম্বার এবং অনলের অভাব মোচনের জন্য ধনিষ্ঠাকে কী ভীষণ কৃচ্ছ সাধনই না করতে হয়েছে এবং এবার আর অভাব মোচন করা সম্ভবপরও হবে না—ধনিষ্ঠা অনলকে কিছু এমনি দান করলে সে নেবে না, ব্রতের ছলে দান করলেও সে সেই সামগ্রী নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিতরণ করে' ফেল্‌বে, এবং অনল যেজন্য এবার সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে তাতে তাকে কিছু দেওয়াও ধনিষ্ঠার উচিত হবে না, ভাইয়ের চুরি আর মদ খাওয়া নিবারণ করবার জন্যই না অনল সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার বিষম দুঃখ বরণ করেছে,—এইসব ভেবে ধনিষ্ঠার মন অনিলের উপর আবার বিরূপ হয়ে উঠেছিল; এখন তাকে মত্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে অসম্মান-ব্যঞ্জক ব্যঙ্গভরা স্বরে কথা বল্‌তে শুনে ধনিষ্ঠার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হ'ল। সে অনিলের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে বিরক্তি-বিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গৌরী তার জনকের চোখ-মুখের রক্তিমাভা ও কুশ্রী বিকৃতি এবং অবশ অঙ্গভঙ্গী দেখেই ভয় পেয়ে গেল; ধনিষ্ঠার খাওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত ধনিষ্ঠাকে যে তার ছুঁতে

নেই সেই নিষেধ ভুলে গিয়ে গৌরী ভীতিপাংশুল মুখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ধনিষ্ঠাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। ধনিষ্ঠা অনিলের দিক্ থেকে চোখ না ফিরিয়েই গৌরীকে কোলে তুলে নিলে; গৌরী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বাঁচল্‌।

অনিল ধনিষ্ঠার বিরক্তি ও গৌরীর ভয়ের দিকে লক্ষ্য না করে'ই নিজের কথার পিঠেই কথা বলে' চল্‌ল—আগে তুমি ছিলে আমার পাতানো বৌদিদি, এখন আমার সত্যিকারের বৌদিদি হয়ে গেছ! দিব্যি আছ বৌদিদি!

ধনিষ্ঠার চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে গেল; সে কর্কশ গম্ভীর স্বরে বল্‌লে—দেখো অনিল-ঠাকুরপো, মুখ সাম্‌লে কথা বোলো, মাতলামি কর্‌বার জায়গা এখানে নয়। তুমি যাও……এখনি চলে' যাও……না, তোমার কোনো কথা আমি শুন্‌ব না……তুমি ম্যানেজার-বাবুর ভাই, গৌরীর বাবা বলে' এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ, নইলে………

অনিল ধনিষ্ঠার কড়া মেজাজ ও দৃঢ় স্বভাবের পরিচয় বিলক্ষণই জান্‌ত; তাই সে মত্ত অবস্থায় মনের প্রধান কথাটা ব্যক্ত করে' ফেলেই ধনিষ্ঠাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে বিশেষ দমে' গিয়েছিল; সে মনে করেছিল ধনিষ্ঠা তার কথাটাকে ঠাকুর্‌পোর রসিকতা বলে'ই মনে করে' নেবে।

ধনিষ্ঠা কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে যেতেই অনিল ধনিষ্ঠার মুখের শেষ কথা কুড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—নইলে কি? আমাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে' দিতে?

ধনিষ্ঠা কড়া স্বরে বল্‌লে—আমি তোমার একটা কথাও শুন্‌ব না, তুমি এক্ষণি চলে' যাও, আর কখনো আমার বাড়ীর ভিতরে আস্‌বে না বলে' দিচ্ছি।

এই বলে'ই ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়েই ঠিক পিছনেই তার পূজার ঘরে ঢুকে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

অনিল ভয় ও লজ্জা পেয়ে নম্র স্বরে বল্‌লে—বৌদিদি, আমার একটা কথা শোনো······

ধনিষ্ঠা বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে অনিলের কথা গ্রাহ্য না করে' মাধবীকে ডেকে বল্‌লে—মাধী, পাঁড়ে আর তেওয়ারীকে বল্ ছোটবাবুকে সঙ্গে করে' বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

অনিল এবার বিরক্ত হয়ে বলে' উঠল—হম্! সতীপনা দেখে আর বাঁচিনে! তবু যদি দেশময় ঢিঢিক্কার না পড়ে' যেত! পেয়াদার ভয় দেখিয়ে তো আর সত্যিকে লুকিয়ে রাখা যায় না!·········

অনিল বাড়ীতে ঢুক্‌তেই অন্দরের দেউড়ির দারোয়ান

পাঁড়ে আর তেওয়ারী একটু ব্যস্ত হয়েই ছিল ; এখন রাণীজীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হুকুম তাদের কানে যেতেই তারা বাড়ীর মধ্যে আস্‌ছিল ; আবার অন্য দিকে অনেক দাসী চাকর ধনিষ্ঠার দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থেকে মাতালের কাণ্ড দেখ্‌বার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল, তারাও রাণীমার হুকুম শোন্‌বামাত্র পাঁড়ে ও তেওয়ারীকে ডাক্‌তে দৌড়ে-ছিল, মাঝপথে তাদের উভয় পক্ষের দেখা হয়ে গেল। মাধবী অনিলের সাম্‌নে দিয়ে কেমন করে' দারোয়ানদের ডাক্‌তে যাবে ভেবে ইতস্ততঃ কর্‌ছিল ; মাধবী এক পা নড়্‌বার আগেই দেখ্‌লে পাঁড়ে আর তেওয়ারী সিঁড়িতে উঠ্‌ছে। সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনে অনিল মুখ ফিরিয়েই যখন দেখ্‌লে দুই বিশালবপু ভোজপুরী জোয়ান উপরে উঠে আস্‌ছে, তখন তার নেশা অনেকখানি ছুটে গেল, মনটাও প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল ; সে মনে মনে ধনিষ্ঠার সঙ্গে শালী-সম্পর্ক পাতিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে' গেল ; পাঁড়ে আর তেওয়ারীও মাঝ-সিঁড়িতে পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটবাবুকে অগ্রসর করে' নিয়ে নেমে চলে' গেল।

ক্ষণকাল সব চুপচাপ। ধনিষ্ঠা ঘরের ভিতর বন্ধ থেকে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না অনিল গেছে, না এখনো আছে।

সে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' পাষাণমূর্ত্তির মতন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিস্ময়বিমূঢ়তা থেকে সচেতন হয়ে মাধবী ধনিষ্ঠাকে ডেকে বল্‌লে—মা, দরজা খুলে বেরিয়ে এসো, কাকা-বাবু চলে' গেছে।

মাধবীর কথা শুনে সাহস পেয়ে গৌরীরও কথা ফুট্‌ল, সে ধনিষ্ঠাকে বল্‌লে—পাপা তোমাকে মার্‌তে এসেছিল মা? আমার সেই আগের মাকেও এমনি করে' মারত, আমাকেও মারত মা, শুধুশুধু, আমরা কোনো দোষ কর্‌তাম না, তবু মারত!

ধনিষ্ঠা গৌরীর কথার উত্তরেও কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না, কেবল তাকে আরো নিবিড় করে' বুকে চেপে ধর্‌লে; সে দরজা খুলেও বাহির হতে পার্‌ছিল না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে তার লজ্জা কর্‌ছিল—অনিলের কথা তো তার চাকর-দাসীরা শুনেছে, তারা কী মনে কর্‌ছে! ছি ছি! কী দুর্নিবার লজ্জা! এই যে মিথ্যা কুৎসার জাল ক্রমশঃ তাকে জড়িয়ে ধর্‌ছে এর থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি?

মাধবী আবার ব্যথিত মিনতির স্বরে বল্‌লে—মা, তুমি বেরিয়ে এসো, আবার তো নাইতে-টাইতে

হবে; ভাত-কটা যে ওদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

গৌরী ধনিষ্ঠার বুকের মধ্যে থেকে তার মুখ দেখ্‌বার চেষ্টায় মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে বল্‌লে—মা, আমি তোমাকে ছুঁয়ে দিয়েছি বলে' তোমাকে আবার নাইতে হবে? আমাকে নিয়ে তো তুমি পূজোর ঘরেও এসেছ! আমি তো নিজে আসিনি মা। এ সব জিনিস ফেলে দিতে হবে?

শিশুর মুখের এই প্রশ্ন শুনে ধনিষ্ঠার বুক ফেটে যেতে চাচ্ছিল; এ কথার সে কী উত্তর দেবে, এই শিশুকে কী বলে' সে সান্ত্বনা দিতে পারে?

সে নীরবে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ধনিষ্ঠার মন এই দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, অনিল আজ যে মিথ্যা অপবাদ তাকে দিয়ে গেল, মদের ঝোঁকে যদি সেই অপবাদ তার দাদার সাম্‌নে ব্যক্ত করে, তা হ'লে সেটা কী বিষম লজ্জার কারণ হবে! এর আগে সাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী ও জানো বাম্‌নী তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করেছে; কিন্তু তারা দুজনেই স্ত্রীলোক, তাদের কুৎসা অনলের কানে পৌঁছাবার সম্ভাবনা কম ছিল এবং কোনো পুরুষ সহসা সাহস করে' জমিদারণী ও

ম্যানেজারের নামে যে কুৎসা রটাবে এ সম্ভাবনাও বেশী ছিল না; তাই ধনিষ্ঠা আগে এতটা চিন্তাকুল হয়নি। কিন্তু অনিল একে অনলের ভাই, চিরকাল স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, তাতে আবার মাতাল; সে অনায়াসেই অকথ্য কুৎসা ব্যক্ত করে' ফেল্‌তে পার্‌বে। এই আশঙ্কায় ধনিষ্ঠার অন্তর উদ্বিগ্ন ও লজ্জাকুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। সে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌লে না; তার চাকর-দাসীর কাছে পর্য্যন্ত মুখ দেখাতে সে সঙ্কোচ বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল।

*

* *

অনিল যে অন্দরে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে অপমান করে' এসেছে এই খবরটা অনলের কাছে গিয়ে আপিসেই পৌছল। অনিল যে ধনিষ্ঠাকে অপমান করেছে সে-কথা কাছারীময় ছড়িয়ে পড়েছিল; সকল কর্ম্মচারীরা এই ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার নিয়ে চুপিচুপি আলোচনা কর্‌ছিল; অনল তখন কার্য্য-উপলক্ষে তার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়েছিল; সেই ঘরের পাশের ঘরের লোকেরা জান্‌তে পারেনি যে, পাশের ঘরেই অনল আছে; কাজেই

তারা এই কথা অসঙ্কোচেই আলোচনা কর্‌ছিল। তাদের আলোচনা অনলের কানে গেল। অনল এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌লে যে, অনিল ধনিষ্ঠার কাছে গিয়ে তাকে অপমান করে' এসেছে। কোন্ বাক্য বা আচরণে অনিল ধনিষ্ঠার অপমান করেছে তা সে শুন্‌তে পেলে না, শোন্‌বার ঔৎসুক্যও প্রকাশ করা উচিত মনে কর্‌লে না। সে স্বভাবতঃই গম্ভীর; অনিলের আগমনের পর থেকে সে আরো গম্ভীর হয়ে গেছে; এই সংবাদে সে আরো গম্ভীর হলো; কিন্তু কেউ তার গাম্ভীর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লে না।

সে আপিসের কাজ করে' নিয়মিত সময়েই বাসায় ফিরে গেল।

আজ ধনিষ্ঠা নিজের কাছেই নিজের লজ্জায় অভিভূত হয়ে অনলের আপিস থেকে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন দেখ্‌তে আস্‌তে পারেনি।

অনিল দাদার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে পথ তাকিয়ে বাড়ীর বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল; দাদার কাছে টাকা নিয়েই ছটার গাড়ীতে সে কল্‌কাতা চলে' যাবে, ধেনো খেয়ে তার অরুচি ধরে' গেছে, ফূর্ত্তির অভাবে তার প্রাণে ছাতা ধরে' যাচ্ছে।

অনল কাছে আস্‌তেই অনিল বল্‌লে—দাদা, আমায় টাকা দাও।

অনল তার পাশ দিয়ে চলে' যেতে যেতে বলে' গেল —টাকা আমার নেই; থাকৃলেও দিতাম না; তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করে' কর্ত্রীঠাকৃরুণকে অপমান করে' এসেছ।

অনিল কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু অনল তার কথা শোন্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌লে না। অনিল দাদার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে একবার দস্তুরমতো ঝগড়া জুলুম করে' টাকা আদায়ের চেষ্টা কর্‌বে স্থির কর্‌ছিল, কিন্তু তার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা হলো না, সে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়াল। সে দেখ্‌লে ঠেলা-গাড়ীতে চড়ে' হাওয়া খেতে বেরিয়েছে তারই কন্যা প্রিলিলা। তার কন্যার বেশভূষা ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখে অনিলের ক্ষুদ্র চিত্ত হিংসায় জ্বলে' উঠল—এ বেটী তো আমার মেয়ে হয়ে দিব্যি সুখে ঐশ্বর্য্যে আছে। আর আমি ওরই বাবা হয়ে একটু মদ খাবার টাকার জন্যে এর দ্বারে ওর দ্বারে হাত পেতে পেতে ফ্যা ফ্যা করে' বেড়াচ্ছি, তবু ভিক্ষা মেলে না!

এই কথা মনে হতেই অনিল গৌরীর দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

ধনিষ্ঠা তার দুঃখ লজ্জা ভোলবার জন্যে আজ সমস্ত দিন গৌরীকে নিয়েই ছিল; সে তার স্বাভাবিক নিপুণতাকে স্নেহে নিপুণতর করে' তুলে গৌরীকে আজ নিজের হাতে সাজিয়েছে—সবচেয়ে ভালো দামী পোশাক পরিয়েছে, তার সব গহনা দিয়ে তাকে ভূষিত করেছে; এমন-কি তার ঠেলাগাড়ীখানাকে পর্য্যন্ত নানান রঙের রেশমী কাপড় কুঁচিয়ে ঝালর করে' সাজিয়ে দিয়েছে। আজ গৌরীও মায়ের যত্নের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পেয়ে খুশী মনে বেড়াতে বেরিয়েছে।

অনিল এগিয়ে গিয়েই কন্যাকে সম্বোধন করে' বললে—কি রে প্রিন্সি, তুই তো মস্ত বড় হয়েছিস, বেড়ে সুখে আছিস্!

পিতৃসন্দর্শনে গৌরীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠল, সে ভয়কাতর দৃষ্টিতে অবাক্ হয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তার তো এখনো অল্প অল্প মনে পড়ে এই মাতাল পিতার তার মায়ের উপর ও তার উপর অত্যাচারের কথা, আজই তো সে তার নূতন মাকে ভয় পেয়ে ঘরে পালিয়ে দরজায় খিল দিতে দেখেছে, যে ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ সেই ঘরে যে তাকে নিয়ে তার মা ঢুকে পড়েছিলেন, সে তো কম বিপদের আশঙ্কায় নয়! গৌরীর

শিশুচিত্ত মাতাল পিতাকে দেখে ভয়ে বিমথিত হচ্ছিল।

অনিল একেবারে গৌরীর কাছে গিয়ে বল্‌লে—বাঃ বাঃ! বেড়ে তোফা মুক্তার মালা পরেছিস তো! দেখি দেখি!

এই কথা বলে'ই অনিল ঝুঁকে মুক্তার মালাটা হাতে তুলে নিলে; দু-একটা মুক্তার নিটোল দানা নখে খুঁটে' আঙুলে টিপে' পরখ করে' দেখ্‌লে মুক্তাগুলো ঝুটা কি না; যখন সেগুলোকে সাচ্চা বলে' প্রত্যয় হলো তখন সে চট্‌ করে' গৌরীর গলার পিছনে হাত দিয়ে হারের টিপ্‌-কল থামী খুলে হারছড়া গৌরীর গলা থেকে খুলে নিলে।

অনিল গৌরীর হার খুলে নিতেই গৌরীর সঙ্গের পরিচারিকার ও পাহারাওয়ালার মুখ শুকিয়ে গেল; পাহারাওয়ালা আর্‌দালী অনিলকে বল্‌লে—হুজুর, মেম-দিদিমণির হার আপনি নিলে রাণী-মা হামাদের উপর গোস্‌সা কর্‌বেন, হাম্‌রা কি বলে' জবাবদিহি কর্‌ব?

অনিল হারছড়া জামার পকেটে রাখ্‌তে-রাখ্‌তে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে—রেখে দে তোদের রাণীমার গোস্‌সা। তোরা বলিস, মেম-দিদিমণির বাবা মেয়ের হার নিয়েছে। মেয়ের জিনিসে তো বাপেরই অধিকার!

অনিল আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে' নেশায় অবশ পদে যথাসম্ভব সত্বর ষ্টেশনের দিকে রওনা হলো।

গৌরীর রক্ষী অনিলকে চুরি করে' পালাতে দেখেও ম্যানেজার-বাবুর ভাই ও মেম-দিদিমণির পিতা বলে' তাকে বাধা দিতে পার্‌লে না; গৌরীর অঙ্গ থেকে কোনো অলঙ্কার অপহরণ নিবারণ করা তার কর্ত্তব্য, কিন্তু ম্যানেজারের ভ্রাতা ও রক্ষিতব্যার পিতাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য কি না, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে রক্ষী বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে' গেল; যদি অনিলকে বাধা দিলে ম্যানেজার-বাবু বা রাণী-মা ক্রুদ্ধ হন তা হলেও বেচারার চাক্‌রী যাবে, আর চুরি নিবারণ করেনি বলে'ও যদি তাঁরা রুষ্ট হন তা হলেও বেচারার চাক্‌রী যাবে! সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে সঙ্গের পরিচারিকাকে বল্‌লে—এ বিধু, তুমি দিদিমণিকে দেখো, আমি দৌড়ে ম্যানেজার-বাবুর কাছে এত্তেলা করে' আসি……

সে কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অনলের বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল। ব্যস্ত-ত্রস্ত স্বরে ডাকাডাকি করে' অনলের চাকরকে ডেকে সমস্ত বলার ও অনলের চাকরের বিস্ময় প্রকাশের পর সন্ধান করে' সে জান্‌লে যে ম্যানেজার-বাবু বাড়ীতে নেই, কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

অনল বাড়ীতে গিয়েই অনিলের উপদ্রবের ভয়ে খিড়্‌কি দরজা দিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল।

গৌরীর রক্ষী অনলের নাগাল না পেয়ে আবার ছুটে গৌরীর কাছে ফিরে গেল এবং পরিচারিকাকে বল্‌লে—এ বিধু, চলো বাড়ী ফিরে গিয়ে রাণী-মাকে এত্তেলা করি। ম্যানেজার-বাবু বাড়ীতে নেই আছে।

তারা দ্রুতপদে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

এত শীঘ্রই গৌরীকে বেড়িয়ে ফিরিয়ে আন্‌তে দেখে চাকর দাসী অনেকেই কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে এবং বিধু ও রক্ষীর কাছ থেকে তারা ব্যাপার শুনেই একসঙ্গে অনেকেই ছুটল রাণী-মাকে এই চমৎকার খবর দিতে; কে আগে খবর দিতে পারে এই প্রতিযোগিতায় রীতিমতো রেস্‌ লেগে গেল। একজন চাকর দুই দুই সিঁড়ি এক-সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—মা, মেম-দিদিমণির বাবা......

এই পর্য্যন্ত বলে'ই সে দম নেবার জন্যে একটু থাম্‌ল।

ধনিষ্ঠা ঐটুকু কথা শুনেই মনে কর্‌লে, অনিল আবার—হয়তো মত্ত অবস্থায় বাড়ীর ভিতর আস্‌ছে। ধনিষ্ঠা

সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কোথায় রে?

ভৃত্য বল্‌লে—রাস্তায়······দিদিমণির গলার মুক্তার হার······

ধনিষ্ঠা এইটুকু শুনেই বুঝ্‌তে পার্‌লে, কি ঘটেছে; সে স্থির শান্ত হয়ে দাঁড়াল।

ভৃত্য তার কথা শেষ কর্‌লে—খুলে নিয়েছেন।

ধনিষ্ঠা ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তিনি কোথায়?

এমন সময় বিধু গৌরীকে সঙ্গে করে' সেখানে এসে উপস্থিত হলো; সে ধনিষ্ঠার প্রশ্ন শুনে দূর থেকেই বল্‌লে—তিনি ইষ্টিশনের দিকে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠার ইচ্ছা হলো, তার সমস্ত চাকর-দারোয়ানকে সে হুকুম দেয় যেখানে পাবে অনিলকে ধরে' নিয়ে আসে; কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়্‌ল অনিল অনলের ভাই, গৌরীর জনক,—অনিলের অপমানে তাদের অপমান। সে অনুদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবুকে খবর দেওয়া হয়েছে?

বিধু নিকটে এসে বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবু এইমাত্র বাড়ীতে এসেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

ধনিষ্ঠা সংবাদ-দাতা ভৃত্যকে বল্‌লে—দারোয়ানদের

বলো, পাঁচ সাত জন নানান দিকে গিয়ে ম্যানেজার-বাবুকে খবর দিয়ে আস্থক।

ভৃত্য চলে' গেল।

এতক্ষণে ধনিষ্ঠা গৌরীর দিকে মনোযোগ দিতে পার্‌লে; তার ম্লান মুখ দেখে সে ব্যথিত হয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে এবং হাস্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে—তোমার পাপা নিয়েছে নিক্‌গে, আমি আবার তোমাকে ওর চেয়ে ভালো হার কিনে দেবো।

এই কথা বলে'ই ধনিষ্ঠার মনে পড়্‌ল—অনিল তো স্থযোগ পেলেই গৌরীর অলঙ্কার অপহরণ কর্‌বে; ছেলে-মানুষকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে' রাখাও তো ঠিক হবে না; গহনার লোভে কত লোক তো শিশু-হত্যা করে শোনা যায়; পিতা হলেও মাতাল অনিল এ'কে তো হত্যা কর্‌তেও পারে; গৌরীর সঙ্গের রক্ষকেরা গৌরীর পিতাকে ও ম্যানেজারের ভাইকে আজকের মতনই বাধা দিতে দ্বিধা বোধ কর্‌বে, আর সেই দ্বিধার ফাঁকে এই কচি প্রাণটুকু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ধনিষ্ঠা এই ভেবে গৌরীকে বল্‌লে—মা গৌরী, তোমার গহনা সব এখন খুলে রাখো, বড় হয়ে যখন আর বাড়ী থেকে বেরুবে না তখন পোরো।

গৌরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বল্‌লে—তাই রাখো মা। পাপা বিলাত চলে' গেলে পর্‌ব। আজ যখন আমার হার খুলে নিতে এল তখন এমন ভয় হয়েছিল!—আমি মনে করেছিলাম আমাকে মার্‌তে আস্‌ছে।

ধনিষ্ঠা ম্লান মুখে গৌরীর গহনা খুলে নিতে বস্‌ল; সে বিধবা হয়ে যেদিন নিজের গায়ের গহনা মোচন করেছিল সেদিন সে এত দুঃখ অনুভব করেনি; এক-একখানি গহনা সে খুলে নিচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যেন তার বুক-ঢাকা পঞ্জরের এক-একখানা হাড় খসে' যাচ্ছে। তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

গৌরী ধনিষ্ঠার কান্না দেখে কোমল স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে—মা, তুমি কেঁদো না, আমি তো বিলাতে থাক্‌তে কোনো গহনাই পর্‌তাম না।

বালিকার মুখে সান্ত্বনার কথা শুনে ধনিষ্ঠার চোখ দিয়ে আরো বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। বিলাতে গৌরী নিরাভরণা ছিল যে মাতাল পিতার অত্যাচারে, এখানেও নিরাভরণা হচ্ছে তারই জন্য।

অনেক বিলম্বে অনলের কাছে যখন ভাইএর কুকীর্ত্তির সংবাদ পৌঁছল, তখন অনল ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে

থেকে দারোয়ানদের হুকুম দিলে—যেখানে পাও ছোট-বাবুকে ধরে' আমার কাছে নিয়ে এস।

অনিলকে কিন্তু গ্রামে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না; সে তখন রেলগাড়ীতে চড়ে'কল্‌কাতায় ফুর্ত্তি কর্‌তে ছুটেছে।

অনল যখন অনিলের গ্রাম থেকে পলায়নের খবর পেলে, তখন সে রোষে ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে ধনিষ্ঠার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেল।

ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।—খবর পেয়েই ধনিষ্ঠা চম্‌কে উঠ্‌ল। এমন সময়ে তাঁর আগমন! ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে পার্‌লে, তিনি অনিলের চুরি সম্বন্ধেই কিছু বল্‌তে এসেছেন। সে কুণ্ঠিত হয়ে সংবাদদাতা ভৃত্যকে বল্‌লে—তাঁকে এইখানে ডেকে আনো।

অনল এসেই কোনো ভূমিকা না করে'ই বলে' উঠ্‌ল—আপনি যখন খবর পেয়েছিলেন তখনই যদি সেই পাষণ্ডটাকে ধরে' আন্‌তে হুকুম দিতেন তা হ'লে সে পালাতে পার্‌ত না।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' ধীর স্বরে বল্‌লে—সে গৌরীর পিতা, আপনার ভাই, আমার স্বর্গীয় স্বামীরও ভ্রাতৃতুল্য; তাঁকে আমি দারোয়ান দিয়ে ধরিয়ে তো অপমান কর্‌তে পারিনে।

অনল রুষ্ট ক্ষুব্ধ স্বরে বলে' উঠ্‌ল—কিন্তু যে বিকৃত-স্বভাব তাকে তার পাপাচরণে বাধা না দেওয়া যে ভয়ানক অন্যায়।

ধনিষ্ঠা শান্ত স্বরে বল্‌লে—সেইজন্যেই তো আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

অনল বল্‌লে—আমি যখন খবর পেলাম তখন সে ভেগেছে। আমি কল্‌কাতায় পুলিশে টেলিগ্রাম করে' পাঠাচ্ছি।

ধনিষ্ঠা মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে বল্‌লে—না, ও-সব কর্‌বেন না। সে গৌরীর পিতা।

অনল নিরুদ্ধ রোষে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে আর কোনো কথা না বলে' সেখান থেকে চলে' এল।

ধনিষ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

*

* *

অনিল পাঁচ দিন পরের রাত্রিকালে প্রমত্ত অবস্থায় কল্‌কাতা থেকে বাসুন্দিয়া গ্রামে ফিরে এল; সঙ্গে করে' নিয়ে এল এক স্ত্রীলোক।

অনল আর সহ্য করে' নীরব থাকৃতে পারলে না ; সে গম্ভীর কঠোর স্বরে অনিলকে বললে—তুমি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে গোল্লায় গেছ ! এমন বেহায়া অনাচার আমার বাড়ীতে চল্‌বে না। তুমি দূর হয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, যদি না যাও, আমি তোমাকে জোর করে' বার করে' দেবো।

অনিল স্খলিত বচনে বল্‌লে—কেন ? আমি এমন কি অন্যায় করেছি ? নিজে যা করো সেটা অন্যায় অনাচার নয় ?

অনল ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমি কি অনাচার করি শুনি ?

অনিল বল্‌লে—নেকা সাজ্‌ছ ? শোনোনি নাকি ? গাঁয়ের সবাই জানে, কেবল তুমিই জানো না ?

অনল কৌতূহলে ও সন্দেহে ব্যগ্র হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে—সবাই কি জানে শুনি ?

অনিল বল্‌লে—জমিদারণীর সঙ্গে গুপ্তপ্রণয় ! নামেই গুপ্ত, কিন্তু জান্‌তে কারো বাকী নেই।......

অনল অনিলের কুৎসিত কলঙ্কারোপে মর্ম্মাহত হয়ে ডেকে উঠ্‌ল—অনিল !

আর অনিল ! নেশার ঝোঁকে যে কথা সে বল্‌তে

ধরেছে তাকে রোধ করা তার দুঃসাধ্য, সে বলে' চল্‌ল—গৌরী তোমাকে বলে বাবা আর রাণী-বৌদিদিকে বলে মা ; এর কি কোনো মানে নেই ? রাজ-সর্‌কারে চাকরী তো অনেকেই করে, কিন্তু রাজবাড়ী থেকে তোমার বাড়ীতেই বা এত উপহার আসে কেন ? এত টাকা রোজ্‌গার করো, তবু তুমি বিয়ে করোনি কেন ? এর তুমি একটা জবাবদিহি কর্‌তে পারো ?

অনল অনিলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ; সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল অনিলের প্রমত্ত প্রলাপ—রাণী-বৌদিদির হঠাৎ লেখাপড়া শেখ্‌বার সখ কেন হয় ? দেশে তুমি ছাড়া আর মাষ্টার কেন পাওয়া যায়নি ? রোজ দু-বেলা নিজের সাম্‌নে বসিয়ে তোমাকে খাওয়ানোর ঘটা রাণী-বৌদিদি কেন কর্‌ত ? ব্রতের ব্রাহ্মণ-ভোজনে তুমি একদিনও বাদ পড়োনি কেন ?

কথা বল্‌তে বল্‌তে অনিলের স্বর ক্রমশঃ এড়িয়ে যেতে যেতে অস্পষ্ট হয়ে গেল, অনল আস্তে আস্তে ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়্‌ল।

অনিলের প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে অনলের হৃদয় বেদনায় একেবারে টন্‌টন্‌ কর্‌ছিল ; কিন্তু তার নিজের

দিকে মনোযোগ কর্‌বার তখন অবসর ছিল না; অনিল অচেতন হয়ে পড়্‌তেই তার দৃষ্টি পড়্‌ল অনিলের সঙ্গিনীর উপর। অনল গম্ভীর স্বরে তাকে বল্‌লে—রাত বারোটার সময় কল্‌কাতা যাবার একটা গাড়ী আছে; তুমি সেই গাড়ীতে চলে' যাও; আমি পাল্কী আনিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে দারোয়ান দিচ্ছি, তারা তোমায় ষ্টেশনে রেখে আস্‌বে। তুমি কিছু খেয়ে নেবে এস।

সেই স্ত্রীলোকটি অনিলের সঙ্গে আস্‌বার সময় দেখে এসেছিল চারিদিকে সিপাই সান্ত্রী বরকন্দাজ লাঠিয়াল; যার সঙ্গে সে এসেছে সে মাতাল বেহুঁস হয়ে পড়ে' আছে; সে এখন একাকিনী; এখন তাকে মেরে পুঁতে ফেল্‌লেও তার মা বল্‌তে নেই, বাপ বল্‌তে নেই; সুতরাং সে আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করে' অনলের আহ্বানে উঠে দাঁড়াল।

আহার করে' উঠ্‌তেই অনল তাকে সংবাদ দিলে, পাল্কী এসেছে।

স্ত্রীলোকটি ভয়ে ভয়ে মুখ কাচুমাচু করে' অনলকে বল্‌লে—বাবু আমাকে টাকা দেবার চুক্তি করে' এতদূরে নিয়ে এসেছিলেন।

অনল গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কত টাকা?

সে বল্‌লে— দেড় শো টাকার চুক্তি ছিল।

অনল চিন্তিত হলো—তার কাছে তো দেড় শো পয়সা নেই। এত রাত্রে খাজাঞ্চিখানাও খোলা নেই। উপায়? শেষ কালে কি এই পাপ বিদায় কর্‌বার জন্যে ধনিষ্ঠার কাছে টাকা ধার কর্‌তে যেতে হবে? অনিলের মুখে যে কথা সে শুনেছে তার পর সে ধনিষ্ঠার সম্মুখে কেমন করে' উপস্থিত হবে? ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনে পড়্‌ল, অনিল গৌরীর গলার মুক্তাব মালা নিয়ে গিয়ে এইসব অনাচার করেছে; মুক্তার মালা সে সামান্য দামেই বেচেছে নিশ্চয়, তবু তার কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকা সম্ভব, নইলে সে কোন্ সাহসে এ'কে দেড় শো টাকা দেবে বলে' এখানে নিয়ে এসেছে। এই কথা মনে হতেই অনল অনিলের জামার পকেটে হাত ভরে' দিলে। হাতে মনিব্যাগ ঠেকল। মনি-ব্যাগ বার করে' ব্যাগ খুলে অনল দেখ্‌লে ব্যাগের মধ্যে নোট ও খুচরা টাকা রেজ্‌কী পয়সা আছে। নোট গুণে দেখ্‌লে, সতেরো-খানা দশ টাকার ও দুখানা পাঁচ টাকার নোট আছে। তাই থেকে সে পনেরো-খানা দশ টাকার নোট আলাদা করে' নিলে। সেই নোট-কখানা সেই মেয়েটির হাতে দিতে গিয়েই অনলের মনে হলো, এই টাকা গৌরীর গলার মুক্তামালা

বেচে সংগৃহীত। এই টাকা অপব্যয় করতে অনলের হাত উঠ্‌ছিল না। কিন্তু সে এত রাত্রে কার কাছে কি বলে' টাকা ধার করতে যাবে স্থির করতে না পেরে সেই টাকাই ওকে দিয়ে দিলে।

বাড়ী থেকে পাপ বিদায় হয়ে গেলে অনল চাকরদের বল্‌লে, অনিলকে ধরাধরি করে' নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিতে। সে চাকর-দাসী সকলকে খেতে অনুমতি দিয়ে জানালে যে সে আজ আর কিছু খাবে না। এই কথা শুনে হরির মা হেঁসেল-ঘরে গজগজ করে' বক্‌তে লাগ্‌ল—এইসব অনাছিষ্টি কাণ্ডের পর বেরাস্তনের কি খেতে রোচে? আহা মুখের অন্ন গা! এমন লোকের অমন ভাই? পোড়াকপাল অমন ভাইএর!......

অনল বাড়ীর ছাদে গিয়ে পায়চারি করতে করতে ভাব্‌তে লাগ্‌ল অনিলের প্রশ্নমালার উত্তর। গৌরী যে তাকে বাবা ও রাণীকে মা বলে, এ তো একেবারে অচিন্তিত ঘটনা; তখন সে মনে করেছিল গৌরী পিতৃমাতৃহীন, তার পিতামাতার স্থান যে দুজনে পূর্ণ করবে তাদের গৌরী বাবা ও মা বলে' ডাক্‌লে সে পিতৃমাতৃহীনতার দুঃখ কখনো অনুভব করবে না বলে'ই তাকে ঐরকমভাবে ডাক্‌তে শেখানো হয়েছিল, তার

মধ্যে তো কোনো দূষা অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল না; রাজবাড়ী থেকে তার বাড়ীতে উপহার যথেষ্ট এসেছে বটে; কেন এসেছে? সে তো কোনো দিন কিছু প্রার্থনা করেনি; যিনি দিয়েছেন তিনি জানেন কেন। সে তো অনিলের জন্যই বারে বারে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে; তার দুঃখ দেখে ব্যথিত হয়েই রাণীর ভাণ্ডার বোধ হয় মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখ তো দেশে অনেকেরই আছে, তার প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণের অর্থ কিছু আছে কি?

এই সন্দেহ মনে হতে অনলের অন্তর সন্ত্রস্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌ল, সে তাড়াতাড়ি অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করলে। সে বিয়ে করেনি কেন? যে এ প্রশ্ন করছে তারই জন্যে সে বিয়ে করার কল্পনাও মনে আন্‌তে পারে-নি; সে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যার নেশার আর পাপাচরণের খরচ জুগিয়ে এসেছে সে বুঝ্‌তে পারছে না, সে কেন বিয়ে করেনি! সে যখন ভাইএর মৃত্যুসংবাদ পেলে তখনও তার বিয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে এল তার ভাইঝি গৌরী; পাছে নিঃসম্পর্কীয়া রমণী পরের বাড়ী থেকে হঠাৎ এসে গৌরীকে স্নেহের চক্ষে না দেখে, এই ভয়েই তো সে বিয়ের চিন্তা মন থেকে বিসর্জ্জন দিয়েছিল। কিন্তু শুধুই

এই কি তার বিয়ে না করার কারণ? অনিল তার মনে যে সন্দেহ উদ্রেক করে' দিয়েছে, এখন ক্রমাগত তাই তার মনের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে মেরে তাকে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। বাস্তবিকই কি তার ও ধনিষ্ঠার মনে অস্বীকৃত অনুরাগ লুকিয়ে ছিল? রাণী তার কাছেই লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছিলেন; এ কি তাকে নিত্য নিকটে পাবার লোভে? তিনি তাকে যত্ন করেছেন, সাহায্য করেছেন, তা কি কেবলই তাঁর ম্যানেজার ও শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকেই? সেও তো রাণীর কাছে প্রভুর সম্মুখে ভৃত্যের মতন ব্যবহার করেনি; অনেক সময় সমান পদবীর লোকের মতন ব্যবহার করেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের ভাবে কথা বলেছে; এরই বা কারণ কি? এর কারণ নিত্যকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর ধনিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রভু-ভৃত্য ও শিক্ষক-ছাত্রী এই যুগল সম্পর্ক। প্রভু বলে' ধনিষ্ঠা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেছেন, তাকে আদেশ করেছেন, সে পালন করেছে; আবার অপর পক্ষে সে শিক্ষক বলে' ছাত্রীর কাছে সম্ভ্রমে তটস্থ হয়ে থাকেনি; একবার ধনিষ্ঠা বড, সে ছোট, অন্যবার সে বড়, ধনিষ্ঠা ছোট; একটা ঢেরা কেটে এক রেখার উপরে প্রভু ধনিষ্ঠার নাম ও নিম্নে ভৃত্য তার নাম এবং অপর রেখায়

উপরে শিক্ষক তার নাম ও নিয়ে ছাত্রী ধনিষ্ঠার নাম লিখলে তাদের সম্পর্ক স্পষ্ট হবে—
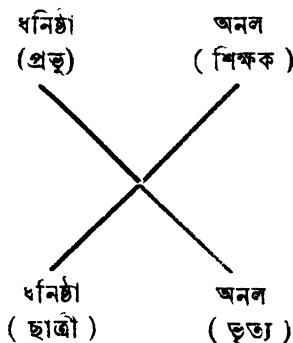
তারা উভয়েই একবার নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অনুভব করেছে, আবার অন্যবার অপরের চেয়ে লঘু প্রতিপন্ন হয়েছে ; কাজেই তারা পরস্পরের সমকক্ষ-রূপেই সন্নিহিত হয়েছে—প্রভু ধনিষ্ঠা ও শিক্ষক অনল সমকক্ষতা উপলব্ধি করেছে এবং ভৃত্য অনল ও ছাত্রী ধনিষ্ঠা সমকক্ষতা অনুভব করেছে। কিন্তু তারা কি কেবল এই-জন্যেই সমকক্ষতা বোধ করেছিল ? এর অভ্যন্তরে আর কিছু ছিল না ? যে সন্দেহ একবার মাথা তুলে উঠেছে তাকে নিরস্ত করতে সে পারছিল না ; সে নিজের অন্তস্তল অনুসন্ধান করে'ও বলতে পারছিল না—না, এই কারণ

ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল, কোন্ দিন কখন কি উপলক্ষে ধনিষ্ঠার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ধনিষ্ঠা তার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়েছে, ধনিষ্ঠার মুখ মধুর হাসিতে উদ্ভাস্বর হয়ে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে! তার মনে পড়তে লাগ্‌ল, সেও তো ধনিষ্ঠাকে পড়াতে যাবার সময়টির জন্যে সতৃষ্ণ হয়ে ঘড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাত; ধনিষ্ঠার সঙ্গ দৃষ্টি হাসি বাক্য তাকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দিয়েছে—এখনো দেয়। তার এখন মনে পড়্‌ল—সকলে ধনিষ্ঠাকে রাণী-মা বলে, কিন্তু সে তাকে কেবল রাণী বলে'ই উল্লেখ করেছে—বড় জোর রাণীজী বলেছে! এর কারণ তো এতদিন সে ভেবে দেখেনি; কিন্তু আজ অনিলের কথার আঘাতে যে সন্দেহের আগুনে তার মন পুড়্‌ছে তারই আলোকে সে আজ নিজের অন্তরলোক তন্ন তন্ন করে' খুঁজে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সে যে এতদিন অন্যায় কলুষতা চিত্তপুরে গোপন করে' রেখেছিল তার জন্যে সে আপনাকে শত ধিক্কার দিলে; আপনার প্রতি তার আর বিশ্বাস রইল না। যদিই বা তার মনের এই ক্ষীণ অনুরাগ তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই সুপ্ত গুপ্ত থাকৃত, কিন্তু একবার যখন তাকে খুঁচিয়ে জাগানো হয়েছে তখন তাকে আর লুকিয়ে

রাখা যাবে না। যদি কোনো অসাবধান মুহূর্তে সে আত্মসম্বরণ করতে না পারে তবে ধনিষ্ঠা তাকে কী হীন অপদার্থ ভাববেন? তাঁর কাছে সম্মান হারানো অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, অন্য সকল-প্রকার দুঃখ বরণীয়। আজ অনিল যেরকমভাবে তাকে বচনীয় করলে, এমনি যদি কেউ তাঁকে ইঙ্গিতেও খোঁটা দেয়, তবে তিনি তাকেই বা কি ভাববেন? তার পর সে তাঁর সম্মুখে গেলে তিনি কি আর তাকে আগের মতন সম্মান সমাদর করতে পারবেন? দুশ্চরিত্রকে কেউ কখনো সম্মান করতে পারে? যার জন্যে মানুষ দুশ্চরিত্র হয় সেও তাকে ঘৃণা করে। অতএব আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সুখভোগে ধিক্ থাক। ধনিষ্ঠা কি এইজন্যেই তার কাছে পড়া বন্ধ করে' দিয়েছিলেন? তার বদলে হরকান্তকে জমিদারীর কাগজপত্র সই করাতে আদেশ করেছিলেন? ধিক্ মূঢ় ধিক্, আগে সে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি! কী দারুণ অপমান মাথায় বহন করে' সে বেড়িয়েছে! লোকে তার মুখের কালী দেখে হেসেছে, কিন্তু মূঢ় সে বুঝতে পারেনি, কখনো নিজের হৃদয়দর্পণের দিকে চেয়ে দেখেনি সেখানে তার কী কুৎসিত কলঙ্কলিপ্ত বিভীষণ মূর্তি প্রতিফলিত হয়েছে!

চিন্তায় গ্লানিতে লজ্জায় অনলের অন্তর পূর্ণ হয়ে

উঠল। ভোরবেলা যখন কাক-কোকিল ডেকে উঠ্ল তখন সে ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে মাঠের মধ্যে বেরিয়ে পড়্ল।

ধনিষ্ঠা তখন সবে পূজার ঘর থেকে বেরিয়েছে, এক-জন ভৃত্য এসে খবর দিলে—হরকান্ত-বাবু পেশ্‌কার মশায় এসেছেন।

এমন অসময়ে পেশ্‌কার এসেছে! এমন কি জরুরী কাজ! ধনিষ্ঠা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—তাঁকে আপিস-ঘরে নিয়ে আয়।

ধনিষ্ঠা আপিস-ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ক্ষণকাল পরেই পেশ্‌কার প্রবেশ করলে। পেশ্‌কারকে দেখেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলে। পেশ্‌কার বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবু এই চিঠিটা আপনাকে এখনই দিতে বল্‌লেন, কি জরুরী কথা আছে।

পেশ্‌কার একখানা চিঠি ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রেখে দিলে। ধনিষ্ঠা হাতীর দাঁতের ফার্‌ফোর জাফ্‌রীকাটা একখানা

কাগজ-কাটা ছুরী দিয়ে সেই চিঠি কেটে চিঠি বার করে' পড়্‌তে লাগল্‌—

মহামহিমাময়ী রাণী শ্রীমতী ধনিষ্ঠা দেবী
মহোদয়ার সমীপে

বহুল সম্মান ও বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন,

বিশেষ অনিবার্য্য কোনো কারণবশতঃ আমি আর মহাশয়ার আশ্রয়ে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। অতএব অধীনের বিনীত নিবেদন এই অধীনকে অদ্য হইতেই কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। আমি কাহাকে আমার কর্ম্মের ভার বুঝাইয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিব তাহাও জানিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি আজই বাসুন্দিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এবং গৌরীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে অনুগৃহীত হইব। গৌরীকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে-সব অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সামগ্রী উপহার দিয়াছেন, তাহা এখন আপনার নিকট রাখিলেই অনুগৃহীত হইব। গৌরীর বিবাহ হইয়া গেলে আপনি সংবাদ পাইবেন ; তখন ইচ্ছা হয় তাহাকে আপনার যাহা দিবার দিবেন।

আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তাহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।

আজ্ঞাধীন ভৃত্য
শ্রী অনল ঘোষাল।

চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে ধনিষ্ঠার মুখে হৃদয়ের সমস্ত রক্ত গিয়ে জড়ো হলো, তার হৃৎপিণ্ড বেদনায় টন্‌টন্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল; তার মনে হলো এই আকস্মিক আঘাতে তার চেতনা লুপ্ত হয়ে আস্‌ছে। সে চিঠি থেকে চোখ তুল্‌তেই দেখ্‌লে তার সাম্‌নে বৃদ্ধ হরকান্ত স্থূল দেহ বিস্তার করে' তার আদেশ প্রতীক্ষা কর্‌ছে। পাছে হরকান্তর সাম্‌নে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, এই ভয়ে মনে বল সঞ্চয় করে' সে উঠে দাঁড়াল এবং কেবলমাত্র অতি মৃদু অস্ফুট স্বরে "আস্‌ছি" বলে' সে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা স্নানের ঘরে চলে' গেল। হরকান্তের সঙ্গে বেশী কথা বল্‌তেও তার সাহস হলো না, পাছে তার উদ্বেল ক্রন্দন চোখ ছাপিয়ে পড়ে অথবা কথা বল্‌তেই তার গলা কেঁপে যায়। স্নানের ঘরে গিয়েই সে দরজা বন্ধ করে' ঘটী ঘটী জল মাথায় ঢাল্‌তে লাগ্‌ল এবং বিগলিত জলধারার সঙ্গে অশ্রুধারা মিলিয়ে দিয়ে সে নিজের কাছ

...কেও নিজের কান্না গোপন করবার চেষ্টা করতে লাগল। সে ভাবছিল অনলের এই আকস্মিক পত্রের কি কারণ হতে পারে? অনিল কি তাকেও মিথ্যা অপবাদে ব্যথিত করেছে? সেই লজ্জায় কি তিনি আমার সংস্রব ত্যাগ করে' চলে' যেতে উদ্যত হয়েছেন? কিন্তু গৌরী আমার কাছে থাকলে কী ক্ষতি হতো? গৌরীকে ছেড়ে আমি কেমন করে' থাকব? গৌরী আমার কাছে থাকলে তার সম্পর্কে অনিল এখানে এসে উপদ্রব করতে পারে ভেবেই কি তিনি গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছেন? অনিল যদি গৌরীকে কোনো রকমে দুঃখ দেয়? উনি তো পুরুষ মানুষ, কর্ম্মে ব্যস্ত থাকবেন, আমার গৌরীকে কে দেখবে? উনি যে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন ওঁর চলবে কিসে? উনি তো সন্ন্যাসী মানুষ, কিন্তু গৌরী তো কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। হা ভগবান্! জন্মগত সম্পর্ক না থাকলে কি আর কোনো সম্পর্ক গ্রাহ্য হয় না? গৌরী, গৌরী, মা আমার! আমি তো পাষাণী, তোকে ছেড়ে থাকতে পারবো, কিন্তু তুই আমাকে ছেড়ে কেমন করে' থাকবি?

ধনিষ্ঠা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ও ক্রমাগত মাথায় জল ঢালার ফলে শীতে যখন কাঁপতে লাগল তখন সে

স্নান সমাপ্ত করে' কাপড় ছেড়ে ঘর থেকে বেরুলো। সে যখন আবার আপিস-ঘরে ফিরে এল, তার শ্রী দেখে হরকান্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল—সদ্যস্নানে তাকে খুব তাজা সুন্দর দেখাচ্ছিল, আবার তার চোখ মুখ লাল থম্‌থমে হয়ে থাকাতে তাকে পীড়িতা বলে'ও আশঙ্কা হচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা চেয়ারে ব'সেই ফাউণ্টেন্ পেন খুলে অনলের আবেদন-পত্রের কোণে অকম্পিত হস্তে স্পষ্ট স্পষ্ট করে' লিখ্‌লে—ছুটি মঞ্জুর। কর্ম্মভার সহকারী-ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কর মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন। গৌরীকে ঠিক পাঁচটার সময় আপনার বাসায় পাঠাইয়া দিব। শ্রী ধনিষ্ঠা মিত্র মুস্তফী। ১৮ই মাঘ।

অনলের চিঠিখানা একটা খামের মধ্যে ভরে' খাম বন্ধ করে' উপরে শিরোনামা লিখ্‌লে—শ্রীযুক্ত অনল ঘোষাল, ম্যানেজার-মহাশয়। সেই খামখানা হরকান্তের হাতে দিয়ে ধনিষ্ঠা অকম্পিতকণ্ঠে বল্‌লে—বৈকুণ্ঠ-বাবুকে বল্‌বেন তিনি যেন চারটের সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে' যান।

"যে আজ্ঞে" বলে' হরকান্ত প্রস্থান করলে।

ধনিষ্ঠা ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল মাধবী। মাধবী ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে' উঠ্‌ল—মা, তোমার অসুখ করেছেন নাকি?

ধনিষ্ঠা সেকথা গ্রাহ্য না করে'ই মাধবীকে জিজ্ঞাসা করলে—গৌরী কোথায়? তার খাওয়া হয়েছে?

মাধবী বল্‌লে—মেম-দিদিমণি পুতুলের ঘরে খেলা করছে দেখে এলাম। এখনো খাওয়া হয়নি।

ধনিষ্ঠা আর কিছু না বলে' গৌরীর সন্ধানে প্রস্থান করলে।

সে গৌরীর কাছে গিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে —মা-মণি, কি হচ্ছে?

কথা বল্‌তে তার স্বর যে কেঁপে ওঠে, চোখের মধ্যে অশ্রু যে ধারণ করে' রাখা যায় না; অবাধ্য অশ্রুকে গোপন রাখা যে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু গৌরীর সাম্‌নে কান্না কিছুতেই নয়, ছেলেমানুষ ভয় পাবে, কষ্ট পাবে;

লোকের সাম্‌নেই কাঁদা চল্‌বে না—এ আমার একলার নিতান্ত গোপনীয় দুঃখ।

গৌরী হাসিমুখে একটা বড় পুতুল দেখিয়ে বল্‌লে—মা, এই মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদ্‌ছে।

ধনিষ্ঠা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেউ কেউ তো আবার বাপের বাড়ী যেতেও কাঁদে?

গৌরী বল্‌লে—দূর! বাপের বাড়ী যেতে কি কেউ আবার কাঁদে?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—ধরো, তোমাকে যদি তোমার বাবা তাঁর দেশে নিয়ে যান?

গৌরী এবার ভয় পেয়ে বল্‌লে—তা হলে আমি কাঁদ্‌ব।

ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন? এই তো তুমি বল্‌লে, কেউ বাপের বাড়ী যেতে কাঁদে না।

গৌরী বল্‌লে—বা রে! তাদের বাপের বাড়ীতে যে বাপও থাকে মাও থাকে; আমার বাবার বাড়ীতে তুমি যদি যাও তা হলে আমি কাঁদ্‌ব কেন? নইলে কাঁদ্‌ব।

ধনিষ্ঠা টপ করে' গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে আজ বারম্বার তার মুখচুম্বন করতে লাগ্‌ল।

মাধবীও ধনিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে এসে ধনিষ্ঠার পিছনে

দাঁড়িয়ে ছিল। আজ মায়ের এই ম্লেচ্ছের মুখে চুমু খাওয়া অনাচার দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল; স্নেহের প্রাবল্যে অসতর্ক মনে তিনি ভুল করে' ফেলেছেন মনে করে' সাবধান কর্‌বার জন্য সে বলে' উঠ্‌ল—মা, ও কর্‌ছ কি? দিদিমণির মুখে মুখ দিচ্ছ!

ধনিষ্ঠা হাস্‌বার চেষ্টা করে' পুনঃপুনঃ গৌরীর মুখচুম্বন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—দেবো দেবো এর মুখে মুখ দেবো, নইলে বুক আমার ভেঙে যাবে……

ধনিষ্ঠা আর ক্রন্দন সম্বরণ করে' থাক্‌তে পার্‌লে না, তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে' অশ্রু ঝরে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—যতদিন গৌরী আমারই ছিল ততদিন তো তার মাধুর্য্য সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারিনি। আজ তাকে হারাতে চলেছি, আজ বুঝ্‌ছি, এতদিন কি মধুর আস্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে' রেখেছি। স্নেহের রাজ্যে প্রীতির রাজ্যে অন্তর-রাজ্যে ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য বলে' কেউ নেই!

খানিকক্ষণ কেঁদে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধনিষ্ঠা মাধবীকে বল্‌লে—গৌরীর ভাত দিয়ে যেতে বল্।

ধনিষ্ঠার অকস্মাৎ অকারণ কান্না দেখে মাধবী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে নড়্‌ল না। গৌরীর

পরিচারিকা ধনিষ্ঠার আদেশ পালন করতে চলে' গেল।

গৌরীর ঝি গৌরীর ঠাঁই করে' রেখেছিল। বামুন-ঠাকুর ভাত দিয়ে যায় আর সে গৌরীকে কাছে বসে' খাওয়ায়। আজ বামুন-ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল; ধনিষ্ঠা নিজে গৌরীকে খাওয়াতে বস্‌ল। গৌরী নিজে হাতে খেতে শেখার পর আর গৌরীর ঝি নিযুক্ত হওয়ার পর ধনিষ্ঠা আর কোনো দিন গৌরীর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করেনি। আজ সে গৌরীকে খাইয়ে দিতে বস্‌ল দেখে গৌরী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল আর মাধবী বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল।

খানিক পরে মাধবী বিস্ময়বিমূঢ়তা থেকে আপনাকে সচেতন করে' তুলে ধনিষ্ঠাকে বল্‌লে—মা, তোমার এ কি কাণ্ড বলো দেখি? নিজে কখন খাবে-দাবে? ভাত-কটা তো জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে!

ধনিষ্ঠা বাদল দিনের অস্তগামী সূর্য্যের ক্ষণিক প্রকাশের মতন ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—আর আমার খাওয়া! আমি আজ আর খাবো না। তোরা সবাই খেয়ে দেয়ে নিগে যা……

মাধবী বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে

বলে' গেল—ধন্যি মেয়ে মা তুমি, খিদে-তেষ্টাও লাগে না! খামখা নিত্যি উপোষ, নিত্যি উপোষ!

তার পর নিজের মনে গজর গজর করে' বকতে বকতে মাধবী প্রস্থান করলে।

গৌরীকে নিজে হাতে খাইয়ে মুখ ধুইয়ে দিয়ে ধনিষ্ঠা তাকে কোলে করে' নিয়ে বসল। গৌরী আজ মাকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়ে আনন্দে অনর্গল বকে' চলেছিল। ধনিষ্ঠার মনে হচ্ছিল গৌরীকে আর হয়তো কখনো সে দেখতে পাবে না, গৌরীকে আজ এই শেষ দেখা; এবং সেই দেখাও শেষ হয়ে আসার মুহূর্ত্ত প্রবল বেগে অগ্রসর হয়ে আসছে! সুতরাং আজ গৌরীকে কাছছাড়া করে' তুচ্ছ আহার বা বিশ্রাম করবার তার অবসর নেই। সে গৌরীকে কাছে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে তার সমস্ত জিনিস বাক্সে গুছিয়ে দিতে লাগল; গৌরীর বাসন বিছানা পর্য্যন্ত নিজের হাতে সে বাক্সে তুলতে লাগল।

মাধবী মার কাণ্ড দেখে' আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে —এ-সব কী হচ্ছে মা?

ধনিষ্ঠা ম্লান মুখে হেসে বললে—আমরা দুজনে তীর্থে যাবো।

মাধবীর মুখ তীর্থদর্শনের পুণ্যলোভে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, সে হর্ষভরা স্বরে বল্‌লে—ওমা তাই বলো। আমি শতেকখানা ভাব্‌তে নেগেছি!····· তা হ্যাঁ মা, সঙ্গে কে কে যাবে?

ধনিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—তুই যদি যেতে চাস তো তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

মাধবী গলায় কাপড় দিয়ে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে' বল্‌লে—তোমার চরণে গড় করি মা, গড় করি, তোমার পুণ্যির জোরে আমাকেও একটু তীত্থিধম্ম করিয়ে দিয়ো মা!

গৌরী সব শুনে শুনে বল্‌লে—মা, আমার খেল্‌না-পুতুলগুলো নেবে না? সেখানে গিয়ে খেল্‌ব কি নিয়ে?

ধনিষ্ঠা মনে করেছিল গৌরীকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পরে খেল্‌নাগুলি সংগ্রহ করে' অনলের বাসায় পাঠিয়ে দেবে, যাতে গৌরী না বুঝ্‌তে পারে যে এ বাড়ী থেকে তার চিরনির্ব্বাসন হচ্ছে। এখন গৌরীর কথায় সঙ্কোচের সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ধনিষ্ঠা বল্‌লে—হ্যাঁ, খেল্‌না পুতুল সবই নিতে হবে বৈ কি।

কিন্তু এই কথা-কটা বল্‌তে তার কলিজা যেন ছিঁড়ে

গেল, তার চোখ ঠেলে কান্না বেরিয়ে আস্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। ধনিষ্ঠা গৌরীর খেল্‌নাগুলিও বাক্‌সে তুল্‌তে প্রবৃত্ত হলো।

ধনিষ্ঠা গৌরীর কাজ কর্‌ছে, তার সঙ্গে অনর্গল বক্‌ছে, আর ফিরে ফিরে ঘড়ীর দিকে তাকাচ্ছে। সে তো রোজ এই পাঁচটা বাজার প্রতীক্ষায় ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বসে' থেকেছে; কিন্তু অন্য দিন ঘড়ীর কাঁটা সর্‌তে চায়নি; আর আজ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন ছুটে চলেছে! কাঁটার সূচমুখ যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ-মুহূর্ত্তের দিকে তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি-সঙ্কেত কর্‌ছে, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে ধনিষ্ঠার অন্তরে কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার বেদনা অনুভূত হচ্ছে!

চারটে বাজ্‌তে সাত মিনিটের সময় একজন ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে—ছোট ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা উঠে দাঁড়াল। গৌরীকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা কর্‌ছিল না; সে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়েই নিজের আপিস-ঘরে গেল।

বৈকুণ্ঠ এসে নমস্কার করে' দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি কি চার্জ্‌ বুঝে নিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি কি আজকেই যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওঁর যাবার পাল্কী গাড়ী লোকজন আর পাথেয় ঠিক করে' দেবেন।

—যে আজ্ঞে।

—তিনি ষ্টেশনে চলে' গেলে আপনি আর-একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

—যে আজ্ঞে।

*

* *

অনলকে হরকান্ত যখন তার দর্‌খাস্তের উপর ধনিষ্ঠার হুকুম এনে দিলে তখন অনল আঁটা খামের উপর ধনিষ্ঠার হস্তাক্ষরে শিরোনামা দেখে আনন্দ অনুভব কর্‌লে, সে ভাব্‌লে ধনিষ্ঠা বোধ হয় তাকে দীর্ঘ চিঠি লিখে অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেছে এবং তাকে থাক্‌তে অনুরোধ করেছে; কিন্তু সে তো কর্ম্মত্যাগের কারণও বল্‌তে পার্‌বে না, থাক্‌তেও পার্‌বে না; তবু উনি যে থাক্‌তে অনুরোধ করেছেন এই আমার এতকালের পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

চিঠি খুলেই অনলের চক্ষুস্থির! এমন সংক্ষিপ্ত সম্মতি সে তো আশা করেনি! এতদিনের পরিশ্রম ও সেবার

কি এই পারিতোষিক! এত উপকার পাওয়ার পর কি এই কৃতজ্ঞতা! ধনিষ্ঠা যে গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে হুকুম লিখেছেন "ছুটি মঞ্জুর"—এই লেখা লিখ্‌তে তো তিনি শিখেছেন অনলেরই কাছে! তাঁর লেখার ছাঁদও যে অনলের লেখারই অনুরূপ! অনল কি নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ শাণিত করে' ধনিষ্ঠার হাতে তুলে দিয়েছিল? "ছুটি মঞ্জুর!" এই আদেশের অর্থ কি চিরবিদায় মঞ্জুর, না অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্রাম মঞ্জুর? এই হুকুমের মধ্যে নিশ্চয় দুই অর্থই জড়াজড়ি হয়ে গোপন হয়ে আছে। অনল যদি কিছুদিন পরে আবার ফিরে আস্‌তে চায়, তা হলে তার পথ ধনিষ্ঠার এই চাতুরীভরা হুকুম খুলে রেখে দিলে। এই সম্ভবপর অর্থ মনে করে' নিয়ে অনলের ক্ষুণ্ণ আহত মন আবার কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে সান্ত্বনা লাভ করলে।

কিন্তু গৌরী? গৌরীকে চাইবামাত্র পাওয়া, এও তো এক অচিন্ত্য দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার! যে গৌরীকে এখানেই অনলের বাসায় পাঠিয়ে দিতে ধনিষ্ঠার আপত্তি হতো, সেই গৌরীকে একেবারে দূর করে' দিতে সম্মত হওয়ার অর্থ অনল কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে না। সে মনে করেছিল তার বিদায়-প্রার্থনা অনেক বলা-কওয়ার পর

মঞ্জুর হলেও হতে পারে, কিন্তু গৌরীকে কাছছাড়া করতে ধনিষ্ঠা কিছুতেই সম্মত হবে না। কিন্তু এ যে একেবারে অভাবনীয় কাণ্ড! তিনি অনলের উপর ক্রুদ্ধ হয়েই বোধ হয় এই অবিশ্বাস্য অসম্ভব হুকুম লিখে ফেলেছেন। এখনই হয়তো তাঁর মনস্তাপ হবে এবং এই হুকুম প্রত্যাহারের পত্র আস্‌বে।

অনল নিজের দর্‌খাস্ত হাতে করে' গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল; হরকান্ত বেচারা যে স্থূল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। হরকান্ত অনলের মনোযোগ নিজের দুর্দ্দশার প্রতি আকর্ষণ করবার জন্যে চেষ্টা করে' একটু কাশ্‌লে।

সেই কাশির শব্দে চম্‌কে উঠে অনল হরকান্তর দিকে তাকালে এবং সচেতন হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—আপনি যান। অম্‌নি দয়া করে' বৈকুণ্ঠ-বাবুকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

হরকান্ত চলে' গেল।

সঙ্গে-সঙ্গেই বৈকুণ্ঠ এসে ঘরে ঢুকে অনলকে নমস্কার করলে।

অনল প্রতিনমস্কার করে' বল্‌লে—বসুন।

বৈকুণ্ঠ বস্‌ল।

অনল বৈকুণ্ঠের হাতে নিজের দরখাস্তখানা দিলে।

দরখাস্ত ও হুকুম পড়ে' বৈকুণ্ঠ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল; কিন্তু সেই এবার প্রধান ম্যানেজার হবে, কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর এই হুকুম দেখে তার যে বিপুল আনন্দ হয়েছে তাতে তার বিস্ময় চাপা পড়ে' গেল। তার একবার মনে হলো, মৌখিক ভদ্রতা করে' কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি বল্বে? কেন তিনি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছেন জিজ্ঞাসা করা অনর্থক, কারণ কর্ত্রীর কাছেই যখন কারণ অব্যক্ত থেকে গেছে তখন তার কাছে সেটা প্রকাশ্য হবার কথা নয়। তিনি চাকরী ছেড়ে যাচ্ছেন, এর জন্য দুঃখ প্রকাশ তো করা যেতে পারে? এই কথা মনে হতেই বৈকুণ্ঠ বল্লে—আপনি হঠাৎ আমাদের ত্যাগ করে'...

অনল বৈকুণ্ঠকে কথা সমাপ্ত কর্তে না দিয়ে গম্ভীর-ভাবে বল্লে—আপনি রাণীর হুকুম দেখ্লেন তো। আমার চার্জ্জ্ বুঝে নিন।

বৈকুণ্ঠ তটস্থ হয়ে বল্লে—যে আজ্ঞে।

অনল বল্লে—আমি বাসুন্দিয়া ছেড়ে চলে' না যাওয়া পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মত্যাগের সংবাদ আপনি গোপন রাখ্বেন।

বৈকুণ্ঠ বল্লে—যে আজ্ঞা।

*

*　　　*

পাঁচটার সময় অনল আপিস থেকে বাসায় চলেছে। আজও তার সঙ্গে আর্দালী আছে, কিন্তু তার ঘাড়ে আজ ডেস্‌প্যাচ্‌-বক্‌সও নেই, কাগজপত্রের নথি ফাইলও নেই। আজ সে-সব ছোট ম্যানেজার বৈকুণ্ঠের পশ্চাদনুসরণ করেছে।

অনল অন্য দিন অন্যমনস্ক হয়ে চলে' যায়; কিন্তু আজ তার দৃষ্টি ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে রাজান্তঃপুরের প্রত্যেক জানালায় জানালায় কাকে একবার শেষ দেখা দেখে নেবার দুরাশায় ঘন ঘন অভিসার কর্‌ছে। সে যেতে যেতে দেখ্‌লে এক জান্‌লায় গৌরীকে বুকে করে' দাঁড়িয়ে আছে ধনিষ্ঠা! অনলের মুখ সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল; সে ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিলে, এবং মাথা নত করে' চলে' গেল। কিছু দূর গিয়ে যখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখ্‌লে তখন পথের বাঁকে সেই জানালাটা দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেছে। অনলের মনে পড়্‌ল রবার্ট ব্রাউনিয়ের "বাষ্ট এণ্ড-ষ্ট্যাচু" এবং "ইন্‌ এ ব্যাল্‌কনি" কবিতার কথা।

অন্য দিন ধনিষ্ঠা গোপনে চুরি করে' অনলকে দেখে ; কিন্তু আজ সে জান্‌লা একেবারে খুলে ফেলে নিজেকে প্রকাশ করে' দাঁড়িয়েছিল। আজ সে শেষ দেখা দেখে নেবে, শেষ দেখা দিয়ে নেবে ; তার পর তাঁর বিসর্জ্জন—

"এক দিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন !"

অনল দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে ধনিষ্ঠা ঘরে থেকে বাহিরে এসে মাধবীকে ডেকে বল্‌লে—মাধী, তুই গৌরীকে নিয়ে ওর বাবার বাসায় পৌছে দিয়ে আয় ; আর চাকরদের বল্ ওই বাক্‌স বিছানাগুলো সব দিয়ে আস্‌বে।

গৌরী আপত্তি জানিয়ে বল্‌লে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো মা।

ধনিষ্ঠা গৌরীর মুখচুম্বন করে' বল্‌লে—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে আগে যাও, তার পর আমিও যাবো।

গৌরী সন্দেহ করে' বল্‌লে—না, তুমি যাবে না।

ধনিষ্ঠা কষ্টে চোখের জল সম্বরণ করে' বল্‌লে—সত্যি বল্‌ছি মা, আমিও যাব, আজই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই

যাবো। আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বলতে পারি। তোমাকে ছেড়ে এ বাড়ীতে কি আমি থাকতে পারবো?

গৌরী আর আপত্তি করলে না। কিন্তু মাধবীর মনে একটা বিষম খট্‌কা লেগে রইল। আজকের ব্যাপারটা সে কিছুতেই গুছিয়ে বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না।

*

* *

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে অনিল যখন দেখ্‌লে যে তার সঙ্গিনী তার কাছে নেই তখন সে প্রথমে মনে করলে সে বাড়ীতেই কোথাও আছে। কিন্তু এই বাড়ীতে তার দাদাও আছে মনে করে' তার একটু লজ্জাও বোধ হলো। সে বাইরে বেরিয়ে একটু লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে সকল ঘরে উঁকি মেরে মেরে বেড়াতে লাগ্‌ল; সে যে কি খুঁজছে তা যে চাকর-দাসীরা বুঝতে পারছে এই ভেবেও তার লজ্জা বোধ হতে লাগ্‌ল। কিন্তু যখন সে বাড়ীর কোথাও তার

সন্ধান পেলে না তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত ও সন্দিহান হয়ে হরির মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হরির মা, আমার সঙ্গে কাল যে লোকটি এসেছিল সে কোথায় গেল ?

হরির মা বল্‌লে—কাল রাত্তিরে বাবু তাকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অনিলের পিত্ত জ্বলে' উঠ্‌ল, সে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—আমার লোককে বাবু বিদায় করে' দেন কোন্ আক্কেলে !

এ কথার জবাব হরির মা আর কি দেবে ? সে নীরবে মনে মনে অনিলের বেহায়াপনাকে শত ধিক্কার দিতে দিতে সেখান থেকে চলে' গেল।

অনিল স্থির কর্‌লে এখনই সে কাছারীতে গিয়ে তার দাদার সঙ্গে একচোট ঝগড়া করে' কল্‌কাতা চলে' যাবে। সে জামা গায়ে দিতে গিয়ে দেখ্‌লে তার মনি-ব্যাগটা জামার পকেটে নেই। সে আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—হরির মা, নফর, সাধু, আমার টাকা কি হলো।

চাকর-দাসীরা বল্‌লে—বাবু আপনাকে বল্‌তে বলে' গেছেন টাকা তিনি নিয়েছেন।

অনিল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অনলের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লে সদর দরজায়

তালা বন্ধ। সে চাকরদের ডেকে বল্‌লে—এই, দরজায় দিনের বেলা চাবি কেন? চাবি খুলে দে।

চাকরেরা বল্‌লে—বাবু চাবি দিতে বলে' গেছেন; তিনি না আসা পর্য্যন্ত খুল্‌তে বারণ করেছেন।

অনিল ক্রোধে উন্মত্তবৎ হয়ে দরজায় লাথি মেরে বল্‌লে—আমি কি বাড়ীতে বন্দী নাকি? আমি তালা ভেঙে ফেল্‌ব।

চাকরেরা বল্‌লে—আপনি তালা ভাঙ্‌তে গেলে আপনাকে ধরে' রাখ্‌তেও তিনি বলে' গেছেন।

অনিলের মাথায় খুন চেপে উঠ্‌ছিল; তার মনে হতে লাগ্‌ল সব কটা চাকরকে সে তখনই মেরে খুন করে' ফেলে। কিন্তু সে একা, আর ওরা তিন জন। কাজেই সে আত্মসম্বরণ কর্‌তে বাধ্য হলো। তখন তার নির্জীব জড় পদার্থের উপর রাগ ঝাড়্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল; ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল বাড়ীর জিনিসপত্র ভেঙেচুরে ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে' গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয়। কিন্তু বাড়ীতে আছে কি যে সে নষ্ট কর্‌বে? খান কতক খুরি সরা মাল্‌সা মাটির গেলাস আর খান কতক লেপ কম্বল তো বাড়ীর পুঁজি! সেগুলো নষ্ট কর্‌লে হাতের আঁজ্‌লায় করে' জল খেতে হবে, আর এই শীতের রাতে বুকে হাঁটু

দিয়ে বসে' কাটাতে হবে। কাজেই অনিল নিষ্ফল ক্রোধে থম্‌থমে হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে শান্ত হয়ে বস্‌ল।

অনল আপিস থেকে বাড়ীতে এসেই অনিল যাতে শুন্‌তে পায় এমন উচ্চ স্বরে চাকর-দাসীদের ডেকে বল্‌লে—আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে' যাচ্ছি, তোমরা সবাই তোমাদের মাইনে নিয়ে যাও।

হরির মা এই আকস্মিক দুঃসংবাদে কেঁদে ফেল্‌লে; চাকরদের মুখ শুকিয়ে গেল। হরির মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে—তুমি চলে' যাবে বাবা? তবে আমাকেও নিয়ে চলো। যে কটা দিন আছি তোমার চরণ সেবা করে'ই মর্‌তে দাও।

অনল ছলছল চোখে বল্‌লে—তা কেমন করে' হবে মা, আমি যে গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছি; আমি তো আর ছোঁওয়া-নাড়ার বিচার করে' চল্‌তে পার্‌ব না।

কথাগুলো অনিলের কানে গেল। তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে' রইল।

অনল বল্‌তে লাগ্‌ল—তোমরা আমার অনেক যত্ন করেছ; তোমাদের ঋণ আমি শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আমার এই মাসের মাইনেটা আমার নিজের যারা কাজ